

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১৮-এ, টেমার লেন

কলকাতা-১

মুদ্রাকর

চন্দ্রশেখর চৌধুরী

লক্ষী প্রেস

১২ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-১

ভূমিকা

লেবাননের বেকধরিতে ১৮৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জিব্রান কহলীল জিব্রান। যখন তাঁর বয়স চার বছর তখন তিনি তাঁর মা এবং দাদার সঙ্গে আমেরিকার বোস্টনে চলে আসেন। ছেলেবেলা থেকেই নিরন্তর দুঃখের জীবন তাঁর শুরু হয়ে যায়। দশ বছর বয়সেই একে একে দাদা মা এবং ছোট বোন হুলতানা যক্ষ্মা রোগে মারা যান এবং বিদেশে জিব্রান এক অসম্ভব শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। ভাই বোনের মধ্যে একমাত্র বড় বোন মেরিয়ানই তখন বেঁচে আছেন এবং রাত্রিদিন সেলাইএর কাজ করে সংসার প্রতিপালন করার চেষ্টা করছেন। জিব্রান তখনও কৈশোরের গভীরে পড়েন নি।

দারিদ্র্য এবং দুঃখকষ্ট থাকলেও দিন কাটে। শিশু কিশোর হয়, কিশোর যুবক। জিব্রান ছবি আঁকার কাজ করতে শুরু করেন, সঙ্গে এদিক ওদিকের কিছু লেখাপড়ার কাজকর্ম। এং যেমন হয়ে থাকে সাধারণতঃ নতুন শিল্পীর রোজগার হয় নামমাত্র। ভয়ংকর দারিদ্র্য ভাই বোনের দুঃখের সংসারকে ক্রমাগত আহত করতে থাকে। তবু সেই অসম্ভব নিদারুণ পরিস্থিতিতেও লেখা ছাড়তে পারেন না জিব্রান। অর্থাহারে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে রাত্রি জেগে পাগলের মতন লিখে চলেন অবিভ্রাম, ছবি আঁকেন।

১৯০৭ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে “The Procession” শেষ হয়। অতঃপর তিনি ভাগ্যান্বেষণে মহত্তর শিল্পকীর্তির পীঠস্থান প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে থাকেন বছর দুই। কিন্তু কাজকর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিফল হওয়ার ফলে আবার তাঁকে বোস্টনে ফিরে যেতে হয় ১৯২২ সালে। এই সময় থেকেই অবশ্য তাঁর বই ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৯ সালে “The Mad Man” ১৯২০ সালে “The fore runner” ১৯২৩ সালে “The Prophet” এবং ১৯৭৬ সালে “Son of Man” প্রকাশিত হয়ে বখেটে সমাদর লাভ করতে থাকে।

অতঃপর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে জিব্রান পরলোক গমন করেন ১৯৩১ সালে। আমেরিকা থেকে তার মরদেহ লেবাননে নিয়ে যাওয়া হয়। সমাধিস্থ করা হয় বখাযোগ্য রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে। লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ লোক কবির মরদেহকে শেখবারের মতন জমা আনাতে তিড় করেছিল।

১৯০৪ সালে ২০টি ছবি নিয়ে জিব্রান একটি ছবির প্রদর্শনী করেছিলেন। জিব্রানের এক কটোগ্রাফার বন্ধুর স্টুডিওতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। সেই সময়ে জিব্রান যৎসামান্য রোজগার মাত্র করতে শুরু করেছিলেন, বইয়ের মলাট ঐক্যে, আর্টিস্টদের মডেল হয়ে এবং ইত্যবিধ নানান ধরনের ছোটখাটো কাজকর্ম করে। যাই হোক এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরকম ভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই প্রদর্শনী জিব্রানের জীবনে একটি নতুন দিক উন্মোচিত করেছিল। এই প্রদর্শনীতে মেরী হাসকেল নামে একজন মহিলা নেহাতই কৌতূহল কিংবা অহুরোধ উপযোগে উপস্থিত হয়েছিলেন। জিব্রান তার সঙ্গে পরিচিত হন এবং জিব্রানের জীবনের দারাতাই বদলে যেতে শুরু করে। খুব কম সময়ের মধ্যেই জিব্রান মেরী হাসকেলের সঙ্গে নিবিড়তর সম্পর্কের মধ্যে চলে আসতে থাকেন। পরস্পর পরস্পরের খুবই দর্শিত হয়ে পড়েন। মেরী জিব্রানকে উপদেশ দেন ইংরেজী লিখতে আরো ভালো করে এবং সম্ভব হলে ইংরেজীতে লিখতে। কথাটি জিব্রানের মনে ধরে এবং তিনি ইংরেজীতে লেখা শুরু করেন। মেরী তাঁকে অগ্রাহ্য অনেক ব্যাপারেই যথেষ্ট সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং আবার প্যারিসে গিয়ে শিল্পকলা সম্পর্কে পড়াশুনা করতে অহুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, জিব্রানের জীবনে মেরীই একমাত্র যিনি প্রকৃতই অস্তরঙ্গতার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিখ্যাত আমেরিকান কবি বারবারা ইয়ং যিনি জিব্রানের সঙ্গে পরবর্তীকালে কাজ করেছিলেন কিছুদিন তিনি লিখেছেন যে, জিব্রান নিজেরই আমাকে বলেছেন যে তিনি মেরীকে না দেখিয়ে একটি লাইনও ছাপতে দেন নি সাধারণতঃ।

১৯১২ সাল থেকে ১৯২২ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের সময় জিব্রানের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকে। বিশেষতঃ আরব ভাষাভাষীদের কাছে জিব্রান—“ভাদের নিজদের কবি”—বলে আপন হয়ে ওঠেন।

জিব্রানের যাবতীয় লেখায় এমন কি তার আঁকা ছবিতেও এই জগতের মধ্যে বেশী মাত্রায় বসবাস করা সম্বন্ধে কোন এক অসীম এবং অনন্ত জগতের জন্ত আকুল কামনার স্রষ্টি নিরন্তর ধনিত। চূড়ান্ত আধুনিক এবং তীব্র বাস্তবতার অভিজ্ঞতার নিখুঁত চিত্রায়ণের মধ্যে থেকেও কবির সেই উত্তরণ যেন অনাহ্বাসে পাঠকের মধ্যেও ছড়িত হয়ে যায়। কবির আত্মমগ্নতা কঠিন দেওয়ালের মধ্যে অবস্থান করলেও তার দীর্ঘ ভালবাসা দূর দূরান্ত পেরিয়ে পাঠকের অপ্রসিক্ত চোখকে চুষন করে—তারপরে পাঠকের সঙ্গে করে নিয়ে যায় এক কল্পলোকে যে

স্থানের অবস্থান কল্পনায় এমন কি কঠিনতম বাস্তবায়ণ পাঠকও শিহরিত হতে বাধ্য হয়, এবং চমকিত হওয়ার অল্পভব যেখানে স্বাভাবিক।

প্রথাসিক আধুনিকতার দোহাই তুলে শিল্পে সাহিত্যে কলিত নিঃসঙ্গতা বোধের যে বিপুল আয়োজন (বলা বাহুল্য নিঃসঙ্গতাবোধ সত্যিকারের শিল্পীর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। সেটি সন্দেহ নেই শিল্পীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই প্রতিকলিত হতে বাধ্য, কেবলমাত্র তার চমকপ্রদ শিল্প কীর্তিতে নয়, নয় বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মার্কিন হিসেব করা, মানসিকতার যে অবস্থানকে দীর্ঘকাল আগেই কাপুরুষতা বলে চিহ্নিত করা গিয়েছিল, এবং সেই নিঃসঙ্গতা, সত্যিকারের নিঃসঙ্গতা বোধ সম্ভবতঃ অতিমাত্রায় বিরল ঘটনা। কারণ সচেতনতা এবং প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনেই সেখানে নিমম, ঠিক যে স্থানটিতে লেখকের শিল্পীর মানবিক সংগ্রামের ভয়ঙ্কর আরম্ভ—) —অন্তরঙ্গতার স্বরটি ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দেয়, তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্বাভাবিক জিত্রানের নিঃসঙ্গ কথোপকথন। এই নিউন কবির একান্ত কথোপকথন বিংশ শতাব্দীর প্রাণিক শহরের মানুষজন আমাদের চঞ্চল করে দেয় যেমন দেয় বঙ্ক্য নারীকে—ধূলিমুটি কাপড়ের গল্প। সমস্ত প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যেও কবির প্রাণপণ উত্তরণের প্রয়াস। সেই প্রয়াসকে যতই ইউটোপিয়ান কিংবা মেঠো বলে অস্বীকার করার চেষ্টাই করা হোক না কেন বুকের গভীরে অদৃশ্য কিলকের স্থাপন সেখানে সংঘটিত হয়েছে যেতে থাকে। সম্ভবতঃ সেখানেই কবির কৃতিত্ব, তার সংগ্রামের সার্বিক চিহ্ন। হয়ত বা পুরস্কারের নয়। জিত্রানের জগত সেই অন্তরঙ্গতার জগত যে জগতের সৃষ্টি কল্পনায় কবির শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুও নিয়োজিত, মানস অবস্থানও। এবং তাই তার ব্যক্তিত্ব মিথ্যার পৃথিবীকে একবার হলেও চমকিয়ে দেয়।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রেরণায় জিত্রানের সেই অন্তরঙ্গতার উৎস সন্ধানেই এই অনুবাদের প্রয়াস।



অপার্থিব

ক্রোধ আর হিংসার ঝাপটে মাটি বেরিয়ে আসে
মাটির ভিতর থেকে মাটি,
মনোরম ছন্দে পৃথিবীর উপর দিয়ে নৃত্যারিত
ভজিমায় হেঁটে যায় পৃথিবী
পৃথিবীর উপাদান ছেনে পৃথিবী সৃজন করে অট্টালিকা
ভৈরী করে তন্তু,

উৎসৃষ্ট উপাসনাগৃহ,
এবং পৃথিবী বুনন করে পৃথিবীকে নিয়ে লোকগাঁথা.
এমনকি অত্মশাসন, আইন শৃঙ্খলার নিয়ম কাছনগুলি —

এইসব করার পরে পৃথিবী ক্লান্ত হয়েছিল, এইসব
অবিশ্রান্ত কর্মচকলতার,
পৃথিবীর ফাপানে' বিস্তারে
স্বপ্ন আর অলৌকিক মায়াদৃষ্ট দেখে জুড় হয়েছিল

তখন ত পৃথিবীর দৃষ্টপথ, অনির্বচনীয় বিজ্ঞামের ঘুম,
নিশ্চিন্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী আলস্তের আরোজনে
প্রতারিত হতে থাকে,

এবং সেই সময়ে,
তখন পৃথিবী ডেকে বলে পৃথিবীকে—
“আমি সেই মাতৃগর্ভ, আমিই ত সমাধিস্থল,
বতদিন না ঐ আকাশের উজ্জল নক্ষত্রগুলি
ধ্বংস হয়ে যাবে

সূর্য পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে,

ততদিন

আমিই সেই গভীরে মাতৃগর্ভেই থেকে যাব,

কিংবা সমাধির অন্ধনমঞ্চে—

হে রাজি

হে রাজি প্রেমিকের প্রেমিকার রাজি, কবি আর গায়কের রাজি হে,
তুমি ত অশরীরীর রাজিকাল অলৌকিক এবং আশ্চর্য মোহময়ী রাজি,
তে আশার এবং স্বপ্নের দীর্ঘস্থায়ী রাজি
তুমি সন্ধ্যার মেঘকে ধীরে ধীরে বিশাল হয়ে অধিকার কর প্রভাবকে
জ্বালের তববারী হাতে তুমি অশ্রুধারী, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মুহূর্তে সজ্জিত
লুক্কাতা, নিশ্চলতার আবরণে তুমি আবৃত

তোমার সহস্ররকমের দৃষ্ট দিয়ে তুমি গভীরতা স্পর্শ কর

ভাবনের, তোমার সহস্ররকমের শ্রুতি নিয়ে তুমি

শুনতে পাও মৃত্যুর আর্তনাদ

অনন্তিমের গোতানি,

স্বর্গের আলোক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তোমার অন্ধকারের ভিতর থেকে

তার কারণ কি, দিন বা আলো আমাদের

পরিবৃত করে রাখে পৃথিবীর দুর্বোধ্য ব্যবহারে

বহুশাব্দিক শাস্তকালের সম্মুখে তুমি চোখ খুলে দাও

আমাদের আশার দিকে,

কারণ দিন আমাদের প্রভাবনা করে অন্ধ করে রাখে

সীমার মধ্যে—পরিমাপের মধ্যে,

তুমি সেই অনাহত নীরবতার আবরণ উন্মোচন কর ধীরে অতি সতর্পণে

স্বর্গের উন্মূলিত শক্তির উন্মোচন,

কারণ দিনের কোলাহল আমাদের উত্তেজিত করে কেবলই,

যার অস্তিত্ব শুধু প্রয়োজন এবং বিশ্বাসের মধ্যে দ্বিষ্ট,

রাজি তুমি সেই বিচার উপহার দাও দুর্বলকে, স্বর্গীয় ঘুম দিও,

হাতে সে সবসময়ে সবলের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে পারে নিজেকে ।

তুমি সেই কমাণীল রাজন, কোমল আঙুলের আশ্রয় বুলিয়ে দাও

সহস্র হৃদভাগের জলে বাওয়া চোখের উপরে

তবন ক্রমে আত্মক শাস্ত অবস্থান —

তোমার নীল, আচ্ছাদনের ভাঁজে ভাঁজে প্রেমিকের আত্মা

সমর্পণ খুঁজে পায় সাধনা

তোমার শিশিরে ধোওয়া পা হুঁশানিতে যন্ত্রণাবিহীন

অপ্রবোচন ক'রে ভারহীন হয়েছিল।

তোমার কররেখায় যেখানে উপত্যকার নীল সৌরভ রয়েছে

সেখানে আগন্তুকরা স্নেহাতিশয্য অনুভব করে—কত সহজ সেই পাওয়া,

তুমিই প্রেমিকের একাকিত্বের সঙ্গী, তুমিই সাধনা দিয়ে থাকো

বক্তিতকে, তোমারই আশ্রয় তাঁর একমাত্র যে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন যে,

তোমার ছায়ায় কবির ভালবাসা স্থিত, যেখানে দেবদূতেরা জেগে ওঠেন,

তোমারই মুকুটের আশ্রয়ে চিন্তাশীলের চিন্তা বিস্তারিত হয়ে ওঠে,

কবিকে প্রেরণা যুগিয়ে দাও তুমি, দেবদূতকে তার বোধি, আর

দার্শনিককে সত্যিকারের পথ দেখাও তুমি, দর্শনের সঠিক পথেরেখা।

যখন আমার অস্তিত্ব ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মানবিক বোধে

যখন আমার দুচোখ দিনের মুখচ্ছবি দেখতে ক্লান্ত হয়,

যখন অতীত ইতিহাসের অপরীক্ষিত কোথায় ঘুমিয়ে রয়েছে খুঁজতে থাকি,

খুঁজতে থাকি সেই অস্পষ্ট উপস্থিতি

হাজার পায়ে যে এইসব পথ হেঁটে গিয়েছিল

মাটির উপর দিয়ে হেঁটে — দীর্ঘকাল আগে।

তারপর অস্থির পৃথিবীকে যে তুমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলে,

তোমার সামনে ধমকে দাঁড়াই,

সেখানে সেই ছায়ার চোখের উপরে চোখ রাখি, তুমি,

অদৃশ্য পালা ওড়াবার শব্দ, অনুভব করতে থাকি নৈঃশব্দের,

অদৃশ্য জামাকাপড়ের মন্থণ স্পর্শ,

এবং ক্রুর কঠিন কৃষ্ণ অঙ্ককারের ভয়ংকর ভয়ের প্রহার নিতে থাকি—

হে রাজি, সেইখানে আমি হৃদয়কে দেখি, দেখি মহিমাধিত্বকে

স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভাসিত, শিশিরের ওড়নায় ঢাকা মুখ,

মেঘের চাদরে আবৃত মুখ, সূর্যের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠছে,
 বিক্রম করছে দিনমণিকে, দিনকে, তৃত্য এবং ক্রীতদাসদের
 পরিহাস ক'রে চলেছে, বারো প্রতিহার সঙ্ক্ষে নতজাহ্ন

জাগর পূজার অভিভূত—

সেইসব রাজপুরুষগণ ব্যাধি ভেলতেই এবং রেশমী শয্যায় স্থানিত্যার বিস্তার,
 তাদের প্রতি তোমার ক্রোধ দেখতে পাচ্ছি,
 তুমি যখন শিকড়ের নিশ্চিত সূর্যের শয্যায় অরাস্ত পাহারা দিয়ে চলেছ
 তখন তব্বরাত্ত তোমার শাপিত দৃষ্টির সঙ্ক্ষে সংকুচিত হচ্ছে দেখতে পাই,
 দেহোপজীবনীদের মধ্যে হাসির জন্ত তোমার ক্রন্দন আমি শুনেতে পাচ্ছি,
 তোমার আল্লাদ সত্যিকারের প্রেমিকের অশ্রুবিসর্জনের সময়,
 তোমার ভানহাস্ত সত্যের দিকে নির্দেশিত দেখতে পাই, দেখতে পাচ্ছি
 মলকে পদললিত করছ তুমি। কালো অন্ধকার এইসব কিছুই প্রতিই
 তোমার মুখের বিজ্ঞোহ।

সেইসব স্থানে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, হে রাজি এবং
 বলিও তব্বকরী তবু তুমি আমাকে মাতৃমহতার মতন
 আমার নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছ,
 যখন স্বপ্নাতুর আকাশকুহুম রচনাকারী আমি তোমার সন্তান তখনও।

সেইসব অবস্থাসের আবরণ উন্মোচিত হল, তোমার এবং আমার মধ্যে,
 তুমি ধীরে ধীরে তোমার রহস্তময় গোপন সম্ভারগুলির
 দ্বার উন্মোচিত ক'রে চলেছ,
 আমি আমার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা কানে কানে বলে চলেছি,
 তোমার স্বাভাবিক তব্বের মূর্তি মধুর হয়ে উঠছে আমার কাছে। নিকটতব
 হয়ে আসছে আমার দ্বারে।
 ফুলের অক্ষুট কানাকানির চাইতেও অনেক নিকটে,

আমার তব্ব আজ অন্তর্ভুক্ত হল। এখন আমি পাখিদের চাইতেও শাস্ত।
 তুমি তোমার দৃঢ় হৃদি হাত দিয়ে আমাকে নিশ্চিত কোলে তুলে নিয়েছ,
 আমার চোখদুটিকে দেখতে দেখাচ্ছে, আমার হৃদয়কে ভালবাসতে দেখাচ্ছে,

তাদের অন্তরা বাঁকের ঘূর্ণা করে। আমার কর্ণধরকে কথা বলতে
শেখাচ্ছে। এবং অন্তরা বাঁকের ভালবাসে তাদের ঘূর্ণা করতে
শেখাচ্ছে। তুমি, আমার প্রতিবেশীতে শেখাচ্ছে। মধুময় সংগীতের ধ্বনি
আমার চিত্তার কর্ণার জলে তুমি তোমার আত্মল আলতো ক'রে

বুলিয়ে দাও, আর আমার ধ্যান নিবিড়তর হয়ে বহমান হয়ে চলে

ধরশ্রোতা নদীর মতন,

তোমার তপ্ত ওঠে যুগল দিয়ে আমার আত্মার ওঠাধরে চূষন করেছে তুমি,
সেই চূষনের মোহময় স্পর্শে মুহূর্তে আমার আত্মা দাবানলের
মতন জলে ওঠে। আমি তোমারই সমভিব্যাহারে রয়েছি, হে রাজি
তোমারই অম্লসরণ ক'রে চলেছি যতদিন না তোমারই সঙ্গে
একাত্ম হয়ে উঠছি। আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম যতদিন না
আমার সত্তা তোমারই প্রতিমার মতন চরিত্র হয়ে ওঠে।

আমার অন্ধকারের অস্তিত্বে ভালবাসার নক্ষত্রপুঞ্জ গাঁথা হয়ে
জলজল করেছে।

এবং আমার হৃদয়ে একটি চন্দ্ৰিমা স্বপ্নের মিছিলে দীপ জ্বালিয়ে
দিয়েছিল, আলোকিত করেছিল সেই স্বপ্নগুলি,
আমার ঘুমহীন অস্তিত্বে নিবিড় হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে নৈশব্দ,
শ্রমিকের গোপনতম প্রিয় কথাগুলি, সেইখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
পূজারীর প্রার্থনা, আবৃত্তির হ্রস্বধ্বনি।

আর আমার মুখে ইন্দ্রজালের মুণ্ডোশ,
মৃত্যুর বস্ত্রশায় বা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে,
তরুণের উদ্ভাসিত সংগীতে সেই মুখমুণ্ডোশের রূপ সংশোধিত,
সেই রকমভাবে ভাবতে গেলে আমরা দুজনেই ত একই রকমের,
হে রাজি, তুমি স্বীকার কর, তাই নাকি,

আমার আশেপাশের মানুষজনেরা কি বলবে আমি অহংকার করছি,
বলি বলি আমি তোমারই সদৃশ,
মানুষজনেরা কি নিজের সঙ্গে নিজের তুলনায় অহংকার করে না অহরহ,
আমি তোমারই মতন, হে রাজি।

কারণ তোমাকে এবং এই আমাকেও সকলে একই অভিযোগে
 অভিযুক্ত ক'রে থাকে, যা প্রকৃতই আমরা নই,
 তবুও আমি তোমারই মতন যদিও,
 সোনালী মেঘ দিয়ে জ্যোৎস্না আমার মাথায়
 মুকুট পরিয়ে দেয় ন',
 আমি তোমারই মতন যদিও উষা তার গোলাপী
 রশ্মি দিয়ে আমার আচ্ছাদন সৌন্দর্য ক'রে দেয় না,
 আমি তবুও তোমারই মতন যদিও, দুধ সরোবর দিয়ে
 আমি বৃত্তান্তিত নই।
 আমি সেই সীমান্তীন অঙ্ককার, শাস্ত্র, যার দুর্বোধ্যতার
 কোন সীমা নেই,
 শেষ নেই গভীরতার,

যখন আত্মাগুলি আনন্দের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,
 দুঃখের অঙ্ককারে আমার আত্মা উদ্ভাসিত
 হয়ে উঠবে,

আমি তোমারই মতন হে রাজি,
 আর যখন আমার প্রত্যক্ষ আসবে, তখন
 আমার সময়ের দীপ নির্বাণিত হবে শেষবারের মতন

পৃথিবী

সুধাময়ী পৃথিবী, আলোকের প্রতি নিখুঁত
 আত্মগভ্যে মহান, সূর্যের প্রতি সমর্পণে কত না মহৎ—
 ছাত্রের আবরণে ঢাকা মধুময় রহস্যময়ী
 সম্পূর্ণ আড়াল করার মতন মুখোশে ঢাকো মুখ, না বুঝতে
 পেরে আরো আকর্ষণীয় হয়ে আছে মাহাবরণে

প্রত্যাশের সংসীত ব্যাখ্যা ভোলায় কিন্তু কঠিন নয় কি সন্ধ্যাকালের উজ্জ্বল
 মাপা তোমার ব্যবহার, পরিপাটি—হে ঐশ্বর্যময়ী

তোমার সমস্তল ক্ষেত্রগুলির উপর দিয়ে আমি হেঁটে গিয়েছি,

পর্বতের শিখরে শিখরে উঠে গিয়েছি, তোমার উপত্যকার

আমি নেমেছি কতবার।

কতবার তোমার গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি,

তুমি জানো,

তোমার সমস্তল ক্ষেত্রগুলিতে বিচরণ করার সময়ে লক্ষ্য করেছি

সেখানে রয়েছে স্বপ্ন, পর্বতের শিখরে দেখতে পেয়েছি,

তোমার অহংকার, উপত্যকার আমি সাক্ষী ছিলাম শান্তির,

পাথরে তোমার দৃঢ়তা, এবং গুহার ভিতরে অগণিত গোপন সজ্জার।

তুমি দুর্বল একদিকে, অশক্তিকে অসীম শক্তিও রয়েছে তোমার অবয়বে,

একদিকে বিনয়ে অবনত মনে হয়েছিল অশক্তিকে কর্কশতম ব্যবহার,

কমনীয় একদিকে অশক্তিকে কঠিন, স্পষ্ট এবং গোপনও,

তোমার সমুদ্ররাশির উপর দিয়ে চলে গিয়েছি, তোমার নদীগুলিতে

খুঁজেছি অনেক, তোমায় বর্ণার উৎসে আমি দ্বিরে গিয়েছি বারবার।

তুমি জোয়ার ভাঁটার স্রোতের মধ্য দিয়ে শাস্তকালের কথা

বলে চলেছ আমি শুনেছি,

যুগ প্রতিধ্বনি করে তোমার পাহাড়ে পর্বতে সংগীতময়তায়,

গিরিশাত এবং উৎরাইএর মধ্য দিয়ে শুনেতে পেয়েছি,

ভীষণ চীৎকার করে ডাকছে জীবনকে,

শাস্তকালের গুণে তুমি মুখাবয়ব, সময়ের আঙুল

এবং পিছনে টানা হুতোর বীধন, জীবনের রহস্যময়তা এবং সমাধান।

তোমার বসন্ত আমার ভিতরভিত্ত পর্যন্ত জাগিয়ে তুলেছিল,

সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল হরিৎ শত্রুক্ষেত্রে, সেখানে তোমার স্বগন্ধ নিঃশ্বাস

ধোঁয়ার মতন উঠে স্বায় উপরের দিকে আকাশে নীলিমায়,

ঐয়ে পরিভ্রমের কসল আমি দেখেছিলাম, শতংকালে

আঙুর ক্ষেতে তোমার রক্ত বইছে লাল মনের মতন, তোমার শীত ঋতু

আমাকে শয্যার উষ্ণতায় নিয়ে গিয়েছিল যেখানে হিম এবং তুষার

তোমার পবিত্রতা রক্ষা করে চলেছে, আমি দেখেছিলাম বসন্তে

কি উদ্ভাস তোমার স্বগন্ধ বাতাস, ঐয়ের উদারতায়

তুমি অন্তরঙ্গ, শরতে পূর্ণ প্রাচুর্য সজ্জারে—

নাকি তুমিই সেই একবিন্দু রক্ত অহরহের সন্মোচন, নাকি তার
 কপালের একবিন্দু ঘাম—সূর্য যে কলকে হৃৎক ক'রে তোলে
 তুমি কি তাই, ঐক্য জানবুক থেকেই কি তুমি উদ্ভূত,
 যার শিকড় শাস্তকালের মধ্যে বহমান,
 যার ভালবাসা বিস্তারিত অসীমের মধ্যে অনন্তের মধ্যে—
 ঈশ্বরের নির্ধারিত স্থানের করণে স্থাপিত তুমি কি
 ঈশ্বরের সময়ের কর্পণগুণ,
 কে তুমি হে পৃথিবী, কি তোমার উপাদান,

তুমি কি আসলে আমারই অস্তিত্ব।

তুমি আমার দৃষ্টমহতা, আমার বিচার, আমার জ্ঞান
 এবং স্বপ্নের মণিমালা,
 আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আমার হৃৎ আমার আনন্দের অংশভাগ,
 আমার জাগ্রত সময়গুলি, আমার অসাবধান, আমার সৌন্দর্য,
 যা আমার চোখে বিচরণ করে, হৃৎহের প্রতীক্ষায়,
 অনির্বাণ জীবন স্পন্দন আমার আশ্রয়,

তুমিই আমি আসলে হে পৃথিবী,
 আমি যদি না থাকি, তোমারও অস্তিত্ব মিলিয়ে যায়, মিথ্যা হয়ে যায়

পূর্ণতা

তুমি প্রশ্ন করেছিলে তাই আমার,
 মাহুৎ কখন পূর্ণতার পৌছবে, আমি উত্তর দিচ্ছি শোন—
 মাহুৎ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় তখনই যখন সে
 অজ্ঞাত করে সে এক অসীম অবস্থানের মধ্যে বিরাজমান।
 এক তীরহীন সমুদ্রের মধ্যে, শাস্তকাল দাহমান অগ্নির
 অনির্বাণ আলো,
 ধীর শান্ত বাতাস অথবা ক্রুদ্ধ বড়, বিদ্যুৎ কলকে কলকে তীক্ষ্ণ
 আকাশ, কিংবা বৃষ্টিমুখর স্বর্ণ। বর্ণীর কলকলন,

হিয় নদী তরঙ্গ । বসন্তে বিকশিত তরুসাজি, অথবা শরতের নয় চারাগাছ,
উদ্ধত পর্বতশিখর, কিংবা নতুনুখ উপত্যকা, উর্বর
কথিত সমতলভূমি কিংবা মরুক্ষেত্র ।

যখন কোন মানুষ অহুভব করে এইসব, তখনই কিন্তু সে
পূর্ণতার পথে অধিক এগিয়ে গিয়েছে,
আর লক্ষ্যে পৌঁছবার জ্ঞান তার উপলব্ধি করা প্রয়োজন
যে, সে একজন শিশু মার ওপরে নির্ভরশীল
কিংবা সে একজন পিতা সংসারের জ্ঞান দায়ী, অথবা একজন যুবক
প্রেমের মধ্যে পথ হারিয়ে কেলেছে, প্রাচীন কেউ হয়ত
যুদ্ধ ক'রে চলেছে তার অতীতের সঙ্গে
মন্দিরের পূজারী একজন কিংবা কারাগারে নিষ্কিণ্ত অপরাধী, পণ্ডিত
কেউবা তার জ্ঞানের আয়োজনের মধ্যে, অজ্ঞান আত্মা কেউ হোঁচট খাচ্ছে
রাজির অন্ধকার কিংবা দিনের ছবোধ্যাতায়,
একজন দেহোপজীবনী তার প্রয়োজন এবং দুর্বলতার কণার
মাঝখানে দোলায়মান,
একজন দরিদ্র কেউ অসীম বিরক্তি এবং সমর্পণের মধ্যে বাঁধা পড়েছে
একজন কবি শিশির ধোয়া জ্যোৎস্না এবং প্রত্যুষের
স্বর্ঘরশ্মির মধ্যে তার বিচরণ,

এইসব যে বুঝতে পারে, দেখতে পারে
উপলব্ধি করতে পারে হৃদয়ে,
তার পক্ষেই কেবল সম্ভব
পূর্ণতায় পৌঁছনো

এবং তারো পরে
ঈশ্বরের ছায়ার মত ছায়া হয়ে যায়

গতকাল, আজ এবং আগামী প্রত্যুষ

আমি আমার বন্ধুকে ডেকে বলেছিলাম
“দেখ, সে আজ ওই পুরুষের হাতে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে
গতকাল সে আমারই হাতে মাথা রেখেছিল—”

সে উত্তর দিল,

“আগামীকাল সে ত আমার হাতেই মাথা রাখবে”—

আমি বললাম,

“দেখ সে আজ ওই পুরুষের পাশে বসে রয়েছে

গতকাল সে আমার পাশেই বসেছিল—”

সে উত্তর দিল,

“আগামীকাল সে ত আমার পাশেই এসে বসবে”

এবং আমি বললাম,

“দেখেছ সে ওই পুরুষের পেয়ালা থেকে

চুমুক দিচ্ছে পানীয়—

কিন্তু সে গতকাল আমার পেয়ালায়

চুমুক দিয়েছিল—”

সে উত্তরে বলল,

“আগামীকাল সে ত আমার পেয়ালায়

চুমুক দেবে—”

আমি বললাম,

“দেখ দেখ কেমন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে সে

ওই পুরুষটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে,

ঠিক এইরকম কামনামন্দির ভালবাসা নিয়ে

সে গতকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—”

সে উত্তর দিল,

“আগামীকাল এই একইরকম ভাবেই সে

আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে—”

আমি বলেছিলাম—

“ভ্রমভে পাচ্ছো সে কেমন স্বন্দর ভালবাসার

গান গাইছে, ওই পুরুষটির কানে কানে ।”

গতকাল এই গানগুলিই ত আমাকে নিবিড়
বনিষ্ঠায় তুলিয়েছিল—”

সে বলল,

“আগামীকাল একই গান সে গাইবে আমার
কানে কানে একান্তে—”

আমি বললাম,

“দেখেছ সে কেমন ক’রে দূর আলিঙ্গনে বেঁধে
রেখেছে ওই পুরুষটিকে ।

গতকাল এমনি ক’রেই সে আমাকে তার
ঘন আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছিল—”

সে বলল,

“আগামীকাল এই এইরকম ক’রে সে
আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবে—”

আমি বলেছিলাম,

“কি অদ্ভুত আচরণ এই রমণীর”

এবং সে উত্তর দিল,

“এই রমণীর অস্ত্র নামই ত জীবন”

ভালবাসা ভালবাসা

ওরা বলেছিল শৃগাল এবং গন্ধমূষিক

একই ঘাটে এসে জলপান করে

সেই ঘাটে, যে ঘাটে সিংহও আসে জল পান করতে

ওরা আরও বলেছিল যে বাজপাখি

আর শকুনেরাই কেবল একসাথে একই শবদেহে ঠোকরায়

এবং পরস্পর একসাথে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে

মৃত মানুষ জনদের স্তূপের মধ্যে

হে ভালবাসা,
 তোমার ওই ঐশ্বর্যপূর্ণ অজলিষক হাতই কেবল আমার
 মধ্যে আকাজকা জাগিয়ে তোলে,
 অনবরত স্তুতি এবং তুফার দহনও,
 আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে নিয়ে যায়,
 অহংকার এবং ক্রমাগত আত্মসম্মানবোধের ভিতরে
 আমার দুর্বল সত্তার অল্পভবে রুটি এবং মদের সম্ভাব্যব্যহার
 লালসার ইন্ধন জাগিয়ে দেবে,
 কঠিন এবং শক্তিশালীয়াই কেবল যেন এইসব অধিকার
 ক'রে নিতে না পারে,
 তারপর বরং আমি যদি অনাহারে থাকি তাও ভালো—
 যে পাত্র তুমি পূর্ণ করনি, যে তৃষ্ণার জল
 তোমার আশীর্বাদপূত নয়,
 সেই সবেয় প্রতি কামনালুক হাত বাড়ানোর আগেই
 যেন আমার হৃদয় মরুভূমি হয়ে ওঠে,
 তার আগেই আমাকে ধ্বংস ক'রে দিও, মৃত্যুর
 গভীরে চলে যেতে দিও ।

বালু আর কেনা পুঞ্জরাশি

১

দীর্ঘকাল

আমি এই দুই ভীরুভূমি ধরে হেঁটে চলেছিলাম
 একদিকে বালুময় অস্ত্রদিকে কেনাপুঞ্জরাশি,
 জোয়ার ভাঁটার
 আমার পায়ের ছাপ মুছে যায় ।
 বাতাসে উড়িয়ে নের শুভ্র কেনাপুঞ্জ
 সমুদ্র কিংবা ভীর থেকে যায়
 চিরস্থান একই অবস্থানে
 দীর্ঘকাল—

২

আমি যখন জেগে উঠেছিলাম,
ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—
“তুমি এবং যে জগতে তুমি বেঁচে রয়ে
এইসব অসীম সমুদ্রের অসীম তীরের
একটি বালুকণামাত্র”—

আর আমি স্বপ্নের ভিতরে তাদের
টেনে নিয়ে বলেছিলাম—
“আমিই সেই অসীম সমুদ্র ।
সমস্ত বিশ্বই আমার বেলাভূমিতে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র”—

৩

আমার হাতের অঞ্জলি পূর্ণ করেছিলাম
ভোরবেলার শিলিরে —
একটা সময় ছিল তখন,
তারপর একটা সময় এল
যখন হাতের মুঠে খুলে দেখেছিলাম একটি
কুৎসিত কীট—
তারপর আমি আবার বন্ধ করলাম হাতের মুঠি,
আবার বন্ধ করলাম, করতল—
শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে থাকল
বিষাদগ্রস্ত একজন মানুষ —
ঠিক উল্টো ক’রে দাঁড়ানো—
আবার হাতের মুঠি বন্ধ করলাম,
কিছুক্ষণ পরে সন্তর্পণে খুলে দেখি—
শিলির রয়েছে ।
আর শুনতে পেলাম ক্ষুদ্র গান গাইছে
কারা সব—

৪

কোন একবারই জীবনে, আঃ
 মাত্র একবার—তুচ্ছিত হয়েছিলাম
 বধন হঠাৎ একজন
 আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল
 “তুমি কে গো”—

৫

এইত গতকালই আমি ভেবেছিলাম
 নিজেকে একটি ষণ্ড বস্ত্রপিণ্ড মাত্র,
 জীবনের পটভূমিকায়, হরহীন ছন্দহীন—
 এখন আমি জেনেছি আমিই পটভূমি,
 সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জীবন
 মধুর চন্দে লীলারিত আমার ভিতরে ।

৬

আমরা দীর্ঘসময়,
 সহস্র সহস্র বছর ধরে
 এই সমুদ্রের
 বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছি,
 গল্প করেছি,
 অরণ্যের বাতাস তখন
 আমাদের মুখে কথা ফুটিয়েছিল—

এখন কি ভাবে আর সেই
 অতীত দিনগুলির আমেজ
 কিরিয়ে আনতে পারি আর,
 বলে বোঝাতে পারি,
 কেবল অতীতের, গতকালের
 শব্দগুলি দিই,
 উচ্চারিত কেবল গতকালের—

৭

ফাঁসের কথা বলেছিল একবার,
ফাঁস বলেছিল,
“বালুর একটি কণামাত্র মরুভূমি,
এবং মরুভূমি অর্থ বালুকণা মাত্র,
এসো,
আমরা আবার শুরু হয়ে যাই—”
আমি ফাঁসের কথাগুলি,
তুনেছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি—

৮

বিস্মিত অভিজ্ঞতায় আমি
একদিন সহসা একজন নারীর দেখা পেয়েছিলাম,
অন্তরুপা একটি মুখ,
সেই মুখচ্ছবিতে তার, সেই নারীর অজ্ঞাত
সন্তানদের স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম,

আমি জেনেছি অল্প কোন নারী একজন
আমার মুখে
ভিন্ন এক ছবি দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিল—
চলচ্চিত্র যেন,
আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদের
মুখাবয়ব।
যারা সেই নারীর জন্মের
দীর্ঘকাল আগেই মৃত্যুর অঙ্ককারে
চলে গিয়েছিল—

৯

এখন কি আমার নিজেকে আমি
সম্পূর্ণ ক’রে তুলব—
কিন্তু কি ক’রে পারি, যদি না,
আমি—

২

বুদ্ধিগণ চেতনাময় প্রাণী সংবলিত
কোন গ্রহ না হতে পারি।
এবং তাই কি সকলের, সকল মাহুযেরই
কাম্য নয়।

১০

মুক্তো
একটি নির্মিত মন্দির,
বালুকা দিয়ে বে বেদনা
তাই দিয়ে
হৃদয় নির্মাণ,
কিন্তু কী দিয়ে আমরা
নির্মিত।

কোন অণু পরমাণু, কণা
কোন হৃৎ হৃৎ বেদনাকে
দিয়ে—

১১

বখন ঈশ্বর এই আশ্চর্য হৃদয়ের
মধ্যে
একটি পাখর আমাকে ছুঁড়ে
দিয়েছিলেন,
তখন
আমি জলের আন্তরগে রকমারি
চেউ তুলেছিলাম—

তারপর বখন
জলের গভীরে নেমে যাই
তখন আবার
ক্রমগত স্থির হয়ে যেতে থাকি।

১২

আমাকে নৈশক্য দাও
আমি রাত্তিকে উন্মোচিত ক'রে দিলাম
রাত্তিকে
খলিত ক'রে দিতে চাই—

১৩

এই দেহ এবং নৈসর্গিক অস্তিত্ব
আমার
যখন পরম্পরকে ভালবেসে
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল,
তখনই
আমার পুনর্জন্ম হয়েছিল,
আমি
জন্ম হয়েছিলাম—

১৪

একদা আমি একজনকে জেনেছিলাম
যার প্রাণশক্তি ছিল প্রাচুর্যে ভরা
কিন্তু বাকশক্তি ছিল না তার,
কোন এক যুদ্ধে সে তার জিত্তি
হারিয়ে কেলেছিল।

এখন আমি জেনেছি
পৃথিবীর
কোন কোন যুদ্ধে তাকে লিপ্ত
হতে হয়েছিল—

সেই অসীম নিষ্ঠুরতা নেমে
আসার আগেই আমি নিশ্চিত
জেনে যে সে আজ মৃত

এই পৃথিবী আমাদের হৃদয়ের
পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়—

১৫

বিশ্বস্তি
কেবলই
শান্তি স্বাধীনতা পর্যন্ত

১৬

স্মৃতিবাহী
চেতনার সঙ্গে যেন দেখা হয়,
তার সঙ্গে
দেখা হয়,
যেন দেখা হয়
তার সঙ্গে দেখা হয়—

১৭

মহাশূণ্ডে যেসব আত্মারা
অবস্থান করছেন, দেবদূতসকল
তারা কি সকলেই
মাহুঘের যজ্ঞগাকে ঈর্ষা করেন,
যজ্ঞগার বৈচিত্র্যময়তাকে ।

১৮

শান্ত অবস্থানের দিকে
ক্রমাগত বয়ে চলেছে অতীত
এবং অবস্থানে,
মানবিকতাবোধের একটি
আলোর
তরঙ্গায়িত নদী হয়ে—

১৯

তুখদাগরের ছায়াপত্রের আনালা
 দ্বিগুণে ঘর দৃষ্টি প্রসারিত,
 পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে মহাশিখে
 যে শূন্যতা রয়েছে, তার কাছে
 সেই শূন্যতা শূন্য ব'লে
 মনে হবে না কখনই—

২০

রাজির পথ অভিহিত না ক'রে
 কেউ
 প্রত্যাশের নরম আলোতে
 পৌঁছে যেতে পারে না ।
 আর
 এটাই ত নিয়ম ।

২১

সে কতদিন হল আমি
 মিশরের ধুলোর নীরবে শুয়েছিলাম,
 আমার অলঙ্কার
 পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল ।
 তারপর সূর্য আমাকে জন্মদান করেছিল
 আমি
 উঠে দাঁড়াই,
 চোখ তুলে তাকালাম
 চারিদিকে,
 হেঁটে গিয়েছিলাম নীল নদের তীরভূমিতে,
 সারাদিন ধরে গান গেয়েছিলাম,
 সারারাত ধরে

স্বপ্নের নির্মল অভিযানে,
মজে গিয়েছিলাম।

এখন শত পদাঘাত লাহিত
করছে আমাকে,
যেন আমি আবার মিশরের
বালুকণার মধ্যে মিশে হারিয়ে যাই—

কিন্তু আশ্চর্য কুহেলিকা অবলোকনের
অবকাশ রয়েছে সূর্যের ব্যবহারে,
যে সূর্য আমার ছড়ানো ছিটানো অণু পরমাণু
গুছিয়ে নিয়ে একত্র করেছিল,
তারও আজ সাধ্য নেই আমাকে ভেঙে ফেলতে।

তাই এখনও সদর্পে আমি
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে
নীল নদের বেলাতুমিতে হেঁটে যাচ্ছি,
সারাদিন ধরে গান গাই
সারারাত ধরে
স্বপ্নের নির্মল অভিযানে...

২২

পুণ্য তীর্থভূমির পথে
আমার সঙ্গে দেখা অন্ত একজন
বাজীর,
সেই বাজীকে আমি জিজ্ঞাসা
করেছিলাম
“পুণ্য তীর্থভূমিতে যাওয়ার এই কি সেই
পথ যে আমাকে নিয়ে যাবে—”
সে উত্তর করেছিল,
“আমাকে অঙ্গসরণ কর, তাহলেই
তুমি একরাজির পেবে

পৌছে বাবে তোমার গন্তব্যস্থল
পুণ্য ভূমিতে—”

আমি তাকে অহুসরণ করেছিলাম,

তারপর

তারপর অনেক দিন চলে গেল,

অনেক রাত্রি—

আমরা পুণ্যভূমিতে পৌছলাম না,

আর আশ্চর্য

এখন সেই সহবাত্রীই

আমার উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে

ক্রমশঃ

কারণ সেই ত আমাকে

ভুলপথে চালিত ক’রে এসেছিল—

২৩

প্রথম যে চিন্তার চেউ উঠেছিল

ঈশ্বরের,

তার তরঙ্গে ফুটে উঠেছিল

“দেবদূত”,

আর ঈশ্বর প্রথম বা

উচ্চারণ করেছিলেন,

তা ‘মাহুয’ সম্পর্কিত ।

২৪

অসংখ্য নূর্যের ওঠানামার

হিসেব দিবে

আমরা সমস্তকে তুলানোও

মেলে দেখতে চেরেছিলাম—

আর ওরা

সবর নিরূপণ ক'রে থাকে
ছোট ছোট পকেট ক্যালেণ্ডার
দিয়ে,

আমাকে বলতে পারো,
কিভাবে এখন
আমরা একই সময়
একই জায়গায়
পরস্পর
মিলিত হতে পারি—

২৫

হে ঈশ্বর
সিঁহের শিকার হতে
কোন কতি নেই আমাদের
কিন্তু তার আগে,
ধরগোশিকে আমাদের
শিকার ক'রে দিও।

২৬

ঐব সত্যের অবস্থান
আমার জানা নেই।
কিন্তু
এই না জানার সম্মুখে
আমি
সর্বদাই বিনীত, কৌতূহলী।
আর
আশ্চর্য সেখানেই রয়েছে,
আমার
সন্ধান এবং পুরস্কারও,

২৭

আমার গৃহটি আমাকে
ডেকে বলে,
“পরিভাগ কোর না আমাকে
কারণ এখানেই তোমার
অতীত রয়েছে”—
আর আমার পথ আমাকে
ডেকে বলে,
“এসো
আমাকে অনুসরণ কর
কারণ
আমিই ত তোমার ভবিষ্যৎ”

আমি যদি থেকে যাই
আমার গৃহে
অতীতের মধ্যে থেকে যাব
আমার অবস্থান
যদি পথে বাই,
বাওয়াই থাকবে অবিজ্ঞাম
ক্রমাগত ভবিষ্যতে,

কেবলমাত্র
ভালবাসা কিংবা মৃত্যুই
তুমি
এইসব স্থান অবস্থান
পরিবর্তিত করতে পারে—

২৮

জীবনের বিচার বিবেচনা
কিভাবে
অস্বীকার করতে পারি।

পালকে ভর দিয়ে নিবিড়
 ঘূমের ভিতরে
 অহরহ বেসব স্বপ্ন দেখছে
 মাহুবজন,
 সেইসব স্বপ্নের চাইতে
 যে সব স্বপ্ন পৃথিবীর
 মাটিতে উদ্ধৃত,
 পৃথিবীর চকল ঘূমের
 সেই স্বপ্নগুলি
 সুন্দরতর, যখন

তখন
 জীবনের অবতারণা
 আর পুঝাছপুঝা
 বিচার
 কি করেই বা
 অস্বীকার করতে পারি,
 আমরা—

২১

আশ্রয়, কিছু কিছু আনন্দের কামনা
 আসিলে
 যন্ত্রণারই অংশভাক মাত্র।

৩০

মাহুবজনের বৈশিষ্ট্য,
 এবং পরিচয়
 নিহিত রয়েছে—
 কি কি সফলতা সে
 অর্জন করেছিল, তার মধ্যে
 নয়,

কোন কোন সাক্ষ্য
সে অর্জন করতে চেয়েছিল
তারই মধ্যে
রয়েছে বিশিষ্ট পরিচয়,
মাস্কবের।

৩১

আমাদের মধ্যে কেউ
কালির মতন কেউ কাগজের,
বদি আমাদের মধ্যে কারো
কালো রং না থাকত,
তাহলে কেউ কেউ আমরা
মুক হয়ে যেতাম নাকি।

কেউ আবার সালা না হতাম
বদি
তাহলে অন্ধ হতাম না
কি আমরা কেউ কেউ—

৩২

আমি আমার আত্মাকে
স্থগা করেছিলাম সাত সাতটি বার,
প্রথমবার
বখন দেখেছি তাকে সে বিনত হয়ে
রয়েছে উন্নতির শিখরে ঐশ্বর্যের অভিশ্রায়ে
দ্বিতীয়বার
বখন সে একজন পঙ্গু লোকের সামনে
খোঁড়াছিল,

বখন ওকে কঠিন কিংবা সহজ কাজের
মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিতে

বলেছিলাম,
ও সহজ কাজ বেছে নিয়েছিল
সেই তৃতীয়বার,

চতুর্থবার
যখন সে একটা ভুল করেছিল,
কিন্তু তা দেখে অন্তরা
ঠকেছিল, ভুলত সবাই করে,
সে বলেছিল যখন,

পঞ্চমবার
সে যখন
দুর্বলতাকে প্রার্থ্য দিচ্ছিল
এবং
কমতার সঙ্গে
নিজের ধৈর্যকে আরোপিত
করছিল,

ষষ্ঠবার
যখন সে কোন
কুৎসিত মুখকে ঘৃণা করেছিল,
না ভেনে যে সেটা তার নিজেরই
মুখোশমাজ,

সপ্তমবার
যখন সে তিনি
প্রশংসার গান গেয়ে উঠে
লাবি জানিয়েছিল যে
সেই ত পুণ্যকাজ—

৩৩

ষাটতের কল্পনা
এবং সাক্ষ্যের মধ্যে

অনেক যোজন ডকাত,
যে পার্শ্বক্য,
বারংবার তার
পেয়ে ওঠাকে বাধা দিচ্ছে

৩৪

তুমি অন্ধ,
আর আমি শ্রুতিহীন, বাকশক্তিহীন
তাই
বরং এসো
আমরা পরস্পর হাত ধরাধরি
করে দুজনে দুজনকে বুঝতে
চেষ্টা করি—

৩৫

স্বর্গ নিকটেই, ওই ত ওখানে
দরজার পরেই, কিংবা
পাশের ঘরটিতে,
কিন্তু আমি যে ঘরের চাবি
হারিয়ে
কেলেছিলাম
কিংবা কে জানে
আমি নিজেই
অজ্ঞপথে চালিত করেছি কিনা
সেই সব—

৩৬

তুমি আমাকে তোমার
প্রবণ দাঁও
আমি তোমাকে ভাবা দেব।

৩৭

আমাদের মন
সমুদ্রবেলায় শাসিত
কেনাপুঞ্জের মতন

আর হৃদয়
বহমান নদীর মতন

৩৮

রস আশ্বাদন করতে পারার
মধ্যেই
রয়েছে বাবতীর সমতার
সম্ভার—

৩৯

সত্যকে সকলেরই জেনে
রাখা দরকার,
কখনও সখনও
হাতে প্রয়োজন হতে
পারে,
বলা যেতে পারে
কচিং কদাচিং—

৪০

মাহুঘের জীবনে যা সত্য
সেইসব নীরবে থেকে বার,
আর যা অজিত
সেইসব বাচালতা করে।

৪১

আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছি
তখনই

যখন হাঙ্কবজনেরা আমার
সম্প্রতিত প্রগল্ভতার
প্রশংসা করতে শুরু করেছিল।
আর আমার
অভাবের নীরব গুণগুলি
লক্ষ্যই করল না
একবার,
অস্বীকার করেছিল।

৪২

জীবন যখন সত্যিই সত্যিই
কোন গাল্বককে
আবাহন করতে পারে না,
তখনই
সে একজন দার্শনিককে
খুঁজে আনে, যে
তার মনের কথাগুলি
ব্যাখ্যা করার
প্রয়াস পায়।

৪৩

যখন দুজন নারী একত্রে
কথা বলে,
তখন বস্তুত তারা কেউই
কোন কথা ঠিক বলে
উঠতে পারে না—
যখন একজন নারী কথা
বলে
তখন সে তার সারাটা
জীবনের ছবি স্পষ্ট
তুলে ধরে।

৪৪

আমার মধ্যে যে জীবন রয়েছে
সেই জীবনের কথাগুলি
তোমার ভিতরে যে জীবন রয়েছে
সেই জীবনের কাছে
কখনই পৌঁছাবে না।

কিন্তু

তবু এসো আমরা পরস্পর
কথোপকথনের মধ্যে চলে যাট
যেন
একক নিঃসঙ্গ না
অসুভব করতে হয়
আমাদের কারো কোনটিই

৪৫

আশ্চর্য ঘটনা

আমাদেরই মধ্যে কেউ কেউ
পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে
মধুস্বাদ গ্রহণ
করার জন্তু খেমে গিয়েছিল
অনেকেই

৪৬

যখন

আমার পেছালা শূন্য হয়ে
যায়,
তখন
আমি শূন্যতাকে মেনে নিই,
কিন্তু
যতক্ষণ আমার পেছালা

অধিক শূন্য হয়ে থাকে,
 ভক্তকণ
 সেই অসম্পূর্ণতার জন্ত
 সারাক্ষণ
 অস্থযোগ ক'রে চলি—

৪৭

ভূমি মত্তপান কর
 মাতাল হওয়ার জন্ত,
 আর আমি
 মত্তপান করি
 অস্ত্র মত্তপান হতে
 মাতাল হওয়ার থেকে
 নিজেকে
 রক্ষা করতে

৪৮

কোন রকমের কোন উপদেশ
 কিংবা বাণী নিয়ে বধন
 কেউ মাতাল হয়ে যায়,
 তখন
 তার সমস্ত ব্যবহার কথাবার্তা
 সম্পূর্ণ অস্তিত্বেই
 ঐ মদের উপস্থিতি রয়েছে,
 টের পাওয়া যায়

৪৯

এমন কোন আশীর্বাদ যা
 কথায় বোঝানো যায় না,
 তুমি প্রার্থনা করেছ,
 বধন কোন কারণ ছাড়াই

ছুখে ভেঙে পড়ে তোমার বুক,
তখন বোকা হার

সত্যি সত্যি
অন্ত সমস্ত কিছুর বেড়ে
ওঠার সঙ্গে তোমার যে
নিবিড় টান রয়েছে
অন্ত এক মহান অস্তিত্বের
মধ্যে—তার অন্ত
এমন কোন আশীর্বাদ বা
কথা দিয়ে বোঝানো যায় না
তাই তুমি প্রার্থনা করেছ,
কোন কারণ ছাড়াই
ছুখে
ভেঙে পড়ছে তোমার বুক

৫০

তোমার নিকটে যা কিছু
উপস্থিত
সেটুকুই কেবলমাত্র সত্য
নয়—

যা আড়ালে রয়ে গেছে
যা অন্তরঙ্গ নীরবতার
গোপনে বহে চলেছে—
যা কেউ মুখ ফুটে
বলতে পারে নি তোমাকে
সেইসব বাস্তবতা এবং—

যদি তুমি তাকে বুঝতে
চাও।—বুঝতে পারো তাকে,
তাহলে

দেখবে সে বা তোমাকে
 বলেছিল মুখ ফুটে,
 তা ছাড়াও
 অনেক কিছু
 হয়ত বলেনি,
 তুমি কখিত সবকিছু ছাড়াও
 অকখিত গোপনও
 গুনতে চেষ্টা করেছ আন্তরিক
 অন্তরঙ্গতার ।

তাই তাকে বুঝতে পারো,
 তাই সেই বাস্তবতা প্রব—

৫১

হায় আমি তোমাকে বা কিছু বলেছি
 তার অর্ধেকই অর্থহীন,
 আর বাকী অর্ধেকটা অর্থসত্য মাত্র,
 কিন্তু বলি
 যাতে তুমি আমাকে অলুধাবন
 করতে পারো ।

৫২

এটা ঠিকই
 ব্যাঙরা চীৎকার করতে পারে
 বাঁড়েনের চাইতে ঢের বেশি,
 কিন্তু—
 তারা কি আর জোরাল কাঁধে
 নিতে পারে ।
 নাকি সববে মাড়াইএর ঝানি
 টানতে পারবে ।

তাছাড়া অন্তত ব্যাঙদের
চামড়া দিয়ে
কি আর জুতো তৈরী
করা যায়।

৫৩

পৃথিবীতে একমাত্র বোবারাই
ঈর্ষা করে
তাদের
বারা অনর্গল বেশী
কথা বলে—

৫৪

যদি শীত বলে যে,
“বসন্ত” আমার বুকের মধ্যেই
রয়েছে লুকোন—
কে আর বিশ্বাস করবে
বল শীতকে—

৫৫

জীবনের প্রত্যেকটি
বীজই
কেবল অপেক্ষা—

৫৬

দুজন না হলে
সত্যকে আবিষ্কার করা
যায় না।
তার কারণ একজন বলবে
যখন
তখন আর একজন অন্তত
খাকা চাই
যে অহুধাবন করবে—

৫৭

যদি তোমার চোখের পর্দা দুটি
সত্যি সত্যি ধুলে কেলতে পারতে.
তাহলে দেখতে
তোমারই প্রতিমা ছড়িয়ে রয়েছে
অন্ত সকল প্রতিমার মধ্যে ।
আর তোমার জীবন যদি
শ্রুতির জন্ত বন্ধ রাখতে পারো
শুনতে পাবে
তোমারই কথাগুলি অন্ত
সকলে বলে চলেছে অবিজ্ঞাম

৫৮

সেই
শব্দের ঢেউগুলো অবিজ্ঞাম
আমাদের
উপরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আছড়ে
পড়ছে ক্রমাগত,
তবুও আমাদের
গভীরতা
আমাদের অবাক নিস্তব্ধতা

৫৯

একজন নারী
তার মোচমস্কারী হাসি
দিয়ে কত সহজে
তার মুখে মুখোশ
পরাতে পারে অনাহ্বাসে

৬০

বিবাদের বিশৃঙ্খলা
কিছুটা সহনীয় হবে ওঠে,

যখন সে হৃদয়
 আনন্দিত হৃদয়ের সঙ্গে
 গলা মিলিয়ে
 আনন্দের হাসি গান
 গেয়ে ওঠে—

৬১
 জীবনের অনেক মূল্যবান
 উপদেশই
 জানালায় কাঁচের মতন,
 আমরা
 দেখতে পাই ঠিকই
 কিন্তু
 সেই কাঁচের আড়াল
 আমাদের
 সত্য থেকে
 বিচ্যুত করে দেয় অহরহ

৬২
 ওরা ওদের
 কলম আমাদের হৃদয়ে
 ডুবিয়ে কালি ভরে নিয়ে
 লিখে থাকে,
 আর আশ্চর্য
 মনে করে যেন
 কত না।
 প্রেরণা পেয়েছিল—

৬৩
 এসো
 আমরা পরস্পর লুকোচুরির
 খেলা খেলি।

কিন্তু যদি তুমি আমার
 হৃদয়ের
 গভীরে লুকিয়ে পড়
 তাহলে
 কঠিন হবে না তোমাকে
 দেখা,
 অসুভবের গোপনে,
 কিন্ত হায়
 যদি তুমি
 তোমারই সত্তার আড়ালে
 লুকিয়ে পড়—

তাহলে
 তোমাকে খুঁজে বের
 করার প্রয়াস
 পশুভ্রম হবে মাত্র
 আমার

৬৪

প্রত্যেকটি
 ড্রাগনই একজন ক'রে
 সেইন্ট জর্জের জন্ম
 দিয়ে থাকে,
 যে সেই ড্রাগনকে
 নিহত
 করেছিল
 আবহমানকাল

৬৫

যে কেউ নারীকে
 বুঝতে পারে ঠিকঠাক,
 কিংবা

প্রতিভাকে
 বিশ্লেষণ করতে পারে
 নানান
 হুক্তি তরু ইতিহাস দিয়ে,
 সেই হচ্ছে
 আসল লোকটি
 যে
 কোন গভীর অপ্নের
 ভিতর থেকে
 উঠে এসে
 ধাবার টেবিলে বসে
 ব্যাঙবস্তুর
 সঠিক স্বাদ আশ্বাদন
 করতে পারে ।

৬৬

যে তোমাকে
 সেবা করেছিল,
 তার কাছে তোমার স্বপ্ন
 স্বপ্ন স্বপ্নের চাইতে অনেক
 বেশী—
 তুমি তাকে তোমার
 হৃদয় দিয়ে দাও,
 তার সেবা
 করার অধিকার আকাজক্ষার

৬৭

বারাই হেঁটে বাড়ে,
 সকলের
 সঙ্গেই আমি হেঁটে
 যাব—

আমি কোনদিন
কখনই খেমে
অপেক্ষা করব না,
দাঁড়িয়ে
যিছিল বে দিকে চলে যাচ্ছে সেদিকে
তাকিয়ে তাকিয়ে

৬৮

না
আমাদের
জন্ম হয়েছিল বৃথা
এটা
ঠিক কথা নয়,
অস্তুত
আমাদের
পরিত্যক্ত হাড়
দিয়ে
কি ওরা
বিশাল
অট্টালিকা নির্মাণ
করেনি, করবে না
পৃথিবীতে।

৬৯

কখনই যেন
আমরা বিশেষ এবং
আংশিক
অহুতবের মধ্যে না
যাকি,
কারণ কবির মন
আর কঁকড়াবিছার

রঙীন লেজ,
একই পৃথিবীর মাটি
থেকেই ত উড়ত
হয়েছিল।

৭০

গাছগুলো হচ্ছে কবিতা,
পৃথিবী
আকাশের পাতায় সেই
কবিতাচারণ ক'রে থাকে।

আর

আমরা সেইসব ডালপালা
গাছগাছালি কেটে
নামিয়ে কাগজ তৈরী করি।

কেবল

আমাদের অজানতা
লিপিবদ্ধ করাব

জন্তু

অকিঞ্চিংকর—

৭১

তুমি জানো না কেন লিখবে, দেবদূতেরাই জানেন।

যদি ভাবো, কবিতা লেখার কথা,

তোমার প্রয়োজন হবে জ্ঞান, চিত্রকর এবং জাদুবিদ্যার,
সেই জ্ঞান সমাহিত হবে শব্দের সংগীতে,

শিল্পহীনতার জন্তু শিন্ন, এবং শ্রিয় পাঠকদের
ভালবাসতে পারার জাদুকরী বিদ্যা তোমার
বড় প্রয়োজন হবে।

৭২

মাহুকের পরিবর্তে যদি কোন বৃক্ষ রচনা

ক'রে যেত তার আত্মজীবনী,

তাহলে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস
চলিত ইতিহাসের চাইতে ভিন্নরকম হত নিঃসন্দেহে

৭৩

যদি বেছে নিতে বলা হয় আমাকে
একটি রচিত কবিতা আর একটি অলিখিত
কবিতার অমুভব, এই দুইয়ের মধ্যে
কোন একটি বেছে নিতে বলা হয় আমাকে,
আমি সেই অমুভবটি বেছে নিতে চাই,
কারণ রচিত কবিতার চাইতে অমুভবই
নিঃসন্দেহে বেশী ভাল কবিতা নিশ্চয়ই।

৭৪

কবিতা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের স্থান নয়।

রক্তাক্ত আঘাত

অথবা হাত্তোজ্জল মুখ

থেকে যে তান ভেসে আসে, কবিতা তাই

৭৫

শব্দের সময় কত না সীমাহীন
তাই
কোন শব্দ উচ্চারণ করার আগে,
লেখার আগে,
সেই সময় সীমাহীনতার জ্ঞান
অর্জন করা
তোমার আমার বিশেষ জরুরী।

৭৬

কবি যেন বা সিংহাসনচ্যুত
সম্রাট—
পুড়ে বাঙরা প্রাণীদের ধ্বংসলুপের
মধ্যে বলে বলে,

সেইসব ছাই দিয়ে অবয়ব
নিৰ্মাণ করতে চেষ্টা করছে
সেই কবি—

৭৭

আনন্দ
বহুলা
এবং বিশ্বয়ের
সম্পৃক্ত,
তাই কবিতা—

কেবল
অস্তিত্বের অর্থ
একটু বা
ভিন্নরকমের—

৭৮

হৃদয়ের লুক্কায়িত প্রকোষ্ঠে
অধিষ্ঠিত,
তার
সংগীতের ধাত্রীকে বারবার
বৃথা
খুঁজে কিরি। বৃথা চেষ্টা করি—

৭৯

একদিন আহাদের কবিকে
ডেকে বলেছিলাম।
“—আসলে কি। মৃত্যুর
আগে পর্যন্ত
তোমার সাকল্য কি ছিল
আমরা জানতে পারব না—”
কবি উত্তর দিয়েছিল—

“আসলে কি। পৃথিবীর
 যা কিছু উদ্ঘাটন
 সে ত মৃত্যুই ক’রে থাকে—
 কিন্তু
 যদি সত্যিই কোনদিন আমাকে
 চিনতে পারে।
 তাহলে বুঝবে, যে আরো বেশী
 মূল্যবান হৃদয়ে ধরে আছি,
 যা বলেছি, তার চাইতে অনেক বেশী
 ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা
 যা করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী
 ছিল ধী—আমার সংকল্প—”

৮০

হৃদয়ভার গান যদি, গাইতে পারে
 আনন্দের জয়গান,
 সে যে স্থানই হোক না কেন,
 মরুভূমির নির্জনভায়, নিঃসঙ্গ
 যন্ত্রণার একাকিত্বে
 দেখবে,
 কোথাও কেউ না কেউ তোমার গান
 কান পেতে শুনেছে—

৮১

তার রূপটি ঠিক বোঝা যায় না
 প্রেরণার রূপটি,
 যদিও
 আশিরপমনখে, জলে স্থলে অস্তরীক্ষে
 প্রেরণা
 অবিস্রাম সংগীত হয়ে করে পড়ছে—

৮২

কবিতা সেই ধ্রুব জ্ঞান, যে জ্ঞান
 হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে,
 সেই জ্ঞান বা কবিতা মনের সংগীত
 হয়ে শ্রীত হয়
 আমরা যদি কোন মানুষের হৃদয়কে
 উদ্ভাসিত করতে পারি,
 তবে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত
 গানটিও গাইতে পারব—

এবং

সত্যের ভিতরে হিত ঈশ্বরের
 ছায়ায়
 আশ্রিত হয়ে থাকবে আমাদের
 সকল অস্তিত্ব—

৮৩

আমরা ঘুমপাড়ানী গান গাই,
 কোলজোড়া উত্তরপুরুষদের জন্ত,
 আসলে সেই গানের বুকে
 আমরাই ঘুমিয়ে পড়ি বা—

৮৪

আমাদের মনের নিয়ন্ত্রণ এবং ভোক্তাসত্য
 যেসব উচ্চৈশ্বর্য পড়ে থাকে,
 শুধু সেইটুকুই কেবল আমাদের কথা বলা
 আমাদের বাক্য বিস্তার—

৮৫

কবিতার নির্ভার গতিতে
 চিন্তা করাই পাখর, যাতে
 মন বেধে আমরা

হৌচট খেয়ে পড়ে বাই

বারবার—

৮৬

আমাদের কথা বলা নয়,

অব্যক্ত অহুতব

যে গাইতে পারে,

সেই কি সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক

নয় পৃথিবীতে—

৮৭

তোমার মুখভর্তি স্নেহ খাবার

যদি থাকে ।

তাহলে কেমন ক'রে গান গাইবে তুমি,

কেমন ক'রে আশীর্বাদের অন্ত

হাত তুলবে,

যদি তোমার হাত ভর্তি থাকে

স্বর্ণালংকারে—

৮৮

ভালবাসার গান গেয়ে

নাইটিংগেল—ওরা বলেছিল,

বুকের ভিতরে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়,

আমরাও ত সেরকম ক'রে থাকি,

ভালবাসায়,—

ভাছাড়া বলাও

গান আর কি ভাবে গাওয়া যায়

বলাও—

৮৯

কোকিলের গানের মতনই

প্রতিভা,

যে গান বসন্তের সমাগমে

অস্তিত্বের বহুপা

উন্মোচিত করতে থাকে—

১০

আত্মার উদ্‌গতি থাকে,

সেই গতিময়তার পাখপাখালী

সবচেয়ে বেশী রয়েছে যে আত্মার,

সেও কি কখনও

শরীরের

প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে পারে—

১১

মাতৃহৃদয়ে যে সংগীত নীরবে

বংকুত অবিভ্রাম,

সেই সংগীতই কি স্বরমূছনা

হয়ে করে পড়ে

সন্তানের দুঠোটে মুখে

হঠাৎ হাসিতে-কান্নায়—

১২

একজন পাগল এমন আর কি

কম স্ফায়ক তোমার আমার চাইতে,

কেবল যে স্বপ্ন বাজিয়ে সে গায়,

তার স্বরটি কেটে গিয়েছে যাত্র—

১৩

পৃথিবীতে হায়

কোন আশাই অপূর্ণ থাকে না

কোনদিনই,

কি একথেষ্টেমি সেখানেও—

১৪

আমি আমার দ্বিতীয় সন্তাটির

সঙ্গে একমত হতে পারি নি কোনদিনই,

বাস্তব সত্য ।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সারাক্ষণ
একটি দেয়াল তুলে রেখেছিল—

১৫

তোমার জন্ত কেবল একজনই হৃৎস্পন্দন করে,
তোমার দ্বিতীয় সত্তাটি ।
এবং তোমার একান্ত সত্তাটি আজীবন
হৃৎস্পন্দন মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল—
তাই তার
সব কিছুই নির্মল হয়ে যাচ্ছে—

১৬

আত্মা এবং শরীরের মধ্যে ক্ষণ,
কোন সংগ্রাম বস্তুত নেই সেই তাদের কাছে,
সেটা রয়েছে কেবল যারা ঘুমিয়ে রয়েছে দিবাংশি,
কিংবা যাদের
শারীরিক বিকল হয়ে গিয়েছিল—

১৭

তুমি যখন তোমার জীবনের
অন্তস্তলে পৌঁছবে—পৌঁছবেই ত কোনদিন,
তখন পৃথিবীর বাবতীয় স্তম্ভর,
তোমার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে,
এমনকি সেসব পর্যন্ত,
সেই অন্ধ মণিহীন চোখগুলি পর্যন্ত
যারা সৌন্দর্যে চিরকাল অন্ধ ভাবলেশহীন—

১৮

আমরা বেঁচে থাকি কেবলমাত্র
সৌন্দর্য আবিষ্কারের কারণে ।
আর তাছাড়া সবকিছুই ব্যর্থ
প্রতীক্ষারই রকমকের মাত্র—

১১

এসো, আমরা বীজ বপন করি,
 তাহলে মাটি আমাদের একটি ফুল
 উপহার দেবে।
 আর ওই আকাশের নির্মলতার মতন
 স্বপ্ন দেখি এসো,
 স্বপ্নে আকাশ আমাদের হারিয়ে যাওয়া
 প্রিয়তমাকে এনে দেবে।

১০০

যেদিন তুমি এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছ,
 সেই দিনই তৎক্ষণাৎ শয়তানের
 মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল—
 নরকের সম্পূর্ণ ভূগোল অতিক্রম ক'রে,
 কোন দেবদূতের সন্ধানে
 বাত্মা করতে হবে না এখন তোমাকে—

১০১

পৃথিবীর অনেক নারীই
 পুরুষের হৃদয় ঋণ করতে পারে—
 কিন্তু দু'একজনই কেবল
 সেই হৃদয়ে অধিকার স্থাপন
 করতে পেরেছিল—পারে—

১০২

যদি তুমি অধিকার স্থাপন
 ক'রে থাকতে পেরে থাকো
 তাহলে দাবি কোর না,
 যখন কোন পুরুষ কোন নারীর হাতে
 হাত রাখে,
 তখন, বসন্ত তারা শান্ত সমুদ্রের
 হৃদয় স্পর্শ ক'রে থাকে—

১০৩

প্রেমিক এবং প্রেমিকার মধ্যে
কিছুই আড়াল নেই
কেবল
ভালবাসার আড়াল ছাড়া—

১০৪

পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষ সত্য
দুজন নারীকে ভালবাসে,
একজন যে তার কল্পনাকে
সৃষ্টি করেছিল,
আর অল্পজন যে শাখাত নির্মাণ,
এখনও
জয়গ্রহণ করে নি—

১০৫

যে পুরুষ নারীর ছোটখাটো ত্রুটি
ক্ষমা করতে শেখে নি—
সে পুরুষ তার আপন হৃদয়ের
মহৎ পবিত্রতা উপভোগ
করতে পারবে না কোনদিনই—

১০৬

যে প্রেম প্রতিদিন নতুন ক'রে
সৃষ্টি না করা হয়,
সেই প্রেম সেই ভালবাসা
দিনে দিনে অভ্যাসে পরিণত হয়ে
একদিন
লাস্বে রূপ নিয়ে নেয়—

১০৭

যা দুজনের মধ্যে বা বর্তমান,
প্রেম তাই আলিঙ্গন ক'রে থাকে,

ছটি পুরুষ এবং নারী
তাদের পরস্পরের দেহালিঙ্গন
মাত্র নয়—

১০৮

ভালবাসা আর সন্দেহ, হাঙ্গ
কোনদিনই
একত্রে বাস করতে পারে না,

১০৯

ভালবাসা শব্দীভূত আলো মাত্র,
আলোর হাতে লেখা
আলোর পাতায় লেখা ।
আর বন্ধুত্ব মধুর দাবিদার ভাব মাত্র
কখনই সুযোগ নয়—

১১০

তোমার বন্ধুকে যদি
সমস্ত রকমের পরিবেশে, অবস্থায়
না বুঝতে পেরে থাকো
তাকে কি কোনদিনই আলো
বুকে উঠতে পারবে আর—

১১১

তোমার সবচাইতে সুন্দর পোশাকটি
অস্ত্র একজন তৈরী করেছিল—
তোমার প্রিয় বসনাতৃপ্তকারী খাতবস্ত্র
অস্ত্র কোথাও নিমন্ত্রণেই

কেবল পেতে পারো,

তোমার সবচেয়ে আরামদায়ক শয্যা
অস্ত্র কোন গৃহেই তা সম্ভব,
এখন আমাকে বলো ত, কিভাবে

সেই অস্ত্রজনের সঙ্গে নিজেকে

পৃথক করতে পারে অনায়াসে—

১১২

তোমার মন আর আমার হৃদয়
কখনই একত্ব হতে পারছে না—
পারবেও না কোনদিন,
যতক্ষণ না,
তোমার মন সংখ্যা গণনা থেকে
নিরস্ত না হয়,
আর আমার হৃদয় থেকে
কুরাণা সরে না যায়—

১১৩

আমার হৃদয়, হার, কিতাবেই বা
বন্ধনমুক্ত হবে
যতক্ষণ না সেটি ভেঙে
টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে না পড়ছে—

১১৪

আমরা কখনই একে অপরকে
বুঝতে পারব না পরস্পরকে, যতদিন না
আমাদের সকল কথাবার্তা
সাতটি শব্দের বিস্তানে নিবদ্ধ থাকে,
সীমায়িত থাকে—

১১৫

তোমার মহৎ দুঃখ কিংবা মহৎ আনন্দ
সত্যকে উন্মোচিত করতে সক্ষম,
কিন্তু
তোমার বক্তব্যের সত্য উদ্ঘাটিত
হবে তখনই যখন তুমি

নয় হয়ে উজ্জল রোয়ে নৃত্যের
লীলারহতার আচ্ছন্ন,

অথবা তখন

যখন তুমি তোমার ক্রস্ বহন
ক'রে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে
চলেছ—

১১৬

যদি প্রকৃতি আমাদের কবিতা
স্থখের গলে কান দিত,
তাহলে কোন নদীই কি আর
সমুদ্রে যেতে চাইত—
তাহলে কোন
শীতই বা বসন্তের দিকে
ধাবিত হত—

এক যদি প্রকৃতি আমাদের
বাবতীর সঞ্চয়ের গলে মনোবোণ
দিত এতটুকুও—
তাহলে আমাদের মধ্যে কজনই বা
এই নির্মল বাতাস
আচ্ছন্ন করতে সক্ষম হত বলো—

১১৭

তোমার ছায়া অস্তিত্ব তখনই
স্পষ্ট হবে তোমার দৃষ্টময়তার,

যখন
সূর্যের দিকে পিছন করেছে অনায়াসে—

১১৮

অতিথি অভ্যাগতরা না থাকলে
সব গৃহস্থালিই
করিখানার মেশিনঘরের মতন
মনে হয়—

১১৯

এই পৃথিবীতে চালাকি কখনও কখনও
সকল হয় সত্যিই,
কিন্তু সবসময়েই আত্মহত্যা করতে
বাধ্য হয় অবশেষে—

১২০

তুমি মুক্ত, সকালের সূর্যের কাছে
রাত্রির নক্ষত্ররাজির কাছে,
এবং তুমি মুক্ত বধন কোন
সূর্য নেই, চাঁদ নেই নক্ষত্র নেই,
তাছাড়া তখনও তুমি মুক্ত
বধন এই সবকিছুর দিকেই
তুমি তোমার চোখ দুটি বন্ধ রেখেছিলে,
কিন্তু
তুমি চিরকাল ক্রীতদাস তার কাছে
বেহেতু তুমি তাকে ভালবেসে কলেছ,
আর যে তোমাকে ভালবাসে
তার ত ক্রীতদাস বটেই কারণ
সে ত তোমাকেই ভালবাসে ছিল—

১২১

তোমার ক্ষুধার চাইতে বেশী এককণা খাদ্যও
তুমি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না,
কটির অস্ত্র অংশটি ভিন্নতর কারো জন্ত
নির্দিষ্ট থাকে শাস্তকাল,
আসলে
কটির একটি টুকরো সে বত ছোটই হোক না কেন
সম্ভাবিত অভিরিক্ত জন্ত তুলে রাখা উচিত
তাই না—

১২২

ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য কেবল

বা

একটিদিনের ক্ষুধা আর একটি দণ্ডের তৃষ্ণা

তুমি তাই

অন্ত কিছু নয়—

১২৩

মন্দিরে দরজার সামনে আমরা বসে সবাই ভিক্ষুক

রাজা যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন

তখন তার দানের অংশবিশেষ আমরা প্রত্যেকেই

কিছু না কিছু পেয়ে থাকি—

যখন তিনি চলে যান তখনও,

কিন্তু আমরা আবার পরস্পর পরস্পরের প্রতি

প্রবল ঈর্ষান্বিত হয়ে সেই মহৎ রাজাকে

হেয় করতে এক মুহূর্তের দেরি করি না—

১২৪

একজন উল্লার নেকড়ে একটি সবল সাহসী

ভেড়াকে ডেকে বলেছিল—

“আমার বাড়িতে সম্মানিত অতিথি হবে না কী—”

দূরে সরে যেতে যেতে ভেড়াটি উত্তর দিয়েছিল—

“নিশ্চয়ই আমরা সবাই সম্মানিত বোধ

করতাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করতে পারলে,

যদি না তোমার গৃহটি

তোমার উদরে অবস্থিত না হোত—”

১২৫

আমি আমার অতিথিকে বাড়িতে

ঢোকান স্থূষে বাধা দিয়ে বলেছিলাম,

“না, বাড়িতে ঢোকান সম্ভবেই কেবল

পা ধুতে হবে শুধু তাই নয়,
যখন বেরিয়ে বাবে তখনও একবার ধুয়ে নিও—”

১২৬

উদারতা তাই নয়, যে তোমার প্রয়োজনের
চাইতে আমার প্রয়োজন বেশী সেটা দেওয়ায়,
উদারতা তাই এনে দেওয়া
যার প্রয়োজন গ্রহীতার চাইতে দাতারই বেশী ছিল—

১২৭

তখনই তুমি সত্যিকারের দাতা,
কাউকে কিছু দান করছ যখন,
তখন মুখ ঘুরিয়ে রেখেছ অন্তরিকে
পাছে
গ্রহীতার লজ্জা তোমার চোখে পড়ে যায়

১২৮

আমি ত প্রায়শই আগামী কালের
কাছ থেকে ঋণ ক’রে
গতকালের ঋণ পরিশোধ
ক’রে থাকি—করার অভ্যাগ করেছিলাম—

১২৯

আমার কাছে, সব মাহুকের কাছেও হয়ত বা,
দেবদূত এবং নব্বুতান ঘন ঘন
আসা যাওয়া ক’রে থাকে—
কিন্তু আমি তাদের দুজনের হাত থেকেই রেহাই
পাওয়ার রাস্তা উদ্ভাবন ক’রে রেখেছি—

যখন দেবদূত আসেন, আমার একটা অনেক

পুরনো প্রার্থনা আছে, আমি

সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে থাকি, একঘেয়ে
বিরক্ত হয়ে গালিয়ে যান দেবদূতমহাশয়—

যখন শহরতান আসে, আমি একটি
 পুরনো নিষিদ্ধে পাপ ক'রে কেলি,
 আর সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে
 পরিত্যাগ ক'রে যায়—

১৩০

তোমরা ঘাই বল না কেন, এই এটা
 তেমন কিছু ধারাপ কারাগার নয়,
 কেবল, আমার আর
 অস্ত্র বন্দীদের মাঝখানের
 দেয়ালগুলো আমার তেমন পছন্দ নয়,
 তবু বলছি, তোমাকে আশ্রয় ক'রে বলছি,
 আমি কোনদিন আমার গ্রহরী,
 কিংবা কারাগার নির্মাতার বিরুদ্ধে
 অহুযোগ করব না, কারণ আমার অহুযোগ করার
 মতন তেমন কিছুই নেই—

১৩১

যারা একশও মাসের বদলে তোমাকে
 বিষমুখ সাপ উপহার দেয়,
 তাদের সাপ ছাড়া আর কিছুই নেই দেয়ার,
 আর সেই দেওয়াটাও
 তাদের পক্ষে যথেষ্ট উদ্ধারতার পরিচয় তাই না—

১৩২

তুমি সত্যিকারের কমাগীল তখনই
 যখন সেইসব হত্যাকারীদের কমা করতে পারবে
 যারা কোনদিনই রক্তপাত ঘটায় নি,
 সেইসব চোরদের যারা জীবনে কখনই চুরি
 করেনি কোনদিন,
 সেইসব মিথ্যাবাদীদের যারা
 একটি মিথ্যেও উচ্চারণ করেনি যন্ত্রণেও—

১৩৩

বেজন ভাল অথবা মনের মধ্যে ব্যবধান
অবুখাবন করতে পারে,
ছুঁতে পারে দুটোই নিজ আঙুলে, মেধায়,
সে জন
ঈশ্বরের বস্ত্রের প্রান্তদেশ অনায়াসেই
স্পর্শ ক'রে আছে, তাই না—

১৩৪

যদি তোমার হৃদয় আগ্নেয়গিরি হয়ে
গিয়ে থাকে,
তাহলে কি করেই বা আশা করবে যে,
ফুলগুলি তোমার হাতের ওপরে
রঙীন হয়ে ফুটে উঠবে—

১৩৫

আমাদের প্রিয়,
পবিত্র অশ্রুধারা
কোনদিন তোমার চোখ দুটিকে
ষাচনা করবে না, ষাচনা করবে না—

১৩৬

রাজা অথবা ক্রীতদাস যারা বেঁচেছিল
একদিন,
তাদের কারো না কারো বংশধরই ত
এই আমি তুমি, প্রত্যেকটি মানুষ—

১৩৭

বীজের প্রপিতামহ যদি জানতেন
তার মধ্যে কিসব লুকিয়ে রয়েছে,
হায় তিনি কি
আপন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে যেতেন না।

১৩৮

জুড়াসের ঝাড়ের যে ভালবাসা
 জুড়াসের প্রতি,
 সেই ভালবাসা কি যীতের প্রতি
 মেরীর ভালবাসার চাইতে কম ছিল—

১৩৯

আমি নিশ্চয়ই অমরত্ব আকাজ্জা করি,
 তার কারণ সেখানে
 আমার অলিখিত কবিতাগুলির সঙ্গে
 দেখা হবে,
 দেখা হবে অনকিত ছবিগুলির সঙ্গে—

১৪০

যে হাতগুলো কাঁটার মুকুট তৈরী করে,
 অলস হাতগুলোর চাইতে
 ভালো নিশ্চয়—

১৪১

যে সমস্ত চিন্তারাপি আমি
 কণ্ঠের কারাগারে আবদ্ধ করেছিলাম,
 এখন কাজ দিয়ে সেইসব
 মুক্ত করতেই হবে আমাকে
 আনুত্যা ।

১৪২

হয়ত তুনেছিলে কখনও কোথাও
 সেই আশীর্বাদপূত পর্বতদেশ রয়েছে,
 যে পর্বতদেশ পৃথিবীর উচ্চতম স্থানে স্থিত,
 কখনও যদি সেই পর্বতের শিখরে উঠে যাও,
 তোমার তখন
 একটিই আগ্রহ অবশিষ্ট থাকবে, কখন

তুমি শিখরদেশ থেকে নেমে নীচে
ওই গভীর উপত্যাকাশ্রমে ঘুরে বেড়াতে পারছ,
সেই জন্তেই ত ওই পর্বতটিকে
আশীর্বাদপূত পুণ্যপর্বত বল! হয়ে থাকে।

১৪৩

হে ক্রুশবিদ্ধজন, তুমি ত আমারও হৃদয়ে
ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল,
যে পেরেকগুলো তোমার হাত বিদ্ধ করেছিল,
সেগুলো আমার হৃদয় বিদ্ধ করেছে,
আগামীকাল বিদেশী কোনজন
গলগাথার পাশ দিয়ে যখন হেঁটে যাবে
সে কোনদিনই জানতে পারবে না যে,
সেখানে বস্তুত দুজনের রক্তপাত হয়েছিল,
সে মনে করবে যে,
কেবল সেই তারই কেবল রক্ত ঝরেছিল—

১৪৪

মহৎ শিল্পের কাজ হচ্ছে
শিলির দিয়ে একটি প্রতিমার
অবয়ব নির্মাণ করা—

১৪৫

সেই ধ্রুব অসীমের জন্ত, অসীমের দিকে,
শিল্প একান্ত একটি
ধাপমাত্র,
প্রকৃতির নিজ হাতে তৈরী

১৪৬

মানুষের জ্ঞাতা এবং উদ্ধাতা যীশুর
তিনটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়নি,
প্রথম—তিনি তোমার আমার মতনই মানুষ ছিলেন,
দ্বিতীয়—তিনি রসিক ছিলেন, তৃতীয়—তিনি জানতেন

যে, সাম্রাজ্য অন্ন করেছেন যদিও নিজেও ত
বিজিত হয়েছিলেন—

১৪৭

এটা খুবই ক্রোধের সন্দেহ নেই, যদি মানুষের দিকে,
ঈশ্বরের দিকে, সমস্ত বিশ্বজনের দিকে
শূন্য হাত বাড়িয়ে কিছুই না পাই,
কিন্তু ততোধিক মর্যাদাসিক যদি পূর্ণ হাত বাড়িয়ে দেখি
নেয়ার অশ্রু অপেক্ষা করে কেউ নেই, কি ভয়ংকর
হাহাকার তখন।

১৪৮

প্রতীক্ষা
সময়ের
অশ্রুসুপ্তধনি মাত্র।

১৪৯

প্রত্যেকটি বন্ধ দরজার পিছনে
একটি রহস্য রয়েছে,
এবং সেই রহস্য সাতটি
গালামোহর দিয়ে বন্ধ করা,
যার উন্মোচন আরও রহস্যময়—

১৫০

সাম্মিলিত উত্তানে, নিশ্চয়ই সেই উত্তান
পাহাড়ী অঞ্চলে হিত,
প্রতি একশো বছর পরপর নাজারেথের
বীণার সঙ্গে মিলিত হন,
ক্রীষ্টানদের যীশুস্ ক্রাইস্ট,
এবং পরস্পর আলোচনা করে থাকেন,
তারপর
প্রত্যেকবার করে বাণীর সময়ে

নাঝারেখের ঘাঁড় বলে যান,
 "বন্ধু, আমার ভয় হয়,
 হয়তো কোনদিনই আমরা আর
 কোন বিষয়েই একমত হতে পারব না—

১৫১

বরং হে ঈশ্বর, প্রার্থনা করি,
 আপনি,
 যারা ধনশালী, প্রাচুর্যময়
 তাদের আরো আরো বেশী
 সুখাহ আহার্য দান করুন—

১৫২

মহৎ যারা তাদের বস্তুত
 দুটি হৃদয় বর্তমান,
 একটিতে সারাক্ষণ রক্ত করে,
 আর অল্পটি নিরন্তর নিরাসক্ত—

১৫৩

কাহারো মিথ্যেচারণ যদি,
 তোমাকে, কিংবা অন্য কাউকে
 আঘাত না করে—তাহলে কেনই বা
 তোমার হৃদয়কে ডেকে বলবে না,
 "তোমার ঘটনার গৃহটি অপরিসর,
 কল্লনা অল্পপাতে,
 আরও বিস্তৃততর স্থানের ভক্ত কেনই বা
 সে, সেই অপরিসর গৃহটি
 পরিত্যাগ করছে না—

১৫৪

কি হবে যদি তোমার সজ্জিত
 গৃহটির পূর্বদেয়ালের নতুন জানালাটি
 খিরেই তোমার দাবতীয় অস্থবিধা তৈরী হ'তে শুরু করে—

১৫৫

বার সঙ্গে তুমি আনন্দে হাত পরিহাসে
 যেতে ছিলে,
 তাকে হস্ততুলে গেলেও যেতে পারো,
 কিন্তু বার সঙ্গে বসে অশ্রুমোচন করেছ
 তাকে তুমি ভুলতে পারবে না কোনদিন—

১৫৬

কিছু নিশ্চয়ই মুগ্ধ পবিত্রতা ছিল
 লবণের মধ্যে,
 কারণ আমাদের সমস্ত কান্নার
 মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের অস্তিত্ব—

১৫৭

ঈশ্বর তার উদার উন্মুখর তৃষ্ণায়,
 আমাদের সব কিছুই পান করে নেবেন,
 শিলির বিন্দু এবং অশ্রুমুক্তোত্তালি—

১৫৮

তুমি তোমার বিশাল সত্তার একটি
 ক্ষুদ্র অংশ মাত্র,
 তোমার যে মুখ তৃষ্ণা এবং ক্ষুধায় ক্লান্ত
 সেই মুখেই
 আগ্রহভরে তুলে ধরে তোমারই জলপূর্ণ পাত্র—

১৫৯

তুমি তোমার ভূমি থেকে,
 ব্যক্তির, জাতির এবং দেশের ভূমি থেকে,
 যখন উর্ধ্ব উঠতে পারবে,
 তখন তুমি ঈশ্বরপ্রতিম হয়ে যাচ্ছে।

১৬০

আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে

সমুদ্রে নির জোয়ারের অন্ত কখনই

অলুযোগ করতাম না,

আমার ত মজবুত জাহাজ, কাণ্ডারী

স্থিরচিত্ত, সক্ষম এবং অভিজ্ঞ, কেবল

তোমার উদয় কক্ষিক্ণ গোলমাল

করেছে মাত্র—

১৬১

আমরা যা চাই অথচ অর্জন করতে অক্ষম,

যেন সেগুলিই বেশী জরুরী

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় —

আমরা যা অর্জন করতে পারি

সেগুলির চাইতে আরোত্তর বেশী—

১৬২

একটি মেঘের আসনে যদি উপবেশন

করতে পারতে,

তুমি দেখতে পেতে একটি দেশের সঙ্গে

অন্ত দেশের মধ্যে কোন সীমা নেই,

একটি সীমানকলকণ্ড তোমার নজরে পড়ত না,

এক জমির সঙ্গে অন্য জমির,

এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির,

সত্যিই করুণা করার মতন নয় কি,

যে ইহজীবনে তুমি কোন মেঘের আসনেই

উপবেশন করতে পারছ না—

১৬৩

বংশের বীজ

তোমার মায়ের অপেক্ষার ভিতরেই

স্থপ্ত ছিল

১৬৪

শরতে আমি আমার সব হৃৎকণ্ঠ

স্বপ্নের উজ্জ্বল রং কবেছিলাম—

তারপর যখন বসন্ত পৃথিবীতে বিবাহ
 করতে এল আগামী এপ্রিলে,
 তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের ফুল ফুটে উঠেছিল,
 উজ্জানময়,
 সব প্রতিবেশীরা ভিড় ক'রে এসেছিল, তারা বলেছিল,
 “যখন শরৎ আসবে কিরে, যখন আবার
 বীজ বোনার সময়,
 তুমি এই ফুলগুলির বীজ কি আমাদের দেবে না,
 যেসব বীজ
 আমাদের বাগানেও ফুল হয়ে ফুটে উঠবে—”

১৬৫

সাত শতাব্দী আগে সাতটি সাদা কবুতর
 গভীর উপত্যকা থেকে উড়ে গিয়েছিল, ওপরে
 বরফাক্তরীণ পাহাড়ের শিখরে,
 এবং নীচে সাতজন মানুষের মধ্যে একজন ওই
 কবুতরগুলি দেখে বলেছিল
 “আমি সপ্তম কবুতরটির পাখার একটি কালো
 বিন্দু দেখতে পাচ্ছি—”

আর আজ ওই উপত্যকার লোকজন, সেই যে সাতটি
 কবুতর উড়ে গিয়েছিল শুভ্র বরফের পাহাড়ে
 সাত সাতটি শতাব্দী আগে.

তাদেরই গল্পগাথা ক'রে থাকে—

১৬৬

আমাদের সম্ভানদের মধ্যে কেউ কেউ
 কেবলই যৌক্তিকতা,
 কেউ কেউ আবার আক্ষেপের কারণও বটে—

ব্যর্থ হয়, তখনই সে, কি আশ্রয়,
আমার কাছে আশ্রয়ন করতে থাকে।

১৬৮

ঈর্ষাকাতর লোকজন কোন কিছু না জেনেই
লোকের প্রশংসা ক'রে থাকে—

১৬৯

মায়ের ঘুমের ভিতরে একটি
দীর্ঘ স্বপ্ন হয়েছিলে তুমি, তারপর
সে জেগে উঠে তোমাকে জন্ম দিয়েছিল—

১৭০

আমার বাবা এবং মা একটি সম্ভান
আকাঙ্ক্ষা ক'রে আমাকে পেয়েছিল।
আর আমি চেয়েছিলাম আমার বাবাকে, মাকে,
তার বদলে পেয়েছিলাম,
অনন্ত সমুদ্র এবং বাত্মির অন্ধকার—

১৭১

দিন কিংবা রাত্রির সঙ্গে
খেলা করার খেলাটি বোকামি,
ওরা ছুজনেই তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে
হেসে উঠবে।

১৭২

কুরাশায় আচ্ছন্ন পাহাড় একটি।
টিলা নয়তো,
বৃষ্টির মধ্যে যেমন ওক গাছটি
ক্রন্দনরতা উইলো লতাটি নয়

তখন একান্ত শরনে অন্ধকার হয়ে যেতে যেতে

একটি ইচ্ছাকে কেবল কুঁকে টেনে নিও,—

যখন সকাল হবে, তখনও যদি তুমি

অন্ধকারে ডুবে থাকো,

তাহলে দৃষ্ট দাঁড়িয়ে উঠে সেই ইচ্ছাকে

হুহাতে নিতে, বলো—“আমি এখনও

অন্ধকারেই রয়েছি”—

১৭৪

খামো,

এইখানেই ত পরম্পর বিরোধিতা—

গভীরতা এবং উষ্ম অবস্থানই ত

পরম্পরের কাছাকাছি দ্বিত হয়ে থাকে.

মধ্যপন্থার চাইতে অনেক বেশী—

১৭৫

যখন আমি তোমার সামনে

পরিত্যক্ত মূকুরের মতন দাঁড়িয়েছিলাম,

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে

নিজেরই অবস্থাব প্রতিমা দেখতে পাচ্ছিলে

তখন তুমি বলেছিলে—“আমি তোমাকে ভালবাসি”—

কিন্তু সত্যিই সত্যিই ত তুমি আসলে

আমার মধ্যে যে তুমি তাকেই ভালবেসেছিলে—

১৭৬

যিনি বসত বেশী আকাজকা করেন

তিনি ততদিন বেশী বেঁচে থাকেন পৃথিবীতে—

১৭৭

সত্যকে যে অন্তরে পাত, তারও যোগ্যতা

কিছু কম নয় তার চাইতে

যে সত্য উচ্চারণ করে,

১৭৮

বখন তুমি হোবার প্রতিবেশীকে ভালবাসার ব্যাপারটা

উপভোগ করতে থাকবে

তখন কিছ সেই কাজে আর পুণাতার অবশিষ্ট থাকবে না—

১৭৯

যে প্রেম সারাক্ষণ বসন্তারিত হয়ে ওঠে না

সে প্রেম হায় ক্রমশই মরে যেতে থাকে—

১৮০

বোবন এবং বোবনের জ্ঞান, কেউ কি

একই সঙ্গে পেতে পারে

জানার আগ্রহে বোবন ও ভয়ঙ্কর ব্যস্ত

থাকে সবসময়,

আর জ্ঞান নিজেকে ধাচিয়ে রাখার জন্যই সারাক্ষণ—

১৮১

দৃষ্টির জানালার বসে বসে তুমি পথচারীদের দেখতে থাকো,

একদিক দিয়ে বামদিকে চলে যাচ্ছে সন্ন্যাসিনী

অন্যদিকে ডান দিকে হেঁটে চলেছেন দেহোপজীবিনী,

সবল তাবে তুমি বলতে পারো—

“আহা, একজন কত মহৎ,

আর অন্তর্জন জ্ঞানহীন”—

তারপর তুমি চোখ বন্ধ করলে শুনেতে পাবে যেন কে

কিসকিস ক'রে বলছে,

“একজন প্রার্থনা সংগীতের মধ্যে আমাকে খুঁজতে চায়,

অন্তর্জন কান্নার বহনায়,

আসলে এই দুজনেরই শক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে

আমার শক্তিরই নিকৃষ্টত্ব—”

১৮২

আকাজ্জাই অর্থেক জীবন,

আর ঔদাসীন্য অর্থেক কৃত্য—

১৮৩

আজকের দুঃখের সবচেয়ে বেদনার অংশটুকু হচ্ছে
গতকালের আনন্দের স্মৃতিটুকু—

১৮৪

কিন্তু কতটুকুই ধরগোশের চাইতে বেশী বলতে
পারে পথ সম্পর্কে,
তাই না—

১৮৫

যারা নৃপতিদের সেবা ক'রে প্রার্থ্য পেয়েছিল
এবং গর্ব বোধ করেছিল একদিন,
তারাই আজ নিঃস্বদের সেবা করতে এসে
সম্মানের ছাড়পত্র চাইছে—

১৮৬

দেবদূতেরা ভালোই জানেন যে,
অনেক বেশী বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যারা
তারাই অল্প দেখা মানুষজনের দাম দিয়ে তৈরী
আতর্ষ গ্রহণ ক'রে থাকেন—

১৮৭

রসিকতা, হাত পরিহাস মুখোশ মাজ,
সেই মুখোশ খুলে দিলে দেখবে হৃদয়ত,
কোন প্রতিভা বিরক্ত হয়ে আছে, কিংবা
চাতুর্ষ চালাকি করছিল—

১৮৮

আমার কাছে বোকামির অর্থ সমঝাওতা,
আর বোকামির অর্থ বোকামি,
আর আমার ত মনে হয় না আমি ভুল করেছিলাম—

১৮৯

বাদের হাজারো রকমের গোপনীয়তা, তারাই

আমাদের সহোদরদের গোপনীয়ভাঙলি
স্বর্গীয় ক'রে তুলতে পারে—

১১০

যে তোমার আনন্দ সময়েরই সঙ্গী কেবলমাত্র,
ব্যথার বা যন্ত্রণার সময়ের নয়,
সেই বন্ধুটি কিন্তু স্বর্গের সাতটি দরজার একটিরও
চাবি অর্জন করতে পারবে না কোনদিন—

১১১

বিষাদ
দুই উদ্ভানের মধ্যে
হাস্য একটি দেয়াল মাত্র—

১১২

তোমার দুঃখ এবং আনন্দ যখন
বড় হয়ে ওঠে, তখন
বিশ্ব কতনা ছোট হয়ে যায়—

১১৩

হ্যাঁ, নির্বাণ রয়েছে নিশ্চয়ই, সবুজ
মাঠের মধ্যে নিরন্তর ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে,
শিশুটিকে ঘুম পাড়ানোর মধ্যে
অথবা তোমার কবিতার শেষ স্তবকটি
লিখে ফেলার মধ্যে—

১১৪

আনন্দ কিংবা যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা হওয়ার
অনেক আগেই আমাদের চেতনার মধ্যে
অঙ্কিত হইয়া সেইসব—

১১৫

ওরা আমাকে ডেকে বলেছিল,—“তোমাকে বেছে নিতে হবে
এই জগতের স্বপ্ন আর অন্য জগতের স্বপ্ন,
এই দুটোর মধ্যে একটা”—

আমি উত্তর করেছিলাম—“ইহুজসং এবং
অন্ত জগতের আনন্দ এবং শান্তিই কাকিত আহার
কারণ আমি আন্তরিক বিশ্বাস করি যে,
সেই মহান কবি একটিই কবিতা লিখেছেন,
যার ছন্দ আর স্বর নিখুঁতভাবে মিলে যায়,
সর্বত্র, অবহমান সময়ে—

১১৬

বিশ্বাস হৃদয়ের মরুভূমিতে মরুজান,
যেখানে,
কোনদিন চিন্তার কোন ক্যারাতান
পৌছবে না কোনদিন—

১১৭

তোমার তু কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত এই ভেবে যে,
পিতার বন কিংবা ব্যাতির বিড়ম্বনা নিয়ে
বাঁচতে হচ্ছে না তোমাকে,
তোমার পিতৃমহোদয়ের সম্পত্তির বিড়ম্বনা নিয়েও,
কিন্তু সে সব ছাড়াও, কৃতজ্ঞ হও এই কারণে যে,
তোমার বন ব্যাতি, ঐশ্বর্যের বিড়ম্বনা নিয়ে,
অন্ত কাউকে বাঁচতে হবে না অন্তর—

১১৮

যেজন সবচেয়ে বেশী কথা বলে, সে
কোন সন্দেশ নেই সবচেয়ে কম বুঝিমান,
একজন বক্তৃতাবাদ আর একজন নিলামওয়ালার
যথো পার্থক্য খুব একটা নেই—

১১৯

বসন্তের ফুলগুলি শীতের বগ্নবাত,
দেবদূতের প্রভাতী আহ্বার সাঝানো
টেবিলটির সঙ্গে সম্পৃক্ত—

২০০

আশ্চর্য,
যে মাটির শরীরে মেকলও নেই,
সেই মাটিই কঠিনতম পাপ
সৃষ্ট ক'রে থাকে—

২০১

মাজুঘের বসন্ত ছুটো সত্তা,
একটি সত্তা অঙ্ককারে ভেগে থাকে
আর অন্তরজন আলোর মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে—

২০২

সেই ত সত্যিকারের রাজপুত্র,
বিনি তার সিংহাসন কোন এক
দরবেশের হৃদয়ে স্থাপিত লেবতে পান—

২০৩

ওই উচ্চতার শিখরে উঠেছ, এখন
তুমি প্রত্যাশা করবে, কেবল প্রত্যাশার জন্তই প্রত্যাশা,
কুবার জন্তই কুখা এবং
মহৎ তৃষ্ণার জন্তই তৃষ্ণার প্রত্যাশা করবে—

২০৪

তোমার গোপনতম কথাগুলি নিভৃত
বাতাসের কানে উন্মোচিত যদি কর, অন্তঃপর
বাতাসকে দোষ দিও না,
যদি বাতাস বৃক্ষের নিকটে গিয়ে
সেইসব উন্মোচিত করে—

২০৫

একটি জন্ত এসে গোলাপের শিসকে বলেছিল,
—দেব, কত ক্ষুদ্র আমি দৌড়ে বেতে পারি,
আর তুমি ত হাঁটতেও পারো না, এমনকি
হাযাভুজি দিতেও পেখোনি অভাবধি—

গোলাপটি জন্মটিকে ডেকে উত্তর দিবেছিল,

—“ওহে মহৎ হোড়বীর, যত জ্ঞাত পারো

দৌড়ে যেখানে যেতে চাও সেখানে চলে যাও”—

২০৬

একজন সন্ন্যাসী পৃথিবীর

খুঁটিনাটিকে অস্বীকার করবেন,

কেবলমাত্র অবিস্মৃক্তভাবে বাধাটীনভাবে

বিশ্বকে উপভোগ করতে পারেন বলে—

২০৭

সৌন্দর্য বলে ওঠে তার হৃদয়ে,

সৌন্দর্য বাঞ্ছাকারী যে, তার চাইতে বেশী

যার চোখ সৌন্দর্য দেখেছিল—

২০৮

পণ্ডিত এবং কবির মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ

হরিৎ ক্ষেত্র পড়ে থাকে,

পণ্ডিত সেই ক্ষেত্র অতিক্রম করলেই তিনি

জানী হয়ে ওঠেন,

আর কবি সেটি অতিক্রম ক’রে

ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে যান—

২০৯

এক সন্ধ্যায় আমি দুজন দার্শনিককে

বাজারের পাশে দেখেছিলাম,

দুজনেই থলিতে নিজদের মাথা ভর্তি ক’রে

চীৎকার ক’রে চলেছেন—“জান, কে নি’বি আর”—

হার দার্শনিকতা,

ওদের মাথা বিক্রি করতে হয় হৃদয়কে

শালন করার জন্ত—

২১০

দার্শনিক রাস্তার কাঁচুকারকে ডেকে বলেছিল,

—“তোমাকে করুণা করি আমি, তোমার সবই কটিন
আর নোংরা কাজ”—

ঝাড়ুদারটি উত্তর করেছিল,—“খলুবাছ, মহাশয়,
কিন্তু বলুন তো, আপনার কাজ কি ধরনের”—
দার্শনিক উত্তর করলেন, “আমি মাছবের মন
নিবে পড়াশুনা করি, তার কাজ এবং ইচ্ছেগুলি নিয়ে”—
তাই না শুনে পথ কাঁট দিতে দিতে
ঝাড়ুদারটি বলেছিল—“আমিও তাহলে তোমাকে
করুণাই করছি”—

২১১

যে ধর্মীছ, তিনি
তুলো কানে গৌজা বকুতাবাজ মাদ্র—

২১২

প্রগল্ভ সাকলোর চাইতে
নীরব এবং
লজ্জিত ব্যর্থতা অনেক মহৎ
অনেক অন্তরঙ্গ—

২১৩

তোমার উদারতা সামর্থ্যের চাইতে বেশী
দান করার মধ্যে,
আর অহংকার,
ঐরোজনের চাইতে কম আচরণে—

২১৪

অন্ত সমস্ত কিছুই জন্ত সকলের কাছে
কপী হলেও,
সত্যের জন্ত তুমি কোথাও কারও কাছেই
কিছুমাত্র কপী নও—

২১৫

অতীতে দানের অতিথি ছিল, তারা আজ

সকলেই আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন এখন,
তাই,
নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউই

কৃপণ গৃহস্বামী হয়ে উঠছি না—

২১৬

কারো পক্ষেই প্রয়োজন এবং বিলাসিতার
মধ্যে সীমারেখা টানা সম্ভব নয়,
কেবল দেবদূতেরাই সেটা ক'রে থাকে, পারেও বুঝিবা,
দেবদূতরা জানী এবং চিন্তাশীল নিশ্চয়ই,
হয়ত দেবদূতেরা মহাপুত্রে অধিষ্ঠিত আমাদের
মহত্তর চিন্তার প্রকাশমাত্র—

২১৭

দুটো জিনিস আজ এখানে বর্তমান,
এক সত্য অস্ত্রটি সৌন্দর্য—
সত্য প্রেমিকের হৃদয়ের হিত, আর সৌন্দর্য
হাস্ত ধরে রয়েছে
সেইসব কৃষকদের দ্বারা ক্ষেতে লাঙল টানছে—

২১৮

আমাকে অধিকার ক'রে রয়েছে একটা
বিলাসকার সৌন্দর্য,
অথচ অল্প সৌন্দর্য আরও বেশী
মুক্ত করতে পারতো আমাদের,
সেই সৌন্দর্যের বাধন থেকেও—

২১৯

গুরা আমাকে বলেছিল— গাছে বসা
দশটা পাখির চাইতে হাতে বসা একটা পাখি
বেশী সুখাধান—
কিন্তু আমি বলেছিলাম—একটা পাখি কিংবা

একটি পালক হাতের কপটি পাখির চাইতে

বেশী হৃদয়—

তোমাদের ওই পালক উৎপাটিত করার ইচ্ছাই

হচ্ছে পাখা সংবলিত জীবন,

নাকি জীবন নিজেই—

২২০

আমি সম্মান করি যে আমার কাছে তার

হৃদয়ের গোপন কথাটি বলেছিল—

আমি তাঁকেও সম্মান করি যে তার যত্ন

আমার কাছে উদঘাটিত করেছিল,

কিন্তু আমি কেন লজ্জা পাচ্ছি, দৈবৎ

অপ্রত্যাশিতও,

তার কাছে আমাকে যে অবিশ্রাম

সেবা ক'রে চলেছে—

২২১

তুমি পরিহাসও করবে আবার

নিদ্রা ব্যবহারও করবে,

এই দুটো একই সময়ে করবে

তা হয় না—

২২২

পৃথিবীর সব ঘটনাই সত্য

কেবল

যৌনতা ছাড়া—

২২৩

আমরা সবাই সেই পবিত্র পর্বতের

শিখরে পৌঁছতে উত্থোগী

আমাদের বাজাপাখি কি সংক্ষিপ্ত হ'ত না,

যদি আমরা আমাদের

অতীতকে একটি রেখাচিত্র হিসেবে
 নিতে পারতাম
 গল্পপ্রদর্শক হিসেবে না নিয়ে—

২২৪

জান তখনই সত্যিকারের জান হতে পারে না
 যখন
 সে খুব বেশী গম্বীর্ণ হয়ে ওঠে,
 কান্ডে পারে না,
 সে খুব গম্বীর্ণ হয়ে ওঠে,
 হাসতে পারে না,
 সে খুব আত্মনিমগ্ন হয়ে ওঠে,
 অন্তরের দেখতে পারে না—

২২৫

যদি আমি তোমার জানা সবকিছু দিয়ে,
 পূর্ণ হয়ে উঠে
 তাহলে তোমাকে অজানা রাখার স্থান
 কোথায় পাবো আর,

২২৬

ঈর্ষান্বিত যে তার নীরবতা
 তবু কর
 কোলাহল উদ্দীপক সন্দেহ নেই—

২২৭

বাড়িয়ে বলা চলবে,
 সতর্পণে যেতাকিছু বাক দিয়েই বা
 কিছু সত্য—

২২৮

আমি বক্তৃতাভাষণে কাছে নিষেহিলাম
 নৈঃশব্দে কি মূল্য.
 সন্দেহি নিষেহি তার কাছে যে

সজ করতে অপরিণ,

নয়। তার কাছে যে নয়ানু নয়

একেবারেই,

এবং এইসব শিক্ষকের নিকটে

আমি সত্যি আন্তরিক কৃতজ্ঞ,

২২১

যদি তুমি কেবলই দেখতে পাও আলো কি

প্রকাশ ক'রে চলেছে,

শুনতে পাও, শব্দ যা উচ্চারিত করছে,

তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে যে,

আগলে তুমি কিছু দেখতেই পাও না।

কিছু শুনতেই পাও নি

২৩০

আমার দৃষ্টির সবচেয়ে নিকটে রয়েছেন

একজন নপতি, যার

রাঙা হ'ল নেই,

আর রয়েছেন একজন দরিদ্র লোক,

যে সিজ্ঞাসা করতে পেরে নি—

২৩১

পৃথিবীর যে কোন স্থানেই ধনন ক'রে

তুমি ঐশ্বর্যের সন্ধান পেতে পারো—

তুমি তোমাকে

কৃষকের মতন বিশ্বাস নিয়ে ধনন

করতে হবে অবিজ্ঞান ঐশ্ব্য নিয়ে—

২৩২

কুড়িটি শিকারী আর কুড়িজন কুকুর দ্বারা

তাড়িত শিয়ালটি বলেছিল,

“ওরা আমাকে ঘেরে কেলবে সন্দেহ নেই, কিন্তু

কি নির্বোধ দেখ,

নিশ্চরই কুড়িটা গাধার গিঠে চেপে কুড়িটা
 শিরালের সঙ্গে
 কুড়িটা নেকড়ের লরকার হবে না একজন
 মাহুবকে যেতে কেশতে—

২৩৩

মাহুবের তৈরী আইনের কাছে নষ্ট স্বীকার করে
 আমাদের মতো যে মনটি রয়েছে সেটি,
 কিন্তু আমাদের আত্মা কোনদিন মাথা নীচু করে না।

২৩৪

আমি কি সেট পছন্দ, সেই নাবিক যে
 প্রতিদিন
 আমার আত্মার অভ্যন্তরে নতুন নতুন
 অনাবিকৃত দেশ
 আবিষ্কার করে চলেছি আজীবন—

২৩৫

একজন নারী প্রতিবাদ করেছিলেন,
 বলেছিলেন,
 “এই যুদ্ধ নিশ্চরই স্তারসংগত, কারণ
 আমার সম্মান নিহত হয়েছে
 এই যুদ্ধে—

২৩৬

আমি জীবনকে বলেছিলাম,
 “আমি এখন হুত্বার কথাই শুধু ভুলতে পারি”—
 জীবন স্বর নীচু করে কত বসিষ্ঠ হয়ে বলেছিল
 “একুশি তা ভুলতে চাও কি”—

২৩৭

শিকড় সেই ফুল,
 যে ফুল
 ধাত্তিকে অবজ্ঞা করে থাকে,

২৩৮

জীবনের সকল রহস্য যে সমাধান ক'রে ফেলেছে
সে নিশ্চয়ই মৃত্যুকেও আকাঙ্ক্ষা করবে তৎক্ষণাৎ,
কারণ সেটাও জীবনের একটি রহস্যমাত্র,
জন্ম এবং মৃত্যু, দুটোই পৃথিবীর মহত্তম
সাহসের প্রকাশ—

২৩৯

বন্ধু, তুমি আর আমি চিরকাল
অপরচিতই থেকে গেলাম,
পরস্পর পরস্পরের মধ্যে, এমনকি নিজের
সঙ্গে নিজের—
যতক্ষণ না তুমি কথা বলবে আর আমি
কান পেতে শুনব—
আমার গলার স্বরকে শ্রান ক'রে দেবে
তোমার স্বর,
আর আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
ভাবব একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি

২৪০

ওরা বলেছিল,
যদি তুমি নিজেকে জানতে পারো, তাহলে
অল্প সবাইকে জানতে পারবে,
আমি উত্তরে বলেছিলাম,
“আসলে যখন আমি সমস্ত মানুষকে খুঁজতে যাব,
তখন, হ্যাঁ তখনই কেবল,
আমার আমিকে জানতে পারব”—

২৪১

এই জগতের পুণ্যতম কাজটি
কে জানে
অল্প জগতের সংকীর্ণতম ব্যাপার
হবেও বা—

২৪২

আমার সঞ্চয়িত্তি প্রেমজ্বরে কাতর,
তার সঙ্গে আবার
তীব্র অহংকারের অহুধ—

২৪৩

গভীর এক উচ্চতা সোজাপথে
চলে যায় গভীরতা এবং উচ্চতার,
যার পরিসর বেশী সেই কেবল
বৃক্ষের মধ্যে চলাকে না করতে পারে—

২৪৪

নিজেকেই গুজন আর কমতা সম্পর্কে
বখাযখ ধারণা না থাকলে,
আমাদের জোনাকির সামনেও ভীত
হবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে
যেমন আমরা হৃদয়ের সামনে
প্রস্রাভীত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি চিরকাল—

২৪৫

কলনহীন বৈজ্ঞানিক একজন মাংস বাবসারীর
মতন ধারহীন,
ছুরি আর মরচে পড়া তুলাদণ্ড নিয়ে যে
কসাই দাঁড়িয়ে থাকে,
কিন্তু আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে,
আমরা
যারা সবাই নিরামিষাশী নই—

২৪৬

তোমাকেই দীত সংসীত,
যারা কুখ্যাত তারাও ভনে থাকে,
তবু জীবনবহনের বদলে
তাদের পরিশাক বহু বিরে—

২৪৭

মৃত্যু কখনই বৃদ্ধবয়স কিংবা
নবীন বয়সের খুব কাছের ব্যাপার নয়,
জীবনও নয়—

২৪৮

কে জানে হয়ত ইহজীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
মাছবের এবং দেবদূতদের মধ্যে
অন্ততম বিবাহবাসর

২৪৯

যদি তোমাকে একান্তই পক্ষপাতহীন এবং
সরল চোখেই হয়,
স্বন্দরভাবে তাই হয়ে যেও, না হলে
বরং চূপটি করেই থেকে,
কেননা দেখে, আমাদের পাশেই একজন
মারা গেছেন—

২৫০

সত্যি কথা বলতে কি, আমবা শু
কেবল নিজেরের সঙ্গে কথা বলে থাকি,
আর কখনও সখনও একটু জোরে
কথা বললেই শুধু অন্তরা শুনতে পারি,

২৫১

স্পষ্ট তাই যা কখনই দেখা যায় না
বতরুণ না কেউ সেইসব
সহজ ক'রে বুঝিয়ে দেয়—

২৫২

কুলে বাওয়া বাস্তবতা মরে যেতে পারে,
আর সেই বাস্তবতার শেষ ইচ্ছায়
সাত হাজার সত্যি কথা, ঘটনা রেখে যেতে পারি,
যে সবকিছুই সেই মৃত্যুর অন্ত্যেষ্টিক্রিতে
অথবা সমাধিতে ব্যবহার করা যেতে পারে—

২৪৩

ছুটো বনের কাছে আসার সহজতম

পথটি

হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে মতানৈক্য—

২৪৪

আমিই অগ্নি, আবার আমিই

সেই শুকনো ডালপালাশ্রুত,

এমন আবারই এক সত্তা

অন্ত সত্তাটিকে গ্রাস ক'রে চলে—

২৪৫

কুম্বকীট থেকেচূরে চলে একথা সত্যি,

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি

যে

হাতিরাও বস্ত্রভা স্বীকার ক'রে থাকে—

২৪৬

আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষ

কেবল মধ্যাবস্থ স্বভাবের,

তার একটিই কারণ আমি লক্ষ্য করে'ছি যে,

মানুষ অপরাধীদের এবং

প্রেরিতপুরুষদের হত্যাও করতে বিধা করেন—

২৪৭

সত্যিকারের মতন মানুষ সেই,

যে কারো গুণেই প্রভূত করে না,

এবং কাউকেই

তার গুণে প্রভূত করতে চেষ্টা না—

২৪৮

সৌন্দর্যের বাহিরে কোথাও

বিজ্ঞান

কিংবা ধর্মের অভিজ্ঞই নেই—

২৫৯

খ্যাতি প্রেমেরই
চাহিদাও,
উজ্জল আলোকে
দীড়িয়ে রয়েছে --

২৬০

যদি দূর ছায়াপথ আমারই অন্তরে
না থাকত, তাহলে
কি করেই বা আমি সেটি দেখতে পেতাম

২৬১

যদি আমি চিকিৎসকদের সভায় চিকিৎসক না হই,
ওর
কেটে বিশ্বাসই করবে না যে
আমি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী—

২৬২

চমকে
সমুদ্রের ধারণার শব্দ কিংবা
শামুকের কথাই মনে আসবে, মনে আসবে
মুক্তির কথা,
আর সংসারের ধারণার কল্পনার কথা মনে হবে,
মনে হবে না তীরকের অস্তিত্ব—

২৬৩

হস্তজন বড় মানুষকে আমি দেখেছি এ যাবৎ
সকলেরই ছোট ছোট মুখোশ আছে দেখেছিলাম—
এবং ওই ছোট্ট মুখোশগুলোর ক্রান্তি
ওরা অলস হতে পারে নি,
পাশল হয়ে যায় নি,
কিংবা আত্মহত্যা করতে হয়নি তাদের—

২৬৪

নিরুত যে তার ভক্ত সন্ধান
সেটুকুই যে সে অস্বস্ত খুঁচী নয়—

২৬৫

যুগা একটি মৃতশরীর,
তোমাদের কে কে সেই মৃতশরীরের
কবর ততে চাও—

২৬৬

তোমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে গিয়ে কোন মাতৃবকে
বিচার করতে পারবে না,
তাছাড়া তোমার জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ—

২৬৭

বিজিতদের প্রতি দেহা বিজিতার
উপদেশগুলি,
কে বিশ্বাস করবে, আমি অস্বস্ত
ভাব না কোনদিনই—

২৬৮

সেই ত সত্যিকারের মৃত পুরুষ
যে 'ঐয্যুথ'রে তার
হাসকের শৃঙ্খল বহন ক'রে চলেছে
কিন্তু মেনে নেইনি—

২৬৯

একদিন একজন অতিথি আমার বাড়িতে এসেছিলেন.
তিনি হুন্সাহু ভোজ্যদ্রব্য এবং মদ্রিা আকণ্ড পান ক'রে চলে যাওয়ার
সময়ে বিজ্ঞপের হাসি হেসেছিলেন,
তারপর আবারও একদিন তিনি যখন আমার বাড়িতে
একইরকমভাবে হুন্সাহু ভোজ্যদ্রব্য এবং মদ্রিা পান করার ভক্ত

এলেন, আমি কুৎসিতভাবে রাগ প্রকাশ করেছিলাম,
আর আশ্চর্য, তাই না দেখে

বর্গের দেবদূতেরা বিক্রমের হাসি ফেলেছিল—

২৭০

মানবসভ্যতার বিকাশ কেবল

মাত্রের নীরব হৃদয়ে,

কোনদিন তার বেশী পরিভ্রমের মধ্য নয়—

২৭১

ওরা আমাকে পাগল বলেছিল কারণ

আমি আমার আবুকাশ সোনার পরিবর্তে

বিক্রয় করিনি,

আর আমি ওদের পাগল ভেবেছিলাম কারণ

ওরা

আমার আবুর একটি মূল্য আছে ধরে নিয়েছিল—

২৭২

আমারই গৃহাঙ্গনে ওরা, সোনা, রূপো এবং

চাঁতির দাঁতের অলংকার ছড়িয়ে দিয়েছিল,

অথচ আমরা আমাদের হৃদয় এবং আত্মাকে

উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলাম,

এখন ওরা এমন ব্যবহার করছে যেন আমরাই

অতিথিমাাত্র এবং ওরা গৃহস্থানী—

২৭৩

হার্য তারাই সবচেয়ে করণার পাত্র

হার্য

নির্মল স্বপ্নের চাকরে সোনা এবং রূপো

বিছিয়ে যুগোত্তে চেয়েছিল—

২৭৪

আমি বিশিষ্টতম হতে চাই না তাদের মধ্যে,

যাদের স্বপ্ন নেই, প্রত্যাশা নেই,

বরং যেখানে স্বপ্ন রয়েছে, রয়েছে প্রত্যাশা,
সেখানে নিরুত্তম স্থান নিতেও আমার

অধীর আগ্রহ—

২৭৫

আমরা সবাই ক্রমাগত জলস্রের মিনারে উঠে চলেছি,
অন্ত কেউ যদি এখন,
তোমার সফরের খলিটি, তোমার অর্থ খনদৌলত তোমার
ছোট বড় সবকিছু এবং বাস্তবানটিও হাতিয়ে নিয়ে নেয়,

তাৎলে তাকে নিঃসন্দেহে করুণা করতে পারো—

—কারণ দেখবে মাংস এবং তার বহন করার ক্ষমতা

শিখরে ওঠা কষ্টকর হবে তার পক্ষে,

আগ্ন তুমি চাড়া শরীর—তোমার একটি পদক্ষেপই

কত না ক্ষতভর হয়ে গেছে,

তোমার চলন, তোমার শিখরারহোণ—

২৭৬

এক হাজার বছর আগে আমারই প্রতিবেশী—

আমাকে ডেকে বলেছিল—

“আমি জীবনকে গুণ্য করি, কারণ জীবন

যতগা ছাড়া কিছু নয়—”

আর গতকাল কবরস্থানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে
দেখলাম,

জীবন তার কবরের উপরে আনন্দে নৃত্য করছে—

২৭৭

প্রকৃতির মধ্যে কোন বৈষম্য

যদি থেকেও থাকে,

তা শুধু

সামান্য রচনার প্রয়াস মাত্র

২৭৮

আঃ, নির্জনতা এক নীরব বড় ব্যা

আমাদের করে বাওয়া ভালপালাগুলি ভেঙে দেয়,

তবু ওই নির্জনতার শিকড় আমাদের
জীবন্ত পৃথিবীর জীবন্ত ফুলগুলির গভীরে নিয়ে যায়—

২৭৯

একদিন আমি এক বর্ণার কাছে গিয়ে
সমুদ্রের গল্প করেছিলাম—

বর্ণা ভেবেছিল আমি একজন কল্পনাবিলাসী—
অতিরঞ্জিত ভাবতে ভালবাসি,
আর একদিন আমি একটা বর্ণার গল্প
করেছিলাম সমুদ্রের কাছে গিয়ে,
সমুদ্র ভেবেছিল, আমি অতিরঞ্জিত
খ্যাতি চেনন করার গল্প ফেঁদেছি—

২৮০

কতনা সংকীর্ণ সেই দেখা,
যে দেখা পিঁপড়ের ব্যক্ততা দেখে উদ্বেলিত হয়,
বাসকড়িংএর মুঠ অস্বরঙ্গ সংগীতের
চাটতে বেশী—

২৮১

তার কথা আমি কি আর বলব,
যদি পশ্চাৎধাবনকারী নিজেকেই
নেতার মতন ব্যবহার করে
তাঁহলে—

২৮২

অত্যন্ত করুণা করার মতন কথা
যে অর্থ-বিনিয়োগকারীরা কোনদিনই
সুন্দর উদ্দান নির্মাণ করতে পারে না—

২৮৩

যখনই কেউ তোমাকে ডাড়না করে
তখনই কেবল

তুমি কত দৌড়াতে চাও,

তাই না—

২৮৪

মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা আসুকনিগ্রহের এক একটা

সময় আসে,

যখন আমার প্রতি অস্বস্তি করা হয়, প্রতারণা করা হয় আমাকে,

আর সেইসব সময় আমি যখন চলে উঠি,

ওরা ভাবে,

আমি একজন দুৰ্হ, সেইসব অস্বস্তি এবং প্রতারণা বুঝতেও পারি না

ঠিকমতন—

২৮৫

যারা তাদের নোংরা হাত তোমার পোশাকে মূছতে চায়,

তাদের তোমার ওই পোশাকটি দিয়ে দিও,

কারণ তাদের আবার প্রয়োজন হয়ে পড়বে পোশাকটি,

যে পোশাকে তোমার আর কোন প্রয়োজনই নেই—

২৮৬

অকৃতজ্ঞ ক'রে তোমার জন্মগত ক্রটিগুলি

অজিত পুণ্যরাশি দিয়ে মুছে কেলো না,

আমি ওই ক্রটিগুলি নিয়ে নিতে চাই,

আমার নিজেরই ক্রটির সঙ্গে সঙ্গে—

২৮৭

জীবনে কতবার যে সেইসব অপরাধীদের মতন

আচরণ করেছি,

যে সব অপরাধ কোনদিনই সংঘটিত হয়নি

আমার দ্বারা,

কারণ আমারই সামনে বসে থাকে ওইসব

অভ্যন্তরীণ হাতে অবজিবেদ্য না করে—

২৮৮

এমন কি জীবনের সুখোপও

গভীরতর রক্তের সুখোপ দ্বারা—

২৮৯

সেই ত সত্যিকারের বিচারক যিনি,
তোমার অন্তঃকণ্ঠের স্পর্শে নিজেকেই
অধিক দোষী বলে মনে করছেন—

২৯০

তুমি ত তোমারই জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুযায়ী
বিচার করতে পারবে—
কিন্তু বলো ত—এখন আমাদের দুজনের মধ্যে,
কে দোষী, নিশেদী বা কে—

২৯১

যে কোন একজন মূর্থ কিংবা প্রতিভাধর
মানুষের তৈরী 'হাটিনকাতুন' তেড়ে গুঁড়িয়ে দিতে পারে,
আর তারাই ত
ঈশ্বরের ক্ষমতার অনেক নিকটে চলে গেছে—

২৯২

আমার একান্ত কোন শত্রু নেই,
কিন্তু হে ঈশ্বর,
যদি 'একজন শত্রু থাকতেই হয় আমার,
তার শক্তি তাহলে যেন আমারই সমান হয়,
'এবং সেই যুদ্ধে সত্যিই যেন বিজিত হয়—
'তারপর,
নিহত চণ্ডার পায়ের কেবল আমরা
পরস্পর বন্ধু হতে পারব—

২৯৩

কে জানে হয়ত নিজেকে গীচানোর জন্তই
মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে—

২৯৪

অপরাধ মানবিক প্রয়োজনেরই অস্ত্র নাম,
না হয়ত কোন ব্যাধির প্রকোপ নিশ্চয়ই—

২১৫

অন্তরের তুলগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবতাল
না হওয়ার চাইতে বেশী
কোন তুল কি আর কারও হয়ে থাকে—

২১৬

দীর্ঘকাল আগে এই পৃথিবীরই একপ্রান্তে
একজন মানুষ ছিলেন যাকে ক্রমবিক করা হয়েছিল,
তার কারণ তিনি খুবই তরুণ ছিলেন,
খুবই প্রাণকাড়া প্রেম ছিল তার,

অপ্য যে,

আমি গতকাল তাকে তিনবার দেখতে পেয়েছি—
প্রথমবার দেখেছিলাম,
সে প্রচরীকে অন্তরোধ করছে সে যেন

একজন বেস্তাকে কারাগারে নিয়ে না যায়,

দ্বিতীয়বার দেখি তিনি

সমাজবিরোধীদের সঙ্গে বসে মতপান করছেন,

এবং তৃতীয়বার, চার্চের মধ্যে

বাগশুদ্ধে লিপ্ত একজন ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন—

২১৭

তাল অথবা মল সম্পর্কে ওরা

যা সব বলে থাকে তা যদি সত্যি হয়

তাহলেও আমার এই জীবনটা

পুরোপুরি অপরাধীরই ইতিহাস মাত্র

২১৮

কাউকে করুণা করা ত

অর্ধেক বিচার করা মাত্র—

২১৯

আমার প্রতি পৃথিবীর একজনই শুধু

অধিচার করেছিল,

সেইজন যার কনিষ্ঠ সহোদরের প্রতি
আমি অবিচার করেছিলাম।

৩০০

যখন তুমি কোন বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যেতে দেখবে
তোমার মনে হবে—আহা সংকীর্ণ কারাগার থেকে বৃষ্টি বা
পালাতে পারছে—

আর কোন মানুষকে মত্ত অবস্থায় যদি দেখো,
তখন মনে মনে ভাবতে অনুবিধা নেই,
—হয় ত আর কোনও কুৎসিত জিনিস থেকে
সে পালাতে চাইছে

৩০১

কতবার আমি আশ্বুরকার ভক্ত
ঘণা করেছি,
কিন্তু যদি আমি বেশী শক্তিশালী হতাম
তাহলে
ওই অস্ত্র ব্যবহার করার দরকারই হত না
আমার—

৩০২

আচ্ছা সেজন কত না বোকা যে,
চোখের মণিতে ঘৃণা লুকিয়ে রেখে,
ঠোঁটের হাসি দিয়ে ঢাকতে চাইছিল—

৩০৩

আমাদের চাইতে নীচুতলার কর্মী যারা
ভাদের আমরা অনারাস্টে
ঈর্ষা করতে পারি ঘণাও—

কিন্তু আমি ত কোনদিনই ঘণাও করিনি
ঈর্ষাও করিনি, কলে কারো চাইতেই আমি
বড় নই,

আমার চাইতে যারা বড়

তারি আমাকে প্রশংসা করতে পারে, আমার
ছোটও করতে পারে—

আমি কিন্তু কোনদিন প্রশংসা করিনি
ছোটও করিনি কোনদিন, অথচ আমি কারো
চাইতে কিছুমাত্র ছোট নই—

৩০৪

কি রকমের অসাধারণ তুমি বলো ত,
যখন মনে মনে চাও তোমারই পাখা নিয়ে
লোকজনেরা উড়ে উড়ে যাক,
অথচ তাদের একটি পালকও এগিয়ে দাও না
তাদের কাছে কোনদিন—

৩০৫

সেই ত সত্যিই সত্যিই ভাল,
যে
ধারাপ যে তার সঙ্গে একাত্ম
হয়ে আছে—

৩০৬

যখন অস্ত্র কেউ তোমার দিকে বিক্রমে হেসে উঠবে,
তুমি তাকে করুণা করতে পারো,
কিন্তু বিপরীতে তুমি যদি হেসে ওঠো, তাহলে
নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না,
যদি অস্ত্র কেউ তোমাকে আঘাত দেয়
তুমি সেই আঘাত ভুলে যেতে পারো—
কিন্তু তুমি যদি আঘাত করে কেল, সেই খটনা
সারাজীবনেও ভুলতে পারবে না তুমি,
সত্যিই বলতে কি, সেই অস্ত্রজন হজে তোমারই
অস্ত্র সত্তা। তীক্ষ্ণ অহুত্বসম্পন্ন কেবল
অস্ত্র পরীরে—আখিঁত মাত্র—

৩০৭

একজন মানুষ, মানুষের তৈরী আইনকাহ্নের উদ্দেশ্য
তখনই উঠতে পারে যখন সে মানুষের তৈরী
সংস্কারের বিরুদ্ধে অবরোধ তৈরি করতে সক্ষম,
আর তাছাড়া সেটা করতে পারলেও বস্তুত
সে কারো চাইতে বড়ও নয় ছোটও নয়—

৩০৮

পরস্পরের কাছে স্বকৃত পাপ উদঘাটন যদি
করি আমরা কয়েকজন,
তাহলে কিন্তু সবাই হেসে উঠবে দেখে যে,
আমাদের মধ্যে কারোই তেমন উদ্ভাবনশক্তি বলে
কিছু ছিল না—

৩০৯

যদি পাপ বলে কিছু সত্যি থেকে থাকে,
তাহলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদেরই পুণ্যকবীর
পদক্ষেপ অনুসরণ করতে মাত্র,
এবং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেটা সংঘটিত করতে
ষিভীষ্যবার, নিজ সম্মানকে উপেক্ষা করে ক'রে—

৩১০

জীবন একটি মিছিলমাত্র,
যে মানুষটি স্বভাবতই দারগতি,
সে মিছিলের গাত বেগা বলে বেরিয়ে আসে,
আর যে দ্রুতগতি সে আবার
মিছিলের গতি কম বলে বেরিয়ে আসে
মিছিলের থেকে—

৩১১

আমরা ত সকলেই বন্দীজীবন ঘাপন করছি,
তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নির্জন সেলে বন্দী আছি
যেখানে জানলা রয়েছে,
কেউ কেউ আবার জানলাহীন সেলের ভিতরে বন্দী—

৩১২

খুবই আশ্চর্যের যে আমরা আমাদের
 অজান্তে কাজগুলি সমর্থন করি,
 অজান্তে জোর দিয়ে,
 আমাদের ভালো সং কাজগুলির চাইতে অনেক
 বেশী করে,—

৩১৩

কি দুঃসহ অঙ্ক সে,
 যে তার পকেট থেকে কিছু কিছু দান করতে চায় তোমাকে,
 যখন
 সে তোমার হৃদয় থেকে
 আহরণ করতে পারত—

৩১৪

ধরের পকে খুব একটা বৃদ্ধির কাজ নয়
 শত্রুর মাধ্যমে তার
 কাঠের জ্যাচি ভেঙে ফেলা

৩১৫

আশ্চর্যের কথা যে তুমি
 খারচলনাকে বরণা করে থাকো
 ধীর মস্তিষ্কে নয়, অঙ্ক চোখে
 কিন্তু অঙ্ক হৃদয়কে নয়—

৩১৬

যখন তুমি তোমার জীবনের অন্ততলে পৌঁছে যাও,
 তখন নিজেকে উদ্বিগ্নভাবে অবস্থিত দেখতে পাবে,
 ঈশ্বর প্রেরিতের সঙ্গে তখন তোমার স্থান সংস্থাপন—

৩১৭

যখন জীবন অক্ষুণ্ণ সোনা দিয়েছিল আমাকে
 তখন তোমাকে রূপো এনে দিয়েছিলামি,
 কি সংকীর্ণ ছিল মন আমার, অথচ
 নিজেকে কত উদারই না ভেবেছি সারাক্ষণ—

৩১৮

তুমি যখন বলো—“তোমাকে বুঝতে পারি না,”
সে কথাগুলি আমার প্রতি অনেক প্রশংসারই মতন,
আর তোমার পক্ষে নিদারুণ অপমান,
এবং এই সবকিছুর দায়ভাগ তোমারই—

মাটির ঈশ্বর

যখন ঝাপল অনন্তকালের রাহি নিবিড় হয়েছিল
এবং নিস্তরতা, রাহির উন্মুখর জোয়ারের নিস্তরতা
গ্রাস করেছিল পাছাড় পর্বত,
তখন পৃথিবীভাত তিনজন ঈশ্বর, জীবনের নিয়ন্তা
তিনজন
পাছাড়ের শিখরে এসে দাঁড়ালেন—

তাদের পায়ের নিচ দিয়ে বহে চলেছে নদী,
কুচালার আবরণ ঢেকে দিচ্ছিল তাদের শরীর,
আর সমস্ত বিশ্বের উপরে উন্নত গির
তারা গাড়িয়েছিলেন তিনজন, রাজকীয় তদ্বিহায়—

তারপর

তারা কথা বললেন,
দূর মেঘ গর্জনের মতন
তাদের কণ্ঠস্বর প্রবাহিত হয়ে গেল
সমস্তল ভূমিক্ষেত্রগুলিতে—

প্রথম ঈশ্বর—

বাতাস পূবমুখে বইছে,
আমি দক্ষিণের দিকে মুখ করেলাম,
কারণ এই বাতাসে মৃত মানুষের গন্ধ ভেসে আসছে—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

এই গন্ধ বলসানো মাংসের গন্ধ, লোভনীয় এবং অপরিপূর্ণ,
আমার এই বাতাস ভাল লাগছে—

কবিতা-৭

প্রথম ঈশ্বর—

ভিত্তি আঁচে বলসানো হচ্ছে যে নব্বততা,
সেই নব্বততার এই গন্ধ
বাতাস ভাবি করছে,
গর্তের অবলম্বন নোংরা বাতাসের মতন এই পোড়া বাতাস
আমার অল্পতবকে পীড়িত করছে—
আমি তাই বরং উত্তরের গন্ধহীন দিকে মুখ করিয়ে
দাঁড়ালাম—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

উষ্মি এবং ক্রেশকর যে নব্বততার জীবন পুড়ছে, সেই গন্ধের
স্বাদ আমি এখন এবং চিরকাল পেতে চাই,
ঈশ্বরেরা ত্যাগের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন,
তাদের ভূষণ শাহুকের রক্তের মধোই প্রশমিত,
তারুণ্যের আশ্রয় অধিকারে তাদের হৃদয় শান্ত হয়,
ছেদহীন দীর্ঘনিঃশ্বাসেই ওই ঈশ্বরদের শ্রাস্থ্য সললতর হয়ে থাকে
মৃত্যুকে নিয়েই তাদের দৈনন্দিন ওঠা বসা,
বংশাধিকারিক চিন্তার ছাই দিয়ে তাদের
সিংহাসন নির্মিত,

প্রথম ঈশ্বর—

আমার সমস্ত শক্তি এবং সমধর
আজ বড় ক্লান্ত, আমি আর
নতুন কোন পৃথিবীর সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস কোন কিছুই
করার ক্ষমতা একবিন্দু শক্তিও আর সংহত করতে চাই না
যদি বৃত্ত হতে পারি তাহলে বেঁচে চাকতে চাই না একটি মুহূর্তও,
তার কারণ,
অনন্তকালের তার আমার উপরে কঠিনভাবে চেপে রয়েছে,
সমুদ্রের ক্লাস্তিহীন পোড়ানি আমার
স্বাভাবিক দুঃ কেড়ে নিয়েছিল,
নষ্ট স্বর্ষের মতন ক্রমশ অস্তহিত হয়ে চলতে পারি কি আমি,

সেই আদমি সন্ধান থেকে বিচ্যুত হয়ে
 আমার বর্গীর দ্বন্দ্ব ত্যাগ করতে পারি কি আর
 —কোনও অভিপ্রায়ের জন্য,
 এবং আমার অমর অনন্ত অস্তিত্বকে স্থানের সংযোগে
 সীমিত করতে পারি কি আর কোনদিন—
 যখন আর বিস্তার থাকবে না—
 কোনদিন কি সময়ের সৃষ্টি থেকে
 অবিস্মৃতিমানতার শূন্যতায় ব্যাহত হতে পারি আর,
 জানি না,
 কেবল জানি,
 সমুদ্রের ক্রান্তিহীন গোড়ার্নি আমার স্বাভাবিক
 ঘুম কেড়ে নিয়েছে দীর্ঘদিন—

তৃতীয় ঠিকানা—

তুমি বন্ধুর', আমার প্রিয়পরম বন্ধুরা
 তুমি,
 একজন যুবক নিচের ওই উপত্যকায়,
 অন্ধকার রাত্রির কাছে তার দ্বন্দ্ব উন্মুক্ত করে গান গাইছে,
 মেঘগনি কাঠের বীণা স্বর্ণের মতন জ্বলছে।
 আর তার স্বর সোনার এবং রূপার সৌন্দর্যে অলংকৃত—

চতুর্থ ঠিকানা—

না, অবিস্মৃতিমান হয়ে যাব এমন নিশ্চয় আমি নই,
 তবু
 অনন্তোপায় আমি কঠিনতম পথই
 বেছে নিয়েছিলাম,
 বারবার ঋতুদের অঙ্গসরণ করেছি, সময়ের রাজকীয় অস্তিত্বকে
 সমর্থন করেছিলাম,
 আহিও বীজ বপন করেছি, এবং সন্ধ্যা সন্ধ্যা
 অধীর আগ্রহে অকুরোদগমের শব্দ শুনে চেয়েছিলাম,
 মাটিতে কান পেতে অপেক্ষা করেছি সে কতকাল,
 লুকোনো স্থান থেকে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছি ফুলকে,
 বারংবার সেইসব ফুটোফুল ফুলগুলির মধ্যে
 শক্তি সংহত করেছি,

সে যাতে আগামী সময়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারে,
 যখন অরণ্যে বড় হাঁহা ক'রে হেসে উঠেছিল পাগলের মতন,
 সেই ফুলগুলি তখন ছিঁড়ে নিয়েছিলাম
 পবিত্র অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ভিত করতে,
 কিন্তু তবুও ত সেই ফুলের শিকড় আমূল উৎপাটিত করতে পারি নি,
 মাটিতে প্রোথিত থাকে সেই ফুলশোভার অস্তিত্ব,
 সব সময় সে জীবনের জন্য তৃষ্ণা জাগায়। মৃত্যুকে তৈরি ক'রে নেয়
 আপন সহচর—

অসহ্য ব্যর্থতার ঘোমের প্রলেপ দেয়া ভালবাসা উপহার দিতে,
 আকাক্ষার জন্য যদি সে উদ্বেলিত হয়,
 যেন তার চাওড়া ক্রমশ বেড়ে চলে,
 পাণ্ডুর প্রথম আলিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে যেন হাওয়ার
 উড়ে গিয়ে শূন্যতা সৃষ্টি করে—

একটা সময় ছিল যখন উন্নততর দিনগুলির জন্য স্বপ্নের
 সঙ্গে তার কষ্টের রাত্রিকে বেঁধে নিয়েছিলাম,
 এবং দিনগুলিকে বেঁধে নিয়েছিলাম
 পরম শান্তিময় রাত্রির দিবাঞ্ছনে,

কিন্তু আহা তার দিনগুলি রাতগুলি সাদৃশ্যময় —
 ক্রমশ অপরিবর্তনীয় মনে হয়েছিল—
 পৰ্বতের শিখরে অপেক্ষমান ঈগলপাখিটির মতন যেন সে বিলাসময় থাকে
 সমুদ্রে ভয়ংকর কড়ের মতন হয় তার চিন্তারানি,
 চিন্তার সময়গুলিতে হাতের ওপরে রাখে হাত, ধীরে,
 এবং হিসেবমতনই পায়ের ওপরে চাপে পা, যেন মনে খুলীর
 ভাব বহে যায়, যেন সে আমাদের সামনে
 অকোরে গান গাইতে পারে
 আমি তাকে কষ্ট এবং দুঃখের প্রবাহে বেঁধে নিয়েছিলাম
 যেন সে আমাদের দুরণ করতে থাকে,
 আর তারপর তাকে সম্পূর্ণ অসহায় আড়ালে রেখে দিতে
 যখন পৃথিবী তার ক্ষুধার সময়ে জুমুঠো পাবারের জন্য
 চিৎকার ক'রে উঠবে,

তার আত্মাকে আকাশের উচ্চতায় উত্তীর্ণ ক'রে দিতে,
যাতে সে আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভার আবাদন করতে পারে,
এর তার শরীর বলময় কলঙ্কের কাছায় নিক্ষেপ করতে
যাতে সে তার অতীতকে ভুলে না যায়,

এইরকম ক'রেই অনন্ত সময়ের জন্ত
আমরা মানুষকে শাসন ক'রে যাব—
নিয়ন্ত্রণ ক'রে যাব গর্ভবহুগায় জননীর আর্তনাদের
সঙ্গে সঙ্গে যে নিঃশ্বাস
সম্মানদের শোকের মধ্যে পর্যবসিত হয়ে চলেছে সেইসব
চলমান নিঃশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ ক'রে যাব—

প্রথম স্তম্ভ—

আমার হৃদয় আজ তৃষ্ণার স্তবক হয়ে নত,
কি তৃষ্ণাকর তৃষ্ণা—
কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি একটি দুবল মানুষের
রক্তধারা পান করতে পারি না তার
কোন ধমনীতে মুখ ডুবিয়ে—
যে পেয়ালার কলক রয়েছে সেই পেয়ালার পরিবেশিত
আড়ালের রস আমার মুখে চিরকালই কটু এবং বিষাদ,
তোমার মতন আমিও মাটি ছেনে মূর্তি তৈরি করেছিলাম
সেইসব মূর্তিগুলি নিঃশ্বাসের চেতনার চিয়র,,
আজ হেঁড়া মূর্তির মতন আমার হাতের মূর্তি থেকে তারা সব
ছড়িয়ে গেছে পাচাড়ে জললে উপত্যকায়—
তোমার মতনই আমি জীবনের স্পন্দন ঠিক শুক বেধানটিতে সেখানে
আলোর প্রদীপ জ্বলিছিলাম—
দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি।
জীবন শুহার অঙ্ককার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পর্বতের
শিখরে উঠে আসছে,
ভূমি বেমন করেছে, তেমনই আমি
বসন্তকে আহ্বান করেছিলাম এবং

শতরূপে সৌন্দর্য আরোপ করেছি সেই বসন্তের রূপসজ্জায়,
আমিও

কামনা ছড়িয়েছিলাম, যে কামনা তরুণকে আচ্ছন্ন করে

বাধ্য করে বেড়ে বেড়ে বেতে বংশবৃদ্ধি করতে ক্রমাগত,

তোমারই মতন আমি হাছবকে

এক পবিত্র স্থান থেকে অন্য পবিত্র স্থানে নিয়ে গিয়েছিলাম—

আমি সতর্কপণে অশ্রুটের প্রতি তার মুক্ অসহায়

ভরকে আমাদের প্রতি উদ্বেলিত বিশ্বাসে

পরিবর্তিত করেছি—

অপরিচিত এবং অনাগমনের জন্ত যেন তার সাহসনা থাকে ।

তুমি বেধন করেছিলে আমিও তেমনি বারবার

মস্ত কড়কে তার অস্তিত্বের উপরে বইয়ে দিয়েছি,

এই ভেবে যেন সে আমাদের প্রতি নতজাহ্ন থাকে,

আমি সেই হাছবের পায়ের নিচে মজিতে

কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলাম

যাতে সে ছুহাত তুলে আমাদের প্রতি আকুল

আচ্ছন্ন প্রার্থনা করতে শেখে—

তোমার মতন আমিও আদিম সমুদ্রের উচ্ছ্বাসকে টেনে

কাঁপাতে দিয়েছিলাম তার শান্ত বীণের কুটিরে—

সেই কড় তোলপাড় ক'রে দেয় তার ছোট আড়ালের হিসেব নিকেশ

ততক্ষণ যতক্ষণ না সে আমাদের প্রতি করুণা ভিক্ষা করতে

করতে মৃত্যুমুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়

এইসব কিছুই আমি করেছি এবং আরো অনেক কিছু

কিন্তু হার,

আমি যা কিছু করেছি এইসব সবকিছু শূন্যগত এবং

কুখ্য হরে গিয়েছিল

কুখ্য হরে গিয়েছে জেপে ভরা,

শূন্য হরে গিয়েছে সব সুখ,

এক আদিও হাকারো তপ কুখ্য হরে গেছে

জীবনের সমস্ত অশ্রুর সন্টার—

তৃতীয় স্তব—

—বন্ধুরা । হে আমার প্রিয় বন্ধু, তোমরা
নিচের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ,
এট চিরহরিৎ কুঞ্জবারে একজন নারী
চাঁদের নিকটে মগ্ন নৃত্য ক'রে চলেছে,
তার হুলে সহস্র কুয়াশার নক্ষত্র রিকম্বিক করছে,
আর দেখ দেখ, তার পায়ে,
সহস্র ডানার উড়ে বাঁধা—

ষষ্ঠীয় স্তব—

—আমরা মানুষ স্রজন করেছিলাম, সে এক বিলাসিতা
দ্রাক্ষাকূঞ্জ যেন—
বিশ্বত্বনিষ্ঠার প্রথম প্রভাতের রক্তাক্ত শিশিরে পৃথিবীর
মাটি তৈরি করেছিলাম—
আমরা সত্যক লক্ষ্য করেছি যে দুর্বল রোগা
ডালপাল্লাগুলো কেমন সতেজ হয়ে উঠছে,
আমি ঋতুহীন সময়ের ইতিহাসে তরুণ পাতাগুলিকে
পরিচ্যা করেছি কত না বস্ত্রে,
ক্রুদ্ধ এবং অরিষ্ট উপাদানের আক্রমণ থেকে আড়াল
করেছিলাম কুঁড়িগুলিকে,
সমস্ত অন্ধকারের দ্বিগত নিঃশ্বাস থেকে রক্ষা
করেছিলাম ফুলকে,
এবং যখন সেই দ্রাক্ষাকূঞ্জে আত্মুর কলতে
শুরু করল,
তুমি আত্মুর নিঃশ্বাসের প্রক্রিয়া দিয়ে তোমার
পেরালা পূর্ণ করতে চাইছ না—
বল, তোমার অধিকারের চাইতে অন্য কোন সবল
অধিকার ছিল তোমার কল আহরণ করার—
যে বাস্তবিক এবং প্রতীকিত ছিল তৃষ্ণা, তাছাড়া অন্য কোন,
তৃষ্ণা আর অপেক্ষা করেছিল,
বল, মানুষ ত ঈশ্বরদেরই তোমাদেবতামাত্র,

মাহুঘের উদ্ভাস তখনই শুরু হয়,
 যখন ঈশ্বর তার অনন্ত ওষ্ঠধরে মাহুঘের উদ্দেশ্যহীন
 নিঃশ্বাস শুনে নেয়—
 মাহুঘের মানবিকতাই বার্ষ চর যদি সে মানবিকতার
 উর্ধ্বে না উঠতে পারে—

শৈশবের সারিলা,
 কিনোয়ের মধুর উদ্গাঢ়না,
 কামনা অশ্বির যুগল,
 বৃক্ষের জ্ঞান,
 রাজার প্রাচুর্য
 এবং সৈনিকের যুদ্ধজয়ের উদ্ভাস,
 কবির যশঃপ্রাপ্তি,
 স্বপ্নাশু এবং সম্মানী ব্যক্তিদের সম্মানপ্রাপ্তি,
 এইসব কিছুই
 এবং এইসবের অন্তর্নিহিত সবকিছুইত
 ঈশ্বরের ভোগ্যবস্তু,
 আর এইসব কিছুই মূল্যহীন, অনলংকৃত হয়ে থাকে
 যদি ঈশ্বরের অনাস্বাদিত থেকে যায়,
 মোটা দানার শস্ত নাইটেমল গ্রহণ করলেও তা
 যেমন মধুর সংগীতে পরিবর্তিত হত না,
 তেমনি ঈশ্বরের ভোগ্যবস্তু মাহুঘ যখন
 আত্মদান করে তখনই
 সে দেবত্বের স্পর্শ পেয়ে থাকে—

প্রথম ঈশ্বর—

হার মাহুঘ ঈশ্বরের ভোগ্যবস্তু মাত্র—আহা
 এবং মাহুঘের বাবতীয় জৈবিক জীবনে যা কিছু সবকিছুতেই
 সেই ঈশ্বরের অবস্থান, শাস্ত অবস্থান—
 নশরাস গভীরকার যে বাধা, সম্মান জন্ম দেবার যে বস্ত্রাণা,
 নয় রাজ্যকে ধানধান করে চিরে দেয় শিশুর অঙ্ক যে ক্রন্দন
 তার মাহুঘের একই স্ববের অস্ত্র তুকার কষ্ট, সেই ঘুম

যে ঘুমের ওমে,

মাতৃভূতনের করে নতুন জীবন দান করবে এবং
ভারুণ্যের আগুন করানো নিখাসের জালা, অমোচ্য
কামিনার জন্ত অশ্রু ত্যাগের তার।

বহু জমিতে লাঙল চালাতে চালাতে মানুষের গায়ে

যে ঘাম ঝরে,

বৃদ্ধ বয়সের ব্রতহীন অমৃত্যুতে যখন সে ক্রমশ

কবরস্থানের দিকে নিকটতর—

ভেনে রাখে,

এই হচ্ছে মানুষ,

কুখার ভিতর থেকেই সে উদ্ধৃত, সেই কুখা ঈশ্বরের

ভোভাপণ্য মাত্র,

মৃত্যুহীন মৃত্যুর পায়ের তলায় যে মাটি, সেই দু'লোম্বুঠোর মধ্যে

সতেজ হয়ে ওঠে প্রাক্কালভাঙাল, মনে হচ্ছে

যেন ফুল হয়ে কুটে উঠছে শয়তান ঈবলিসের ছায়ায়

কালো আলখান্নার অঙ্ককারে,

এবং এইসব শোকাবহ দিনের আঁতুড়ে, স্পন্দিত তরু এবং লজ্জার জরু হচ্ছে

দিনগুলিতে রাতগুলিতে,

ক্লান্ত সেই মানুষ কেঁপে কেঁপে উঠছে অসহায়

তবু তুমি চাও, আমি আহাৰ্য গ্রহণ করি,

আবাদন করি সুবাত্ত পানীয়—

তুমি তাই চাও,—

তুমি চেয়েছ সব আচ্ছাদনের বহুধণ্ডে আকৃত

সারি সারি মৃৎগুলির মধ্যে

আমি নিজেকে স্থান দিই—

জিদ করছ ওই পান্থর

পাখরের মতন ওঠাখর চূষন করে জীবনীশক্তি টেনে নিই আকর্ষ,

কর হয়ে বাওয়া কুটোহাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে

আমার শব্দত অবস্থান—

কেন চাও—কেন চাও—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

বহুগুণ, যে ভীত সন্তত বহুগুণ,
 উপত্যকার ওই তরুণ কি গভীর নাতী থেকে উদ্ভিত পান গাইছে,
 যে পান আত্মকৃত্তক পর্যন্ত আনুল প্রোধিত—
 যে গানের হ্রস্ব অরলিন ব্যাপ্তিতে বিকৃত।
 শোন শোন,
 ওই গানের হ্রস্বসূচনা গভীর অরণ্যকে কাঁপিয়ে তুলছে,
 ছিন্ন করছে উর্ধ্ব আকাশের বিস্তার। ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে
 তছনছ ক'রে দিয়েছে নিভ্রালিঙ্গ, পৃথিবীর নিশ্চিত
 যুগ্মের অবকাশ,
 শোন শোন—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—(সর্বল জনান্তিকে)

তোমার জ্বলে মোমাছির গুজন শব করুণ মনে হচ্ছে,
 তোমার জ্বলন্ত মধুর আধারন তিত্ত,
 আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে সাধনা দিতে, কিন্তু কোন
 সাধনা দিতে পারি বা তোমাকে,
 বর্গীর পবিত্রতার সঙ্গে যে ব্যাধান, তার কোন মাপ নেই
 পরিমাপ নেই,
 তাই যখন একজন ঈশ্বর অন্তর্জনকে আহ্বান করেন তখন সেই
 আহ্বান অভলম্পর্নী গহবরের মধ্যে হারিয়ে যায়,

এবং হার সেই মহানুভে কোন বাতাস নেই, তবুও অখচ
 আমি তোমাকে সাধনা দেব,
 তোমার মেধাবৃত পরিবেশ আমি পবিত্র এবং মধুর ক'রে তুলব,
 আমি জানি, তুমিও জানো যে তোমার এবং আমার বোধ এবং
 কথনো সমানই,
 তা সবেও তোমাকে দু-একটি উপদেশ দিতে চাই—শোন,
 যখন প্রেচু বিব্রত অবস্থার ভিতরে জন্ম হয়েছিল এই পৃথিবীর,
 এবং আয়রাত,
 তখন সেই আদিকালের আদ্যাতক আয়রা পরস্পর কানমাধীন

বন্ধনে পরস্পরকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছিলেন,

তখন, মনে কি পড়ে, শব্দের কল্পন পৃথিবীর বাতাস

এবং সমুদ্রের চেতনার ক্রততা এনে দিয়েছিল—

তখন, আমি আমার পরস্পর হাতে হাত রেখে সেই শিশু খুশ

পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াইতাম,

এবং আমাদের সৃষ্টির সেই প্রথম টালমাটাল পদচারণার

প্রতিধ্বনি থেকে জন্ম নিয়েছিলেন সময়—চতুর্থ ঈশ্বর

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের পদচিহ্নে পা মিলিয়ে

হেঁটে গিয়েছিলেন,

আমাদের চিন্তা, কামনার উপরে সেই চতুর্থ ঈশ্বর, সময়ের

চলমান ছায়া কেলেছিলেন,

আমাদেরই দুচোখের দৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে দেখতে,

সেই তখনই হঠাৎ শুরু হয়ে গিয়েছিল জীবনের স্পন্দন,

তখনই জীবনে হয়েছিল আশ্বাস আবির্ভাব,

শুরু হয়েছিল উড়াল সংসীতের সুর—

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই শুরুর কণ থেকেই আমরা

শাসন করতে শুরু করেছিলাম জীবনকে আশ্বাসকে,

এইসব ইতিহাস আমরা ছাড়া কেউ জানে না,

সময়ের পরিমাপ, সময়ের গুরুভার, সময়ের নীহারিকাপূজ

সংক্রান্ত স্বপ্নের ছোট ছোট মেঘগুলি,

সাত যুগ ধরে ষিপ্রহরের জোয়ারের মতনই, সমুদ্রের সঙ্গে সূর্যের

পরিণয় সংঘটিত করেছিলাম—

সেই পরিণয় উজাসের শরনকক্ষে জন্ম নিয়েছিল

মানুষ—বস্তুত একটি বগুপিণ্ড মাত্র, সেই

মানুষ যে বিনীত এবং নরম, বার শরীরে পিতামাতার

বংশাণুক্রমিক চিহ্নগুলি বর্তমান,

মানুষের মধ্য দিয়ে যে মানুষ মাটিতে হেঁটে হেঁটে যায়

তার চোখ থাকে দূর নক্ষত্রের দিকে

আমরাও কিন্তু সেইসব মানুষের দৃষ্টি অনুসরণ করেই পথ খুঁজে পাই,

পৃথিবীর দুর্গমতম অঞ্চলগুলিতে

নন্দ এবং সহনশীল যে লতাটি বেড়ে উঠছে কালো জলরাশির তীরকূষিতে

তারই সাচায্যে আমরা বীণা তৈরি করি মাহুঘের হাত দিয়ে,
সেই বীণাঘরের ঝাপা ফুলের সংস্পর্শনির কথা দিয়ে
আমরাই নিঃশ্বাস, আদর্শচ্যুত বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি,
স্বর্গচীন, রৌদ্রতাপহীন উত্তর থেকে সূর্যকরোজ্জ্বল দক্ষিণের
বালুকাবেলার ছড়িয়ে দিয়েছি,

ছড়িয়ে দিয়েছি পদ্মবাচিত অকলগুলিতে যেখানে
দিনের জয় হয়েছিল, এবং সেখানেও
সেই বজ্রপান্থক বীণগুলিতে যেখানে দিনকে হত্যা করা
হয়ে থাকে,

আমাদের কথা শ্রবণ ক'রেই দুবলহীন মাহুঘেরা অভিসাহসী—
একহাতে তরবারি অস্ত্রহাতে বীণা নিয়ে দুঃসাহসী অভিযানে
ঝাপিয়ে পড়ে সে,
সেই মাহুঘ যে পতাকা বহন করে সেই পতাকা

আমাদের ইচ্ছার দ্রব্যে নির্মিত,
আমাদের রাজকীয় মর্যাদার বিলাসবাসনই তার দাবী এবং ঘোষণা
মাহুঘের ভালবাসা ভাঙিত ক্রন্দনের পথই হচ্ছে নদী,
যে নদী আমাদের ইচ্ছাসমুদ্রের দিকে ক্রমাগত ধাবিত—

আজ এই শিখরে, উচ্চুড়ার বসে মাহুঘের বাস্তব এবং স্বপ্নভাঙনার
মধ্যে আমরা আমাদের স্বপ্ন এবং ইচ্ছার
প্রবাহ লক্ষ্য করেছি

গোধূলির উপত্যকা থেকে তার দিনগুলি ক্রমশ
পবিত্রশিখরের পূর্ণতায় নিয়ে বাওয়ার প্রয়াস পাই,
যে বড়, যে প্রাবল্য পৃথিবীকে তছনছ ক'রে দেয়, সেই বড়, সেই
প্রাবল্য আমরাই করি নিয়ন্ত্রিত—

একদিন আমরা মাহুঘকে তার বক্ষ্য শান্তির জগৎ থেকে
উর্বর কর্মক্ষেত্রের চেষ্টার মধ্যে নিয়ে বাব
উজ্জ্বল সাকল্যের দিকে,

আমাদের চোখের গভীরে রয়েছে যে দিব্যদৃষ্টি, যে দিব্যদৃষ্টির কমনা
মাহুঘের আত্মাকে প্রজ্জ্বলিত করে,
আমরাই ত তাকে নিয়ে হাই একাকি বিশ্বের নির্জনতায়
এক বিপ্লবের অবিভাবাপীতে—এক

ক্লেশবিহীনতার—

পৃথিবীর মানুষ জন্মগ্রহণই করে দাসত্বের জন্ম, দাসত্বের

নৃথলে রয়েছে তার পুরস্কার এবং সম্মানবোধ,

আমরা যা কিছু বলি মানুষের ভিতর দিয়েই বলে থাকি,

মানুষের জীবনেই আমাদের অমিত পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে,

তাহলে,

কোন সে জন্ম, কী করে আমাদের কথাগুলি প্রতিধ্বনিত করতে পারবে

যদি মানুষের জন্ম ধুলোর ঝড়ে অবগলিতচীন হয়ে পড়ে,

রাত্রির অন্ধকার যদি মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তবে

কে আর আমাদের ওই উজ্জলতা রক্ষা করতে পারবে।

হায় তবু মানুষকে নিয়ে কিইবা করতে পারো তুমি,

সে আমাদের প্রথম স্রষ্টী জন্মের শিশুসন্ধান

আমাদের অমিত প্রতিমার—

তৃতীয় স্তম্ভ—

বন্ধগণ, হে প্রবল প্রতাপ, পরাক্রমশালী বন্ধগণ,

দেখ,

ওই নৃত্যছন্দে নর্তকীর উল্লসিত মাতাল হয়ে উঠছে

সংগীতের অপূর্ব নূতনায়,

নৃপতির বমবম শব্দে বাতাস কি নির্মল নরম কৈপে উঠছে,

রাজহাস্যের মতন তার দুটি হাত

উর্ধ্বনির্দেশে দ্বিধা কাপছে—

প্রথম স্তম্ভ—

একটি ভরতপাখি অল্প ভরত পাখিটিকে ক্রমাপত্ত ভেঙ্গে চলেছে,

শিছনে পড়ে আছে হারা

তার সংগীতের সুরটি শুনতে পাচ্ছে না।

তাই বলছি,

বরং আমাকে শিখিয়ে দাও তাই,

মানুষের উপাসনার তৃপ্ত আত্মপ্রেমের মরকোচ,

মানুষের সেবা পরিভ্রমে সঙ্কট থাকার কৌশল,

আমি এও বলি,

আমার আত্মপ্রেমের ধারণা শেখহীন পরিমাণহীন,
আমি পৃথিবীনির্ভর বৃত্তার উর্ধ্বে উঠে যেতে চাই,
স্বর্গের সিংহাসনে স্থাপিত করতে চাই নিজেকে,
আমি দুইহাত দিয়ে সময় এবং মহাপুণ্ডতাকে
আঁকড়ে ধরে থাকব,

আলিঙ্গন করব অসীম অবস্থানকে,
ওই তারাবিচিত পথকে ধলকের ছিলায় মতন
গ্রহণ করব হু হাতে,
সেই ধলকে তীর যোজন হবে ওই গ্রহরা
অসীমকে 'দিয়েই আমি অসীমকে জয় করতে চাই,

কিন্তু তুমি,

তোমার বড়ই কম তা থাক তুমি কিছুতেই তা
করবে না

মাহুকের সঙ্গে অস্ত্র মাহুস যেমন ব্যবহার করে,
তেমনই ঈশ্বরের সঙ্গে কী ব্যবহার করবে অস্ত্র ঈশ্বর,
মাহুকের মতনই হবে তার ব্যবহার,
না,

বরং তুমি আমার ক্লান্ত করা দ্বন্দ্ব

কুহেলার মধ্যে অতিবাহিত যুগের স্মৃতি কিরিয়ে আনছ,
তখন—যখন আমার আত্মা পর্বতের গুহাকন্দরে আশ্রয় চাইছে,
হুগু কলরবের মধ্যে আমার চোখ তাদের প্রতিচ্ছবি
দেখতে চেয়েছিল—

আমার অতীত ওই শিশু সন্ধান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই
মৃত,

সেই অতীতের পথে আজ নিঃশব্দ নিঃশব্দতা শুধু
আর তার হৃদয়লব্ধ কনকরে বাতাস ডাকিত
বালুর পাহাড় করে বাজে—

হার অতীত, আমার মৃত অতীত,
হে আমার পৃথলিত দেবদেব কনকী,

কারাগারের অন্ধ কুঠরিতে কেইবা তোমাকে
 বংশবৃদ্ধি করতে বাধ্য করেছিল,
 সে কোন মহান ঈশ্বর,
 যে তোমার পলায়নস্পৃহা
 দলিত করেছিল,
 কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর উচ্চ করেছিল তোমার গুনঘর,
 যে তত্ত্ববাচ্যে আমার জন্মের ইতিহাস—

না আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব না,
 কোন অভিলাষও দেব না তোমাকে কোনদিন,
 কারণ তুমি যতটা বোকা আমার ওপরে চাপিয়েছিলেন,
 সেই সব বোকাটুকুই আমি মাজুবের মাথার ওপরে
 চাপিয়ে দিয়েছিলাম—

দুরপন্থে সেট বোকা,
 কিন্তু বা কিছু করেছি কিছু কম নিষ্কর্তার সঙ্গে করেছি—
 আমি আমার মাজুবকে তৈরি করেছি একটা
 চলন্ত ছায়ার মতন

সেটা কম নিষ্কর্তা—
 আর তুমি,
 তুমি, কবিত্ব তুমি আমাকে মৃত্যুহীন অসহায়
 ক'রে সৃষ্টি করেছ,

হে অতীত, মৃত অতীত হে,
 দুই ভবিষ্যতের সঙ্গে তুমি কি করে আসবে,
 যখন,
 বিচারের ভক্ত তোমাকে উপস্থাপিত করতে পারব
 তুমি কি জেগে উঠবে, জীবনের দ্বিতীয় প্রত্যাবে
 পুনর্বাস—

যখন আমি পৃথিবীর বুক থেকে তোমার পৃথিবীর
 স্মৃতি মুছে কেলতে পারব আমি।
 মৃত প্রাচীরের সঙ্গে সঙ্গে বাতে তুমি

হয়ত আর একবার উঠে দাঁড়াতে পারো,

যতকণ না মাটির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ।
 কটু অরহান হয় বিশ্বাচ্যুত কলভার,
 তত্ত্বার সংবাদে স্থির হয় সাত সমুদ্র তের নদী,
 বাধার উপরে ব্যথা ক্লান্ত করে পৃথিবীর মিথো
 উর্বরতার গালভরা গলে—

ভৃতীয় চৈতন্য—

হে পবিত্র বকুগণ, স্তন্যে পাছো,
 মেয়েটি সেই সংসীতের হ্রদ স্তন্যে পেয়েছে,
 উত্তমত চকলা তার দৃষ্টি, গায়কের সন্ধান করছে—
 বিশ্বের খুলিতে কণার মতন সেট মেয়েটি,
 পাখরের পর পাখর টপকিয়ে, কণার জলধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে
 চার্লিক ঘুরে চোখের ওপরে হাত রেখে খুঁজে চলেছে—
 (আঃ,

কি আনন্দ মরণশীল কণভঙ্গুর পাপিবতায়)—
 প্রয়োজনের দৃষ্টি অধোমীলিতা
 প্রতিশ্রুতি আনন্দের ভাবি স্বাদের সম্ভাবনায়
 ঠোঁটের কোণে চাপা ঈষৎ হাসি কাঁপছে
 এ কোন ফুল স্বর্গ থেকে ধসে পড়েছে বা,
 কোন আগুন নরকের থেকে জ্বল উঠল—
 নিতম্বতার জন্মকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে, সেইসব,
 বাসরোধকারী আনন্দ এবং ভয়কে

চমকিয়ে দিচ্ছে,

আর আমরা এ কোন উচ্চড়ায় বসে

কোন স্বপ্ন দেখে চলেছি,

কোন উর্বর চিন্তাই বা বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছি
 যা উর্ধ্বগামী ।

ওই তমসাত্মক উপত্যকার ঘুম কেড়ে নিয়ে, আর
 রাত্রিকে ক'রে তুলেছে সজাগ সাবধান—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

সেই পবিত্র তাঁত এবং হুতো তোমাকে দেখা হয়েছিল,
 দেখা হয়েছিল শিরবিবরক চেতনা,
 এইসব নিয়ে বস্ত্র নির্মাণ করা যায় ওই পবিত্র তাঁতে
 এবং শিরচেতনাটুকু তোমারই একান্ত থেকে গেল,
 সঙ্গে রইল অঙ্ককাবের হুতো আলোর হুতোগুলি,
 আর তোমার সোনালী কিংবা লাল রক্তের বাহার,
 কিন্তু কি বিষয়
 তুমি এখনও বস্ত্রখণ্ডের বস্ত্রতার আশ্রিত জানিবেছ,
 তুমি তোমার ওই দুহাত দ্বিহেই মাহুকের আত্মাকে
 নিপুণভাবে বুন করেছিলে,
 বাতাস থেকে, জীবন্ত অগ্নি থেকে,
 এখন তুমি ছিন্ন করতে চাইছ সেই সূত্র বন্ধন,
 তোমার চন্দ্রময় আঙুলগুলি অগলান করেছ

অলস শাখত অবস্থানে—

প্রথম ঈশ্বর—

না,
 সেই অপরিবর্তনীয় শাখতকালের জন্ত আমার
 হাত দুটি প্রতিশ্রুত ছিল,
 যে তুমি, মাহুকের পদলাঙ্কিত হয়নি আজও,
 সেই তুমির জন্ত আমার পা দুটি প্রতিশ্রুত,
 ও কার কঠোর সত্যক প্রবণ অধিকার ক'রে আছে,
 সেই কঠোর নিঃশব্দ পূর্বাহ্নে বাতাসে বিলীন হওয়ার আগেই
 আমার প্রবণে বিক্ষোভের ষটিয়ে গেল,
 আমার ক্লম তারই জন্ত কেবল প্রতীকা করে বারবার,
 যে আমার ক্লম বোকে না, ভালবাসা বোকেনি কোনদিন,
 সেই অসীম অব্যক্তের মধ্যে যেখানে সৃষ্টি কাজ করে না,
 আমি আমার আত্মকে সেখানে যেতেই পরামর্শ দেব,
 আঃ
 আত্মকে প্রসূর কোর না, ওই অধিকৃত বিষয়ের মহত্বে ।

খুঁজো না আমাকে সাদনা দিতে তোমার অথবা আমার
 স্বপ্ন নিয়ে,
 আমার বা কিছু আছে, পৃথিবীতে বা কিছু বলেছি বা, আর
 বাবতীর সবকিছু বা থাকবে,
 সেসব কিছুই আমাকে নিমন্ত্রণ করে না,

আ:

হে আমার আত্মা, নীরবতা কি তোমারই মুখচ্ছবি,
 আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখদুটিতে
 রাজির ছায়া যুগিয়ে রয়েছে।
 কিন্তু হায় কি ভয়ংকর তোমার নীরবতা,
 এবং তুমি হে কত না ভয়ংকর—

তৃতীয় ঈশ্বর—

হে আমার বন্ধুরা, আমার পবিত্র ভাই, তোমরা
 দেখ,
 যেহেতু সেই সবুজ উপত্যকার গানরত গায়ককে
 খুঁজে পেয়েছে,
 নিকটে এগিয়ে যায় কি নৃতাঙ্কশে,
 সেই গায়কের কতচিরুলাহিত মুখবিতাস নিরীক্ষণ করছে—
 অজগরের মতন ছোট ছোট পায়ে সে
 অলঙ্কৃত আঙুরবাগান এবং কর্নি গাছের মধ্য দিয়ে চলে আসছে,
 সেই গায়কটিকে দেখ, বস্ত্রশাস্ত্র জ্ঞানের মধ্য দিয়ে
 বিক্ষারিত চোখে দেখছে যেহেতুকে,
 হে আমার অনাবিষ্ট বন্ধুগণ,
 সে কি অস্ত কোন ঈশ্বর, বাইর কামনার
 সাদা এবং লালরঙ বিচ্ছুরিত—
 সে কোন গোপনীয়তা প্রত্যাখ্যান কাছ থেকে রক্ষা করে
 রাজিকে,
 কার হাত আজ পৃথিবীকে শাসন করছে।

প্রথম ঈশ্বর—

হায় বহুলা বিকৃত আমার আত্মা, হে আমার আত্মা,

তোমার জলন্ত অগ্নিগোলক

আমাকে শূন্যলিত করে আছে,
আমি তাই কিতাবে নিহত্নিত করব তোমার নিহত্নিকে,
কিতাবে পরিবেশিত করতে পারি তোমার আগ্রহ
ওই মহাপুত্রে—

হে বন্ধুহীন প্রিয়পরমহীন আমার আত্মা,
কুখার তাকুনার তুমি তোমার নিজের ওপরেই কাঁপিয়ে পড়ছ,
তীব্র তৃষ্ণার অজলিতর বে জলপান করছ সে তোমার চোখের জল,
কায়ল রাত্রি আর শিশির দিয়ে তোমার পেয়ালা

পূর্ণ ক'রে রাখে না,
দিন আর কোন কল উপহার দেয় না তোমাকে—

হে আমার আত্মা, আমার বিবেহী আত্মা,
তোমার বন্দরাজিত নোকা পূর্ণ হয়েছে বিদগ্ধ কামনার,
কখন স্রবাতাস এসে পালে লাগবে,
নৌকার নোঙর এবং তোমার ডানাকুটি তার আরও কি
বিস্তৃত্তর হবে—

কিন্তু উর্ধ্বাকাশ আজ নীরব যে
শান্ত সমুদ্র তোমার গতিহীনতাকে পরিহাস করছে,

অতঃপর কি আর প্রত্যাশা রইল তোমার জন্ত,
আমার জন্ত

কোন বিশ্ব পরিবর্তনের অথবা স্বর্গের কোন নতুন ইচ্ছার—
তোমাকেই দাবি করতে পারে এমন কিছু—

অসীম কুখারীগর্ভ কি আর কোনদিন গ্রহণ করবে
আমাদের উদ্ধারকতার বীজ,

দৃষ্টির চাইতে বেশী পরাক্রমশালী বার হাত তোমাকে
তোমার হাসব থেকে মুক্ত করতে পারে—

দ্বিতীয় ঠেং—

আঃ,
বাধাও তোমার সর্বদা অক্ষরী অস্থিরতা, জন্মন,
তোমার জলে জলে ওঠা স্বপ্নের তীব্র নিঃশ্বাস,

তুমি কি জানো না যে

অসীমের প্রাণ বহির

ওই উল্লীকান কোতুরলহীন নিষিকার,

আমরাই ব্যতীত এবং আমরাই উল্লীকান চড়া,

আমাদের আর অসীম শাশ্বতকালের মধ্যে

অনন্তি ছাড়া পৃথক কিছু নেই,

আকারহীন অবয়বহীন কামনার উদ্দেশ্য ছাড়া—

কেন তুমি আহ্বান করছ অজানাঁকে,

চলমান কুহেলার পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত অচেনা, অজানা

আজ তোমার আত্মাকে অধিকার করে রয়েছে—

তবে শোন,

তোমার আত্মার গৃহেই সেই শান্ত সমন্বিত কারণ শরীর

বর্তমান 'ছিল,

শত ঘূমের মধ্যেও যিনি অবলোকন করতে পারেন,

জাগর চোখ আমাদের বা দেখতে পায় না,

সেখানেই ত তার গোপন যন্ত্রপাতি, আমাদের অস্তিত্ব,

হরিৎ পত্রক্ষেত্রে যে কসল থেকে উঠেছে, বাতাস

আলোকিত হয়ে আহ্বান করছে অন্তরঙ্গতার,

তুমি কি সেই কসল গৃহাঙ্কনে নিয়ে বাবে না,

সীতারেখার নতুন বীজ বপনের উদ্ভেদনার অবকাশে,

অজুরোদগমের ধ্বনির কলনায়,

উদ্দেশ্যহীন মাঠে এবং একাকী যে ছাড়িয়ে গেবে তোমার

মেঘপুঞ্জরাশি,

গোধূলি বেলায় সেই গাভীগুলি যখন তোমাকে খুঁজে ফিরবে

গভীর আয়ত চোখে—

কোন ইচ্ছাকে সংহত করছ তুমি তোমার ছায়ায়,

আত্মহৃৎ হও,

যাটির পৃথিবীর দিকে তোমার বনকে নামিয়ে আনো

তোমার অস্থির দৃষ্টিকে,

তাকিয়ে দেখ, তাকিয়ে দেখ

তোমার ভালবাসার শিতকোর, বারি এখনও
 তোমার বুকের ছুঁ পান করছে,
 তুমি কেন যে কুলে বাও,
 পৃথিবীই তোমার বাসস্থান, তোমারই একান্ত সিংহাসন,
 মাক্রবের দূরতম কীর্ণ আশার আড়ালে
 তোমারই হাতে স্পষ্ট তালের নিহতি,
 তুমি নিশ্চয়ই তাকে পরিত্যাগ করবে না, তালের
 বারি তোমার কাছেই পৌছতে চায়, আনন্দের মধ্য দিয়ে
 নিলারূপ বহুগার মধ্য দিয়েও,
 তুমি নিশ্চয়ই তালের দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা থেকে
 তোমার মুখ কিরিয়ে নেবে না—

প্রথম ঈশ্বর—

প্রভাস কি তার হৃদয়ে ব্যক্তিকে গোপনে রক্ষা করে,
 মৃত ব্যক্তিরে শব্দেহের দিকে কি কোনও সমুদ্র
 কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাতও করে থাকে,
 প্রভাতের মতন আমার আত্মা আমার মধ্যে
 ক্রমগতিমান,
 সেখানে আমার আত্মা নয়, কোন পিছুটান নেই সেখানেও,
 অশান্ত সমুদ্রের মতনই আমার হৃদয়
 নির্মাণ করে চলেছে, ছাঁচবদ্ধে
 মাক্রব

এবং এই বৃদ্ধি পৃথিবীর অবয়ব কণতত্ত্ব—
 আমি সেই তাত্ত্বিককে ধরে নিরাশ হই থাকতে চাই না,
 যে তাত্ত্বিক আমার ওপরেই নিভরলীল,
 আমাকে উত্তীর্ণ করবে যে তারই নিভটে আমার নির্মাণ,

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

বন্ধু, এইবারে দেখ,
 ওরা পরস্পর মিলিত হয়েছে, নক্ষত্রের উদ্বেগে
 যে দুটি আত্মা বাক্য করেছিল তারা পরস্পর
 মিলিত হয়েছে,
 নীরবে একে অঙ্কে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছে,

—না, ফ্রেন্টি আর গীন গাইছে না,
 তবুও তার রোজতপ্ত কণ্ঠে সেই উদাত্ত গানের রেশ
 দগদগ করছে,
 মেয়েটির শরীর ঠমকে, হুঁবী নাচের ছন্দে হির
 অঞ্চল স্থির নয়—

হে বিশ্বর বিহ্বল বন্ধুরা,
 রাত্রি গভীরতর হচ্ছে,
 রান জ্যোৎস্নার বহু হয়ে উঠছে নক্ষত্রগুণ
 বনপথ, সমুদ্র এবং উপত্যকার মধ্য থেকে
 আত্মকৃত্য গভীর নাতীমূল থেকে ডাকছে
 কেউ ডাকছে আমাদেরও—

দ্বিতীয় দৈবর—

হার উদ্বগতি, হার উত্থান, জলন্ত পূর্বের
 সঙ্গে সঙ্গে গুড়ে বাওয়া,
 ধৈর্যে থাক। এবং জীবিতদের রাত্রিকে লক্ষ্য করা,
 যেমন কালপুরুষ আমাদের ক্রমাগত লক্ষ্য করে চলেছেন,
 সেই চতুর্ভূজী বাতাসের সম্মুখীন হওয়া যে বাতাসের
 মাথায় স্বর্ণমুঠ,
 আমাদের জোয়ারহীন নিঃশ্বাস দিয়ে জরপীড়িত
 মাছুষকে নিরাময় করে তোলা—
 সেই তাঁবুগতকারী, অন্ধকারের আড়ালে একান্তে
 বসে বৃনে চলেছেন তার তাঁতবস্ত্রটি
 এক কুস্তকার অস্ত্রমনবৃত্তাবে তার চাকাটি ঘুরিয়েই চলেছেন
 অঞ্চল আমরা দেখ নিতাইহীন এবং জাত,
 আমরা অহুমান করা এবং সুযোগ অবৈধতায়
 অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই
 পেয়েছি ঠিকই
 ধরকে ঝাঁকিয়ে পড়ি না হস্ত, চিত্তার জড়ও অপেক্ষা নেই
 আমাদের,
 সবকিছু অস্থির প্রেমের অতীতে চলে দিবেছিলো,

তাই বলি,
তুমি সন্তাই হও, স্বপ্ন পরিভ্রাম্য কর,
নদীর মতন এসো। আমরা সমুদ্রের দিকে বাহিত হই,
পাখরের খাঁজগুলির বন্ধন অতিক্রম করে,
একসময় যখন সমুদ্রের কোলে নিমগ্ন হয়ে বাব, তখন
আগামীকালের কোন যুক্তিতর্কের মধ্যেই আর বাধা থাকি না—

প্রথম ঈশ্বর—

হায়, এই অন্তহীন বর্গায়তার কি কষ্ট—
এই সারাক্ষণের পরিচালনার ক্লান্তি দিনকে গোমুণির
দিকে টেনে নিয়ে চলেছে,
রাজিকে প্রভাত্যের দিকে,
এই জোয়ার, কি আশ্চর্য, চির স্থিতি কিংবা চির বিস্থতির
মধ্যে অবসিত,
শান্ত নিয়তির বীজ বপন ক'রে চলেছি ত চলেছিই,
আশার কসল ধরে তুলে নিছি ক্রমাগত,
ধূলো থেকে শিশিরের নম্রতার উড়িয়ে নিছি পরিবর্তনশীল
আত্মাকে,
পথ কেবল ধূলোর মধ্যেই চলে যায়, পথের মধ্যে
মিশে থাকে ধূলো,
অথচ ধূলোর কি তীব্র আগ্রহ শিশিরের মধ্যে
চলে যেতে—

সমসহীন সময়ের পরিমাপে,
বলো,
আমার আত্মা কি একান্তই বাধ্য সমুদ্রে মিশে যেতে,
যে আত্মা উজানভাঁটার খেলার মগ্ন থাকতে চেয়েছিল—
কিংবা সেই আকাশ হতে চায় যে আকাশ বজ্রাঙ্কুর
বাতাসের উদ্গারনার বিচিহ্ন—

আমি যদি মাহুয হতাম, মাহুযের ক্রমিক অংশমাজও, ১
হয়ত অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিতে পারতাম
হয়ত বা এইসবও—

অথবা আমি যদি একমেবাবিতীর্ণম ঈশ্বর হতাম,
 যিনি যাহ্নবের এবং দেবতার শূভতাকে পূরণ ক'রে থাকেন,
 তাহলেও হস্ত বা পূর্ণ হয়ে উঠতাম,
 কিন্তু তুমি আমি কেউই মানুষ নই ত,
 একমেবাবিতীর্ণম ঈশ্বরও নই কেউ,
 আমরা কেবল চিরকালের গোধূলিদেবায়
 দ্বিগন্ত থেকে দ্বিগন্তে ক্রমাগত উজ্জলতর হয়ে চলেছি,
 ক্রমাগত অশেষ হয়ে চলেছি,
 আমরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের একটি বিশ্বকে ধারণ ক'রে
 রয়েছি ও: কি গুরুতার,
 যে বিশ্ব আমাদের মধ্যে রয়েছে, ও: তাও কি গুরুতার—
 আমাদের নিঃসৃতি লক্ষ্যধ্বনি ক'রে যখন, তখন
 নিঃশ্বাস এবং সংসীতের ধ্বনি কোন দূর
 অজানা লোক থেকে তেলে আসে,
 আমি বিদ্রোহ ক'রে উঠি,
 আমি বন্ধ শূভতার মধ্যে আমার সমস্ত সংহত শক্তি
 নিঃশেষে উজাড় ক'রে দেব,
 তোমার দৃষ্টির পরিধি থেকে দূরে আমি আমার
 নিজেকে বিলীন ক'রে দেব,
 এবং এই নীরব তারুণ্যের সৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব
 যে তরুণ আমারই কনিষ্ঠ সহোদর—
 যে তরুণেরা আমাদের পাশে বসে অথচ দূর উপত্যকার
 দিকে সতৃষ্ণ তাকিয়ে রয়েছে,
 তার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কোন শব্দই উচ্চারিত করছে না সে,

তৃতীয় ঈশ্বর—

আমি কথা বলছি, তোমরা আমার কথা শুনে না,
 কি ভয়ঙ্কর সত্য আমি কেবলি ওই উপত্যকার,
 তোমরা কারও কথাই শুনে না কেবল নিজেকে কথা ছাড়া,
 পোন আমি মিনতি করছি পোন,
 তোমাদের এবং আমারও মহান সত্যের প্রকাশ লক্ষ্য কর,

তোমরা কেন মূখ্য করিয়ে রয়েছ কেন

চোখ বন্ধ ক'রে রয়েছ,

আমাদের সিংহাসন নড়িয়ে দিয়েছে ওরা দুইজন,

রাজকীয় মর্যাদার এই পৃথিবী এবং অন্ত বিশ্বমণ্ডল

শাসন করবে সে,

দেবতার আশ্রয় সত্তার কাছে অবনত মস্তক,

যে সত্তার অভীত তোমার ভবিষ্যতের প্রতি সংহত কিন্তু

ঈর্ষাকাতর,

আপন উদ্বেগেই ভূমি, তোমাদের ক্রোধ বক্তৃতার মধ্যে

কেটে পড়ছে,

সমস্ত সত্তার বৃত্তে বজ্রপতনের শব্দ অধীর ক'রে তুলছে,

তোমাদের কথকতার অর্থই

প্রাচীন বীণাবাদ্যকারের তব্রা-স্বর শব্দরাশি,

যে বীণার তারে তারে তিনি আঙুল বোলাতে তুলে গেছেন,

কালপুরুষ তার বীণাবাদ্য, সপ্তবিমণ্ডল তার করতাল,

তুমি অক্ষুটবরে কথা বলে চলেছ, তোমার অন্তরমনস্কতার সময়ে,

সেই বীণাবাদ্য সেই করতাল কিন্তু বেজে চলেছে অহরহ,

সেই তার সংগীতময় আদি নুরবাকার মিনতি করছি একবার কান

পেতে শোন,

ওই দেখ, পুরুষ এবং প্রকৃতির লীলা চাকলা,

আগুনের লেলিহান শিখা থেকে আগুনের লেলিহান শিখার

অধিকার—

ওই ফুলের মধ্যে লুকোন দাখিলানজি আকাশের দুগ্ধভারে

ঈশ্বর অবনত গুনে মূখ্য ভূমি করে রয়েছ,

আমরাই সেই শত সঙ্কলিত অকাশ, অবকাশ,

এবং আমরাই সেই বালামী তনুগুহ।

আমাদের হে আত্মারা, জীবনের আত্মারা,

এই রাত্রিতে অগ্নিময় কণ্ঠে অবস্থান করছে অনন্ত

আত্মাদের শরীর,

সেই নারীর শরীরে পরিচ্ছন্ন তৈরী করছে তরকারিত

জলরাশির কেনাপুত্র

তোমার এবং আমার রাজবণ শাসন করতে পারে না

এই নিয়তি,

বুঝতে কি পারো না, তোমার উদ্বেগের কারণ তোমার

উচ্চাশা—

অথচ এইসব এবং অন্ত কিছুও সাপটে মুছে যার

মাতৃব এবং মাতৃবীর কামনার গতি প্রকৃতিতে—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

ও আচ্ছা, কি বলছ হে, তুমি তৃতীয় ঈশ্বর,

মাতৃবের ভালবাসার কথা,

মাতৃবীর ভালবাসার জোলা গরগাছা,

তাই দেখছি,

পূর্ব বাতাস মেয়েটির পায়ের ছন্দে কেমন নেচে

উঠছে,

পশ্চিম বাতাস ছেলেটির গানের সুরে সুর মিলিয়ে

বিহ্বল, ঈশ্বং অল্পমনস্কও,

সত্যিই ত, কি আশ্চর্য আমাদের পবিত্র উদ্দেশ্য,

আজ তাঁর সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছে,

আমাদের সমর্পণ যা নৃত্যরত মাতৃবের

শরীরের দিকে তাকিয়ে গান গাইছে—

প্রথম ঈশ্বর—

না, আর আমি আমার চোখ কেঁরাব না নীচে

পৃথিবীর এবং মাটির সংস্কার সীমার ভিতরে,

পৃথিবীর সজ্ঞানদের দিকেও না, যে সজ্ঞানগণ অবিশ্রাম

বস্ত্রপাশ হুকড়ে বাজে বাকে তুমি

বলছ ভালবাসা—

কিন্তু ভালবাসা কাকে বলে,

কবুর অনিশ্চয়তার দীর্ঘ মিছিল যে চাপা চাকের বাড়তি

পরিচালনা করে নিরে বার অস্ত কোন বীর বক্তব্য,
তাকেই বৃষ্টি ভালবাসা বলে—

না,

আর নয়—

আর ওই নির উপত্যাকাভূমির দিকে তাকাব না আমি,
তাছাড়া,

দেখার মতন আর কি বা রয়েছে কিরে,

একটি পুরুষ ছাড়া, একটি নারী ছাড়া, ওই অরণ্য

এবং হরিৎ ক্ষেত্র নষ্ট হয়েছিল

তাদের কাঁদে কেলবার ভক্তই,

এবং তারা অস্বীকার করতে পারে তাদের

নিজস্ব সত্তাকে,

অস্বীকার করতে পারে আমাদের

অজ্ঞাত পিতৃপিতামহদের—

তৃতীয় ঈশ্বর—

হায়, কোন কিছু সম্পর্কিত জ্ঞান কত না

বেগুনালয়ক,

আমরা পৃথিবীর মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিলাম জিজ্ঞাসা,

অহুসন্ধানের নক্সাহীন আবরণ,

মাহুকের সহ করার ক্ষমতাকে করেছিলাম সন্দেহ,

পাথরের নীচে একটি মোষের মূর্তি স্থাপন ক'রে আমরা

পৃথিবীর মাহুকের ডেকে বলেছিলাম,

দেখ এই মৃগয়ী মূর্তির চিরমৌ অতিব্যক্তি,

অথচ মাটিতেই এইসবের শাশ্বত সমাধি হোক,

আমরা আমাদের করবক অঞ্জলিতে সালা অগ্নিশিখা নিয়ে

বলেছিলাম আপন আপন কল্পের কথোপকথন,

ওই ত আমাদের সত্তার অংশগুলি কিরে কিরে আসছে,

একটি অমোঘ নিঃশ্বাসে বা বিরোজিত হয়েছিল এক সময়,

—কলে আরও হাত, আরও ঠোঁট উদ্গারের মতন এখন

অহুসন্ধানে অহির সত্তার বাকী অংশের সঙ্গে

মিলনেছার কাঁপছে—

যে পৃথিবীজাত ঈশ্বর, আমার বন্ধুরা,
 পরিতাপের অনেক উঁচুতে বসিও,
 তবুও আমরা পৃথিবীমুখিই,
 মাহুকের মধ্য দিয়ে, তাদের সোনালী নিহতির
 কামনার মধ্য দিয়ে—

আমাদের জ্ঞান, নতুনতর কোন সৌন্দর্য উদ্ভাসিত
 হয়ে উঠবে কি, তার চোখে,
 সেই সাবধানতা মাহুকের কামনাকে জড় করে
 দেবে না কি—

এমনকি আমাদের নিজেদের কামনাও,—

ভালবাসা যেখানে গৃহস্থামীর মতন বহনে প্রস্তুত,
 সেখানে তোমাদের যুক্তির সৈন্তদল কি আর করতে
 পারবে,

তাই যদি হয়, ভালবাসা তবে কাকেই বা জয় করবে—
 সে কার শরীফের ওপর দিয়ে

আসমুদ্র হিমাল

ভালবাসার রথ চালিত হবে, পাহাড় থেকে সমুদ্রে,
 সমুদ্র থেকে পাহাড়ে আবার,
 এখন ওরা লজ্জিত অর্থ আলিফনে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
 ফুলের পাগড়ি, পাগড়ির নিঃবাসে হুগড়,
 আত্মার মধ্যে আরও আত্মা তার ছায়ার জীবনের আত্মাগুলি,
 এবং সেইসব আত্মাদের চোখের পলকভিত্তে

একটি প্রার্থনা স্থির,

সেই প্রার্থনা সযোযিত তোমার প্রতি আমার প্রতি,
 আচ্ছা,

ভালবাসা আসলে কি একটি রাত্রি মাত্র, ক্লেশবিহীন

যীতর সমুদ্রে নতলাত,

আকাশ যেখানে কালোস্তীর্ণ ক্ষেতভূমি,

সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল জোনাকির মতনই রূপান্তরিত,
 প্রকৃতপ্রস্তাবে সত্য যে আমরা সবাই অসীম এবং অনন্ত,

আমাদেরই সর্বোচ্চ অবস্থা—

তবুও স্বীকার করা ভালো,

ওই ভালবাসা আমাদেরও সামর্থ্যের অত্যন্ত,

আমাদের সংসীতের চাইতেও বিদ্যুতের ক্ষেত্র

ওই ভালবাসার—

দ্বিতীয় দৈশ্বর

আমরা সকলেই দূর অতিদূর পরিমণ্ডলের সন্ধ্যানে ব্যস্ত,

ছুটে চলেছি অবিজ্ঞান,

কিন্তু আমাদের প্রিয় পরিচিত আত্মজ পৃথিবী গ্রহটির দিকে

এতটুকু লক্ষ্য করার সময় হবে না কি আমাদের,

ওই দূর মহাপ্রান্তে কোন কিন্ত নেই,

আত্মা সেখানে বিদেহী আত্মার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ--

সৌন্দর্য সেই বিন্যাসের সাক্ষী এবং পুরোহিত,

এবং সৌন্দর্য লুটিয়ে রয়েছে আমাদের পায়ের তলার,

সেই হৃদয়রতা আমাদের অর্জাল পূর্ণ করে

ঠোটুটিকে লক্ষ্য দিচ্ছে,

সবচেয়ে যা দূরে তাই কি সবচেয়ে নিকটে তোমার,

যেখানে হৃদয় সেখানে সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব—

হে অপ্রবিলাসী বন্ধু আমাদের,

সময়ের অস্পষ্ট সীমানাচিহ্ন থেকে ফিরে এসো,

সময়ের স্পষ্ট সীমানাচিহ্ন থেকে ফিরে এসো।

আমাদের কাছে,

তোমার পা দুটিকে মুক্ত কর—“কখন”, “কোথায়” ইত্যাদি

নেতিবাচক প্রশ্নের মোজা থেকে,

আমাদের সঙ্গে চলে এসো নিরাপত্তার নিভরতার

তোমার হাত আমাদের হাতে হাতে বৃন্দে চলেছিল,

তৈরী করেছিল পাথরের পরে পাথর—

তোমরা ছুঁড়ে কেলে দাও তোমাদের উদ্দেশ্যের আচ্ছাদন

সদী হও আমাদের—এসো,

তরুণের প্রবু আমার উক হরিৎ ক্ষেত্রের প্রবু

আমাদের—

প্রথম ঈশ্বর—

হে পরমপিতা, চিরন্তন ঈশ্বর,
আজ রাতে সত্যিই কি একজন পার্থিব ঈশ্বরকে
বলিদান করতে উদ্ভত হয়েছ তুমি,
তাহলে অপেক্ষা কর, আমি আপছি আমার আশিকে
সঙ্গে নিয়ে, আমার বাখা এবং কামনাকে নিয়ে আসছি—

কিন্তু হার,

ওই ত সেই নৃত্যরতা নারী—পৃথিবীর প্রাচীনতম ঔৎসুক্যের
মাটি ছেনে নির্মাণ করা—

এবং ওই গাছক ধীর বাতাসের মধুরতায় আমারই রচিত সংসীতের
ধ্বনি তুলেছে কণ্ঠে,

এই নাচ এই গানের মধ্যেই একজন ঈশ্বরকে হত্যা করা হচ্ছে
আমার মধ্যে—

আমার ঐশ্বরিক হৃদয়, মানবিক বুকের পাজরায় হিত
ঐশ্বরিক হৃদয় আতঁনাক করেছে অলৌকিক পরমপিতার
পাছের তলায়,

মানবিক খলন উষ্মপাকুল স্বর্গীয়তার জন্ত কেঁদে উঠছে,
সেই সৌন্দর্য স্রষ্টার আদি থেকেই বা আমি
অন্বেষণ করেছিলাম,

কম্বা স্বর্গীয়তার গুপ্ত প্রার্থনা আমার ।

যে আছান আমি স্তম্ভে পাজি সেই ডাকের
প্রহারে প্রহারে জর্জরিত আমার অস্তিত্ব—

আজ আমি সমর্পিত

সৌন্দর্য একটি পথ যে পথ আমাকে আত্মহত্যার
দিকে টানে অমোঘ

তুমি জোবার শূন্য উল্লোচিত কর,
এক আমাকে অঙ্গুলন করতেই হবে সেই পথ

বে পথ কে জানে হৃদয় অস্ত্র প্রত্যাঘের দিকে
ছড়িয়ে চলেছে নিরস্তর—

তৃতীয় ঈশ্বর—

তালবাগা চিরকাল জরী হয়—জর করে,
ওই ক্ষয়ের পাশে পাশে সালা এবং সবুজের সমারোহ,
অলিন্দে, পথমাঝে,

খিলানে, উচ্চত্তরে তালবাগার গর্ভিত
সমারোহ রাজকীয়,

উজ্জান এবং দুর্গম মরুভূমিতেও তালবাগা রয়েছে,
তালবাগাই আমাদের প্রভু এবং ঈশ্বর,
কারণ তালবাগা শরীরের নষ্টোৎস্রী উজ্জম যাত্রা নয়,
কামনার অড়িবুটি নয়,
যখন আত্মা এবং কামনা পরস্পর যুদ্ধ ক'রে চলেছে
তখন, তালবাগা শরীর নয়।

বা শক্তির বিরুদ্ধে অন্ত্যধারণ
ক'রে আছে,

তালবাগা বিদ্রোহ করে না।

সে অতীত নিরস্তির ক্লান্ত পরিক্রমা থেকে চলে যায় পবিত্র শুভায়—
নৃত্যরতা চিরন্তনীর গোপন মুদ্রতায়,

পৃথকমুক্ত তাজা তারুণ্যই তালবাগা,
ক্লেশমুক্ত যে কোন পুরুষই তালবাগা, তালবাগা সেট নারী,
যে নারী অগ্নিময় দহনে উষ্ণ,
আমাদের স্বর্গের চাইতে অস্ত্র কোন স্বর্গে উজ্জলত্তর

আলোকমালা অলছে,

আমাদের মধ্যে বহমান কোন দূর উষ্ণ চাপি সেই তালবাগা,
উন্নত আক্রমণে চঠাংই যে জাগিয়ে দেয়,
পৃথিবীর নবীনতম প্রত্যাঘই তালবাগা, সে প্রত্যাঘ আজও
তোমার আবার গোপে প্রতিভাত হয় নি,
অথচ ইতিমধ্যেই তার বিশ্বাস স্বপ্নে স্থাপিত হয়ে গেছে,

হে আবার বন্ধুরা,

প্রত্যয়ের ফলের অন্ততল থেকেই নববহুঃ আবির্ভাব,
 পশ্চিমের সূর্য্যাস্ত থেকে আসছে তার প্রেমিক পুরুষটি,
 ওই উপত্যকার আভা যে বিবাহের আয়োজন,
 তার দিনলিপি অসম্ভব,

দ্বিতীয় দৈশ্বর—

এইরকমই হয়ে চলেছে সৃষ্টির আদিমতম প্রত্যাব থেকে,
 পাহাড় পর্বতের উপত্যকার ছড়িয়ে রয়েছে,

ছড়িয়ে রয়েছে সমতল ক্ষেত্রে,
 সৃষ্টির শেষতম উল্টো ভোয়ার অবধি থাকবে এরকমই,
 আমাদের শিকড়গুলি স্তারত শাখা প্রশাখা হয়ে
 এনেছিল উপত্যাকাক্ষেত্রে জুড়ে,

এবং শিখরচূড়ার যে সংসীতের গন্ধ ছড়িয়ে যায়,
 আমরাই তার ফুলের প্রস্ফুটন,
 বৃত্তাবাহী এবং সূতাহীন—এই বৈত নদী একই সমুদ্রের
 দিকে বহমান,

কিন্তু প্রবণেই কেবল সে,
 সময় আমাদের পেনার জগৎ আরও নিশ্চিত ক'রে দেয়,
 আরোতির কামনার সৃষ্টি ক'রে যায়,
 মরণশীলতার উপরে সন্দেহই কেবল ওই শব্দকে
 আড়াল ক'রে চলেছে,

লুকিয়ে রাখে,
 আমরা কিন্তু সন্দেহকে অতিক্রম করেছিলাম,
 আমাদের তরুণ ফলের সন্ধানই ত মাহুব—
 মাহুবই ত দৈশ্বর ধীরে অন্তর্বাহে চলেছে ক্রমাগত,
 আর তার নিজস্ব হৃৎ এবং হৃৎকের অঙ্করণনে
 কৈশে কৈশে উঠছে,

আর তারপর আমাদের প্রিয় স্বপ্নগুলি,
 নিরালা নিঃস্বপ্ন ঘুম

প্রথম ঈশ্বর—

ওই পুরুষটি দীতগুজনে মূবর হয়ে থাকুক, নৃত্যরতা বে
 পা ছুঁড়ে পা ছুঁড়ে ঘুরে কিরে নাচতে থাকুক
 প্রাণভর,
 কণকালের জন্ত আমি অন্তত সম্ভট থাকি,
 অন্তত আজ রাত্রির জন্ত আমার আস্থার অস্থিরতা
 শাস্ত হোক,
 চরত তল্লা আসতেও পারে,
 আধোঅপ্নের মধ্যে চরত উজ্জলভর পৃথিবীকে দেখতে পাব,
 আমার কাছে হয়ত,
 মাহুযজন, নষ্ট, নষ্টবস্ত্র সহনীয় মনে হতে পারে,
 অন্তত আজ একটি রাত্রির জন্ত—

তৃতীয় ঈশ্বর—

আমার যাবার সময় হোল এখন,
 খুলে কেলতে হবে এখন সময়ের সাজপোশাক,
 খুলে কেলতে হবে স্থান কাল পাজের সাজপোশাক,
 অচলিত পথে পথে আমি এখন নেচে নেচে
 চলে যাই,
 ওই নৃত্যরতা নারীর উরুদ্বয় আমার পায়ের ছন্দে
 নেচে উঠুক—
 আমি এখন ওই উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
 গান গাইব,
 এবং সেই গান শুনে, হুরছন্দে কোন একজন
 মাহুযের ক্রুর স্পন্দিত হতে থাকবে—
 আমরা চালিত হব সেই গোধূলিবেলায়
 হয়ত ঘটনাচক্রে দৈবাত জেগে উঠব
 ভিন্নতর পৃথিবীর অপরিচিত প্রত্নায়বেলায়,
 কিন্তু ভালবাসা থেকে যাবে,
 ভালবাসার অকুলি স্পর্শচিহ্ন কোনদিন মোছা যাবে না
 আর কোনদিন শতপ্রয়াসেও,
 কবিতা-৯

আশীর্বাদপূত ওই কামারলালা জলছে,
 আগুনের ফুলিক ছুটছে, প্রত্যেকটি ফুলিকই
 এক একটা গুঁথ—
 হরত আমাদের পক্ষে শুভ এবং বুদ্ধিমানের
 কাজ হবে,
 কোন ছায়াতীর্ণ বর্ণার কাছে, দুর্গম বিহালয়ের
 একটি কোন বুঁজে নেয়া,
 স্বর্গীয় পৃথিবীতে অনন্ত সুমের মধ্যে, ভুবে বাই,
 আর ভালবাসাকে মানবিক এবং দুর্বল
 অথচ চলমান, আগামীদিনের
 সময়ে শাসন করতে দাঁড়—
 আমাদের অনগনের পরাজয়ের লজ্জা,
 এখন অন্তর্জালিতেই বুঝি আমাদের একান্ত অবসর,
 কারণ মাহুৎ ঈশ্বর ভালবাসা-উত্তীর্ণ
 দুর্গের নিরাপদেই অনন্ত—
 আবহমানকাল তার ধ্বংস নেই,
 ভালবাসার বর্ষিল পতাকা
 জলে—
 জলে—
 অন্তরীক্ষে
 দ্বির অদ্বির হয়ে অনন্ত সময়
 ধরে উড়ে চলেছে—

এখন আমার বাবার সময় হোল,
 বাই,
 খুলে কেলেতে হবে সময়ের সাক্ষ্যপোষক
 খুলে কেলেতে হবে
 হান কাল পাজের পোষাক—
 আরি বাই—

